উৎসর্গ

পরম স্নেহভাজন

সহোদর

শ্রীমান্ করুণানাথ ভট্টাচার্য্যের

করকমলে

এই

সামান্য পুস্তক

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সাদরে

অর্পিত হইল।

ভূমিকা।

জাতীয় সাহিত্য জাতীয় উন্নতির মূল। জাতীয় পতাকা ও সাহিত্য যে জাতি আদর করিতে জানে না, সেই জাতির উন্নতি অসম্ভব,—সেই জাতি মানব সমাজে স্থান প্রাপ্ত হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। জাতীয় শক্তি, সামর্থ্য, চরিত্র, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, বিশ্বাস, ভাব, চিন্তা, শিল্প, বিজ্ঞান ও সভ্যতা—জাতীয় সাহিত্যে মুকুরের ন্যায় প্রতিফলিত হইয়া, জাতীয় চরিত্র গঠিত করে। জাতীয় চিন্তা-স্রোত কোন্ পথে প্রবাহিত হইয়া জাতীয় জীবন ও চরিত্র গঠিত করে, জাতীয় সাহিত্য নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। জাতীয় জীবনের উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভাগ, উন্নতি ও অবনতি—জাতীয় সাহিত্যের নির্ম্মল দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। জাতীয় সাহিত্য ও অতীতের ইতিহাস যে জাতি আদর করিতে জানে না, সে জাতির অস্তিত্ব নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। সে জাতির ন্যায় অসার ও অপদার্থ জাতি ভূমণ্ডলে বিদ্যমান না থাকিলেও, মানবসমাজের কোন ক্ষতি হয় না।

বাঙ্গলা দেশে আমাদের জন্ম। বাঙ্গলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি ও অবনতির সহিত আমাদের জাতীয় জীবন ও চরিত্র অতি ঘনিষ্ট সূত্রে সম্বদ্ধ। বাঙ্গলা সাহিত্য ছয় সাত শত বৎসরের প্রাচীন হইলেও, অদ্যাপি বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস যথোচিত ভাবে লিখিত হয় নাই। এই সম্বন্ধে যে কয়খানি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিত ও প্রচা-

রিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাবী ইতিহাসলেখক তাহা হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। সেই সকল অসম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রবন্ধেব একখানিও ইতিহাসেব ববণীয় পদে অধিষ্ঠিত হওযাব যোগ্য নহে। তাহাতে ইতিহাস লেখকের জন্য প্রভূত উপকবণ সংগৃহীত হইযাছে। ইতিহাসেব পূর্ণতা, গভীবতা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও দার্শনিকতা এই সকল গ্রন্থ প্রবন্ধে দেখিতে পাওযা যায না।

জযদেব গোস্বামী বাঙ্গলা ভাষাব আদি কবি। তিনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীব শেষ ভাগে প্রাদুর্ভূত হইযা সংস্কৃত ভাষায 'গীতগোবিন্দ' বচনা পূর্ব্বক অমবত্ব প্রাপ্ত হইযাছেন। জযদেব সংস্কৃত ভাষায কাব্য লিখিলেও, তিনি বাঙ্গলাব আদি কবি—বঙ্গেব বৈষ্ণব কবিদিগেব শীর্ষস্থানীয। ধর্ম্মযাজক "বিড্" ল্যাটিন ভাষায গ্রন্থ লিখিলেও যেমন ইংবেজী সাহিত্যেব প্রথম লেখক বলিয়া সম্মানিত, গোস্বামী জযদেবও সেইরূপ সংস্কৃতে কাব্য বচনা কবিযা বাঙ্গলা সাহিত্যেব আদি কবির উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত বহিয়াছেন। জযদেবেব গীতি কবিতায় বাঙ্গলা সাহিত্যেব জন্মলাভ ঘটিয়াছে।

দেবোপাখ্যান, গীতি, আখ্যাযিকা ও জনশ্রুতি হইতে কবিতার উৎপত্তি। সকল জাতিব সাহিত্যেব ইতিহাস হইতেই এই কথা প্রমাণিত হইতেছে। বাঙ্গলা সাহিত্যও এই সাধাবণ নিয়মেব বহির্ভূত হয় নাই। পৌবাণিক বাধাকৃষ্ণেব প্রেমলীলা ঘটিত উপাখ্যানে ও জযদেবেব গীতি কবিতায়, বাঙ্গলা সাহিত্যেব জন্ম। বাধা কৃষ্ণেব প্রেমে ঐশীপ্রেম ও ভগবদ্ভক্তি অতি মধুব ও ললিত ভাষায় গীতগোবিন্দে বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিবা এবিষয়ে জয়দেবেরই পদ অনুসরণ করিয়াছেন।

ঈশ্বর প্রেমময়। কেহ পিতৃভাবে,কেহ মাতৃভাবে, কেহ সখী-ভাবে এবং কেহ দাসভাবে,—ঈশ্বরের আরাধনা ও উপাসনা করিয়া থাকেন। শীতপ্রধান ইউরোপ ও অন্যান্য খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী দেশে,ঈশ্বর পিতৃভাবে উপাসিত হইতেছেন। গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষের শাক্তগণ মাতৃভাবে,শৈবগণ পিতৃভাবে, ব্রাহ্মগণ দাসভাবে ও বৈষ্ণবগণ সখী-ভাবে,জগদীশ্বরের অর্চ্চনা ও ভজনা করিতেছেন। সকল ধর্ম্মেরই চরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক—ঈশ্বরলাভ। স্থানভেদে ও দেশভেদে, উপা-সনার বিভিন্ন ভাব ও আকার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দেশ ও কাল ভেদে বিভিন্ন উপাসনা প্রণালী অবলম্বিত হইয়া,জগতের প্রাণভূত ধর্ম্ম বিভিন্ন আকারে পরিণত ও বিভিন্ন নামে আখ্যাত—হইয়াছে। প্রেমের অবলম্বন ভিন্ন কোন ধর্ম্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

প্রেম জগতের দেবতা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চেতন ও অচেতন সকলেই প্রেম শৃঙ্খলে পরস্পর সম্বদ্ধ। মনুষ্য মাত্রই প্রেমের উপাসক। ভক্তি, ভজনা, অর্চনা সাধনা, আরাধনা, উপাসনা, স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা ভালবাসা—প্রেমেরই বিভিন্ন রূপ। প্রেমের কোন না কোন মূর্ত্তিতে যিনি বিগলিত না হন, সংসারে এবংবিধ জীবের অস্তিত্ব কল্পনায়ও অঙ্কিত করা যায় না।

কবিগণ বীণাপাণি সরস্বতীর বরপুত্র। কবিগণ প্রেমের গূঢ় রহস্য যেমন বুঝেন,অন্যে সেরূপ বুঝে না। কবিগণ প্রেমের গীতি ও কাব্য রচনা দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দান করেন। প্রেমিক ও ভাবুক ভিন্ন কেহ কবি হইতে পারে না। কবিগণ প্রেমের গায়ক। প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন কাব্যের উদ্দেশ্য। প্রেমিক ভিন্ন কেহ কাব্য লিখিতে পারে না। প্রেমিক ভিন্ন কাব্যের রস ও তাৎপর্য্য কেহ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে না।

অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রেমের মনোহর উচ্ছ্বাস অধিক পরিমাণে প্রবাহিত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় বৈষ্ণব কবি জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্মিলন প্রদর্শন করিয়া, জগতকে মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। প্রেম ও ধর্ম্মের আলোচনায় ভারতবর্ষ জগতের গুরুস্থানীয়। বঙ্গের বৈষ্ণব কবিদিগের মত প্রেমের গভীর মর্ম্ম ও রহস্য আর কেহ বুঝিতে পারিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। বৈষ্ণব সাহিত্যের ন্যায় প্রেমতত্ত্ব অন্য কোনও সাহিত্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে কি না, জানি না। পাশব প্রবৃত্তির উত্তেজনা বাঙ্গলার বৈষ্ণব কবিবৃন্দের রচিত পদাবলীর উদ্দেশ্য নহে। তাহার গূঢ় মর্ম্ম গ্রহণে অপারগ হইয়া, বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আমরা বাহ্য-দৃষ্টিতে তাহাতে কুরুচি, অশ্লীলতা ও পাপের নারকীয় আবিলতা ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাই না। বিজাতীয় শিক্ষা ও বাহ্যদৃষ্টির প্রভাবে আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যের জন্মদাতা, বৈষ্ণব কবিদিগের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে বাঙ্গলা সাহিত্য উৎপন্ন হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ বাঙ্গলা সাহিত্যের জন্মদাতা। বৈষ্ণব কবিদিগের সংখ্যা হয় না। তাঁহাদের রচিত বৈষ্ণব সাহিত্য এত বিস্তৃত, যে অদ্যাপি তাহার সীমা নির্ণীত হয় নাই। তাঁহাদের রচিত পদাবলীর শতাংশের একাংশও বটতলার মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছে কি না, সন্দেহ স্থল। তাহাদের জীবনী অদ্যা-পিও জনসমাজে প্রচারিত হয় নাই। অদ্যাপি আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব কবিদিগকে চিনিতে পারি নাই। তাঁহাদের পরি-

চয় প্রদানের যথোচিত চেষ্টাও অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হয় নাই। পরিচয়ের অভাবে অদ্যাপি আমরা ভক্তিভাজন বৈষ্ণব কবিদিগের যথোচিত আদর করিতে শিখি নাই।

জয়দেব বৈষ্ণব কবিদিগের শীর্ষ স্থানীয়। তাঁহার আবির্ভাবের তিন শত বৎসর পরে মিথিলা দেশে বিদ্যাপতি জন্ম গ্রহণ করেন। বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলায় জয়দেব ও উমাপতি প্রাদুর্ভূত হন। বিদ্যাপতি, উমাপতি, জয়দেব, জয়ানন্দ, নন্দীপতি, রমাপতি, মহীপতি, চতুর্ভুজ, সরসরাম, মোদনারায়ণ, কেশব, কবিশেখর ভঞ্জন, চক্রপাণি, ভানুনাথ ও হরথনাথের রচিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-বিষয়ক খণ্ড ও গীতি কবিতা অদ্যাপি মিথিলায় প্রচলিত আছে। এই সকল মৈথিল কবির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বৈষ্ণবধর্ম্মোচ্ছ্বাস বাঙ্গলা, আসাম, মিথিলা ও উড়িষ্যা দেশকে সমভাবে প্লাবিত করে। বিদ্যাপতির পরিচয় প্রসঙ্গে এই সকল মৈথিল বৈষ্ণব কবির পরিচয় গ্রন্থ মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহাদের রচিত কবিতার সহিত বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিদিগের রচিত কতিপয় পদাবলী, তুলনা করিবার জন্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবি। তিনি বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষার আদি কবি। ইঁহারা উভয়েই চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও জয়দেবের রচিত গীতি-কবিতা প্রেমাবতার চৈতন্য দেবকে মোহিত করিত।

বুদ্ধদেব সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য, সকলের বোধগম্য প্রাকৃত পালিভাষার সর্ব্বত্র প্রচলন করেন। চৈতন্যদেব

বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বাঙ্গলা ভাষার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক, তাহার সবিশেষ উন্নতি বিধান করেন। বাঙ্গলা ভাষাতেই চৈতন্যদেব গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্বের অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার সময় হইতে বাঙ্গলা ভাষায় গ্রামে গ্রামে হরিনামের সঙ্কীর্ত্তন প্রতিধ্বনিত হয়। চৈতন্য-দেব ও তাঁহার শিষ্যানুচরবৃন্দের দ্বারা বাঙ্গলা ভাষা নবজীবন লাভ করে। চৈতন্য দেবের সময় হইতে গ্রামে গ্রামে বৈষ্ণব কবি প্রাদু-র্ভূত হইয়া, বাঙ্গলা ভাষায়, মধুর পদাবলী রচনা করিতে থাকেন। বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে ইহা অতি গৌরবের কাল।

সংস্কৃতবিৎ সনাতন গোস্বামী "রসময় কলিকা," রূপ গোস্বামী "রাগময়কণ" ও জীবগোস্বামী বঙ্গভাষায় "করচাই" রচনা করেন। বৃন্দাবন দাস, ত্রিলোচন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্য দেবের জীবনবৃত্ত লিখিয়া কৃতার্থ হন। পদ্য "রাগময়কণ" ভিন্ন, রূপগোস্বামী 'কারিকা' নামক গদ্য গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করেন। রূপগোস্বামী রিপু দমন বিষয়ে যে 'রাগময়কণ' পদ্যে রচনা করেন, 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহার সংক্ষিপ্ততা বিধান করেন। ইহা ভিন্ন কৃষ্ণদাস কবিরাজের দ্বারা বাঙ্গলা পদ্যে রচিত 'রাগমালা,' 'প্রেমরত্নাবলী,' 'বৃন্দাবনধ্যান' ও 'চৌষট্টিদণ্ড নির্ণয়' সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষের যত্নে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রসময় দাস ও গিরিধর দাস বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হইয়া, জয়দেব গোস্বামীর রচিত 'গীতগোবিন্দ' বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদিত করেন। ভট্টরঘুনাথ দাসের 'বিলাপ কুসুমাঞ্জলি' সংস্কৃত হইতে

বাঙ্গলা পদ্যে রাধাবল্লভ দাস অনুবাদিত করেন। যদুনন্দন দাস রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব নাটক' "রসকদম্ব" নামে ও তাঁহার "ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' "রাগমার্গলহরী" নামে পদ্যে অনুবাদিত করেন। এই যদুনন্দন গোবিন্দদাস প্রণীত সংস্কৃত "কৃষ্ণকর্ণামৃত বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ করেন। * এই তিনখানি অনুবাদ ভিন্ন তাঁহার প্রণীত একখানি "কুঞ্জরাস্তব" পাওয়া গিয়াছে। নরোত্তম দাস 'সাধ্য প্রেমচন্দ্রিকা,' 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা,' 'প্রেমভক্তি চিন্তামণি,' 'উপাসনা পটল' ও 'গুরু শিষ্য সংবাদ' বাঙ্গলা পদ্যে রচনা করেন। নরোত্তমের প্রিয়সখা রামচন্দ্র দাস কবিরাজ গুরুভক্তি বিষয়ে 'স্মরণ দর্পণ' রচনা করেন। মুকুন্দ দাস 'প্রেমকল্পতরু,' দৈবকী নন্দন দাস 'বৈষ্ণব বন্দনা' এবং 'চৈতন্য মঙ্গল'-প্রণেতা ত্রিলোচন দাস 'বস্তুতত্ত্ব-সার' পদ্যে রচনা করেন। 'কবিকঙ্কন' মুকুন্দ

---

* 'চৈতন্য চরিতামৃত' প্রণেতা ও হিন্দী 'ভক্তমালে'র অনুবাদক কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সংস্কৃত-কাব্য "কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র টীকা রচনা করেন। যদুনন্দন দাস অনুবাদিত গ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন—

'তুমি বড় দয়াবান, কর মোর পরিত্রাণ,
পতিতপাবন সবে বলি।
গাইল গোবিন্দ লীলা, যাহা মনে উপজিলা,
তাঁর গুণ আর কৃপাবলী॥
শ্রীকৃষ্ণ পদ দ্বন্দ্ব, মৃদু মৃদু অরবিন্দ
তাঁর নখাঙ্কলে মোর আশ।
যে পদ আশ্রমে স্থিত, গাইল "কৃষ্ণকর্ণামৃত,"
শ্রীযদুনন্দন দাসের দাস॥"

ইহা হইতে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' সংস্কৃতে গোবিন্দদাস নামে কবি রচনা করেন বলিয়া স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে না।

রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'কবিচন্দ্র' রামানন্দ চক্রবর্ত্তী "গোবিন্দমঙ্গল" গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

পদকর্ত্তা বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের সহিত অন্য কাহারও তুলনা হয় না। তাঁহাদের উভয়ের পদানুসরণ করিয়া, অন্যান্য অসংখ্য কবি রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে পদ রচনা করেন। নরোত্তম দাস, নরহরি দাস, শ্রীনিবাস দাস, বৃন্দাবন দাস, ত্রিলোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ রামচন্দ্র দাস কবিরাজ, গোবিন্দ দাস কবিরাজ, গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, রায় শেখর, রায় বসন্ত, মনোহর (চৈতন্য) দাস, বলরাম দাস, অনন্ত দাস, যদুনন্দন দাস, যদুনাথ দাস, উদ্ধব দাস, বংশীবদন দাস, নরসিংহ দাস, বাসুদেব ঘোষ দাস, মুকুন্দ দাস, বিপ্রদাস ঘোষ, যাদবেন্দ্র দাস, মাধব দাস, প্রেমদাস, জগন্নাথ দাস, রামানন্দ বসু, রামানন্দ চক্রবর্ত্তী (কবিচন্দ্র), বৈষ্ণবদাস, প্রসাদ দাস, ভীমদাস, রাধামোহন দাস, ঘনশ্যাম (নরহরি) দাস, রসময় দাস, গিরিধর দাস, কৃষ্ণদাস, পীতাম্বর দাস, গোপাল দাস, রাধা বল্লভ দাস, সুখময় দাস, কিঙ্কর দাস, দুর্ল্লভ দাস, মুরারি গুপ্ত, চম্পতি নাথ, দম্পতি নাথ, নয়নানন্দ দাস, রায়রাজ খাঁ, কানু দাস, গৌরীদাস, দৈবকী নন্দন দাস,—প্রভৃতি অসংখ্য বৈষ্ণবকবির রচিত রাধা কৃষ্ণ ও চৈতন্যলীলা বিষয়ক পদ সচরাচর 'পদকল্পতরু', নামক উৎকৃষ্ট সংগ্রহ ও অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা 'দাস' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক আপনাদের জাতি ও পরিচয় লুকায়িত রাখিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই যে উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহাদের জীবনী ও পদাবলী সংগ্রহের পূর্ব্বে, বৈষ্ণব কবিদিগের কবিত্ব সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করা যায় না। ইঁহাদের জীবনী ও

কবিতা সংগ্রহের জন্য বিশেষ চেষ্টা এপর্য্যন্ত হয় নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুরাগী কোনও মহাজন বা সভাসমিতি, এ পর্য্যন্ত এই বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। এক জন বা দুই জনের ব্যক্তিগত চেষ্টায় এই বিরাট কাণ্ড সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। ইহাতে বহুতর ব্যক্তির সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। আমরা সবিনয়ে বাঙ্গলা-সাহিত্য-পরিষদের সভ্য ও অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি এদিগে আকৃষ্ট করিতেছি। স্বদেশীয় সাহিত্যের সেবায় আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের কিয়দংশ ব্যয়িত ও অতিবাহিত করা উচিত।* প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিরই স্বদেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে ও অতীতের আলোচনায় যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

---

* আমরা যে সুসভ্য ইউরোপের বাহ্য দোষ অনুকরণে সর্ব্বদা ব্যস্ত, সেই জগৎ পূজ্য ইউরোপের মনস্বী, চিন্তাশীল ও প্রতিভাশালী গ্রন্থকারেরা এ বিষয়ে কি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদর্শিত হইল।

"If there is any thing in this world which, next after the flag of his country or its spotless honour, should be holy in the eyes of a young man, it is *the language of his country* He should spend at least the third part of his life in cultivating its resources" (Thomas De Quincey)

"The guardianship of the language of a country is, as it were, confided to the care of the upper classes of Society — let them not abuse that trust. It should be the earnest endeavour of every educated person to maintain inviolate the purity of his native language by precept and practice ; pains should be taken to become familiar with the history of its rise and progress, equally with the history of his country. This resolution can not but be facilitated by the acquisition of foreign idioms, which is calculated to increase intelligence

দীর্ঘকাল যাবৎ বৈষ্ণব-কবিগুরু বিদ্যাপতি ঠাকুরের জীবনী লিখিতে বাসনা ছিল। অদ্য বহু আয়াস ও যত্নে তাহা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইল। বিদ্যাপতির পূর্ব্বতন, সমকালিক ও পরবর্ত্তী বাঙ্গলা ও মিথিলা বাসী বৈষ্ণব কবিদিগের জীবনী সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত নানা ইংরেজী ও বাঙ্গলা গ্রন্থপ্রবন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও প্রসঙ্গ ক্রমে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে একত্র সংগৃহীত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বৈষ্ণব কবিদিগের জীবনী স্বতন্ত্র ভাবে কোনও পুস্তকে এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। আমরা এই পুস্তকে যাঁহাদের জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি, ইহা পাঠে যদি স্বদেশীয় শিক্ষিত ও সহৃদয় ভ্রাতৃবৃন্দের চিত্ত বৈষ্ণব কবিদিগের জীবনী সংগ্রহে ও কবিতা পাঠে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহাদের রচিত পদাবলীর সমুচিত আলোচনা যদি ভবিষ্যতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা আরব্ধ হয়, তাহা হইলে লেখকের এই অভিনব উদ্যম সফল বিবেচিত হইবে। বর্ত্তমান গ্রন্থকারের অতি ক্ষীণ স্বর বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবক ও অনুরাগী মহাত্মাদিগের কর্ণকুহরে ক্ষণকালের জন্যও প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না এবং প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্যক্ অনুশীলন আরব্ধ হইবে কি না, সর্ব্বদর্শী

---

generally and to strengthen the faculty of expression The practical application of all acquired tongues should be severely restricted to occasions, when they are really indispensable Upon the upper classes it is especially incumbent to do all in their power towards promoting the healthy growth of their native language, they have a peculiar interest in the welfare of their country, and their responsibiliy in this respect is commensurately proportioned"

(F Scheleg's "History of Literature", 1873)

ভগবানই জানেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সংগৃহীত "বিদ্যাপতি" ও শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিকেব "চণ্ডী-দাস" প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শিক্ষিত বাঙ্গালীব মধ্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসেব কবিতামালাব চর্চ্চা বৃদ্ধি কবিবে, সন্দেহ নাই।

ইতিহাসের অঙ্গীভূত জীবনচবিতেব আলোচনায় অনিচ্ছাসম্ভূত ভ্রমপ্রমাদ থাকা কোন ক্রমে অসম্ভব নহে। ভ্রমপ্রমাদেব হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভেব জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কবা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কতদূব কৃতকার্য্য হইবাছি, তাহা পাঠক ও সমালোচকগণ বিচাব কবিবেন। সহৃদয় ও সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গ এবং সমালোচকগণ এই সামান্য লেখকেব ভ্রম দযা কবিয়া প্রদর্শন কবিলে, বাবান্তবে তাহা সংসোধনেব চেষ্টা কবিব।

যাঁহাদেব গ্রন্থ প্রবন্ধাদি অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত হইল, তাঁহাদেব নিকট চিবকৃতজ্ঞ বহিলাম। তাঁহাদেব নাম পুস্তকে যথাস্থানে উল্লিখিত হইযাছে। নিম্নে পুনর্ব্বাব তাঁহাদেব নাম ও প্রবন্ধেব উল্লেখ কবা গেল। সত্যেব অনুবোধে স্থানে স্থানে তাঁহাদেব ভ্রম প্রদর্শিত হইযাছে। ভবসা কবি তজ্জন্য সত্যনিষ্ঠ ও মাননীয পূর্ব্বতন লেখকগণ এই সামান্য গ্রন্থকাবকে মার্জ্জনা কবিবেন। ইঁহাদেব মধ্যে বাজকৃষ্ণ বাবু, হাবাধন বাবু, ক্ষীবোদ বাবু ও গ্রিযাবসন সাহেব সামযিক পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ লিখিযাছেন, তাহা হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইযাছি।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত,

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,—প্রথমভাগ

সম্বন্ধে বিজ্ঞ ব্যক্তি ও সংবাদপত্রাদির সংক্ষিপ্ত অভিমত।

"বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি অনেক পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া, এই সুবৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ত্রৈলোক্য বাবুর মত ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের ন্যায় গভীর গবেষণা পূর্ণ পুস্তক লিখিতে দেখিয়া, আমাদের আশা হইতেছে, হিন্দুর দেশে হিন্দু শাস্ত্রের পুনরালোচনা হইবে।

'আপনার বক্তব্য পাঠকবর্গকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সংস্কৃত ও বাঙ্গলা গ্রন্থসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তক সংস্কৃতজ্ঞ ও অসংস্কৃতজ্ঞ সকল প্রকার পাঠকেরই বিশেষ উপকারী হইবে বলিয়া, আমাদের বোধ হইতেছে। গ্রন্থকার কেবল নিজের মত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কোন বিষয়ে ভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতদিগের সঙ্গে যেখানেই তাঁহার মতভেদ ঘটিয়াছে, সেইখানেই তিনি অতি পাণ্ডিত্যের সহিত বিপক্ষের মত খণ্ডন করিয়া, নিজের মত বজায় রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার বিচার শক্তি ও অনুসন্ধান ক্ষমতা দেখিয়া, আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি।"

শক্তি (১২৯৫। ১২ই অগ্রহায়ণ)

"সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রথমভাগের নানাস্থান পাঠ করিয়া অতীব প্রীত হইলাম। এই পুস্তকখানি বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসের উপক্রমণিকা স্বরূপ হইয়াছে। ইহাতে বৈদিক গ্রন্থাবলীর স্থূল স্থূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে। তৎসঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় আর্য্যজাতির আচার ব্যবহারেরও কিছু কিছু বিবরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রায়শঃ আবশ্যক স্থলে প্রমাণ প্রদর্শন করাতে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রামাণিকত্ব দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ সঙ্কলনের জন্য গ্রন্থকারের ভূরি পরিশ্রম ও প্রচুর গবেষণার নিদর্শন ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্য অনুশীলন করেন নাই, তাঁহারা এইগ্রন্থ পাঠে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন, এবং যাঁহারা সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহারাও এতৎপাঠে আহ্লাদিত হইবেন ও পাঠশ্রমের সফলতা অনুভব করিবেন। আমার মতে পুস্তকখানি সমাপ্ত হইলে, বাঙ্গলা সাহিত্যের একটী গুরুতর অভাব মোচন করিতে সক্ষম হইবে। পুস্তকের ভাষা সরল ও আড়ম্বর হীন।

"পুস্তকোল্লিখিত সকল মত আমার অনুমোদিত নহে। প্রাচীন অন্ধতমসাচ্ছন্ন কালের বৃত্তান্ত আবিষ্কারের প্রধানতম ভিত্তি, অনুমানের উপর সংস্থাপিত। তদ্বিষয়ে সকলের ঐক্যমত্য না হইবারই কথা। ঈদৃশ বিষয়ে মতভেদ এক প্রকার দুর্নিবার্য্য। (১২৯৫। ৩রা আশ্বিন)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার,

সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ, কালকাতা।

"It seems to me that the work deserves every encouragement It is a very commendable effort, and as it is the first attempt of its kind, I think the Government of Bengal, if properly moved, may give some help"

ASUTOSH GUPTA, M A,

Offg Joint Magistrate, Begooserai, Monghyr

13th September 1888

"এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। আর্য্যজাতির ভারতে আগমন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ যুগ পর্য্যন্ত এই পুস্তকে গ্রন্থকার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি অতি ধীরভাবে বিশেষ বিবেচনার সহিত বেদ, পুরাণ, দর্শন স্মৃতি, কাব্য, জ্যোতিষ, তন্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রত্যেক গ্রন্থ, গ্রন্থকারের পরিচয় এবং গ্রন্থোৎপত্তির সময় নির্দ্দেশ করিতে তিনি যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছেন, সমালোচ্য গ্রন্থ এই প্রকাণ্ড কাণ্ডের প্রথম খণ্ড মাত্র। এই অতি গুরুতর ব্যাপার সমাধা করিবার জন্য—বিদ্যা চাই, বুদ্ধি চাই, অধ্যবসায় চাই, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি চাই,

সর্ব্বোপরি অর্থ ও অবসর চাই। অর্থ ও অবসরের কথা বলিতে পারি না, —কিন্তু গ্রন্থকারের যে বিদ্যা, বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও বিচারশক্তি প্রচুর পরিমাণে আছে, আমরা তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থকার এই খণ্ডে বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। এই ভাবে সমগ্র গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে, গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষার একটী গৌরবের সামগ্রী হইবে।

"সংস্কৃত সাহিত্য ভারতভূমির বহির্ভাগে আরব পারস্য প্রভৃতি দেশে ও ইউরোপে কিরূপ অনুশীলিত, অনুবাদিত ও প্রচারিত হইয়াছে, দিল্লীর সম্রাট-গণ কি প্রকারে সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা ও অনুবাদিত করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার কতক পরিমাণে সেই সকল তত্ত্বও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য ভালবাসেন, তাঁহারা অবশ্যই এ গ্রন্থের আদর করিবেন এবং সাধ্যানুসারে গ্রন্থকারকে উৎসাহ প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই। আমরা ইহার দ্বিতীয় খণ্ড দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।" গরীব, ১২৯৫ (২৮শে অগ্রহায়ণ)

"I have found great pleasure in perusing your book on the History of Sanskrit Literature It will be a work of great value, and will surely receive public sympathy and patronage The book, when completed, will likely supply a real and longfelt want"

GOPAL CHANDRA ACHARJYA,
Zemindar, Muktagacha, Maimensing.

"এই নাটক নভেলের দিনে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের ন্যায় গভীর গবেষণার পরিচায়ক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে দেখিলে, মনে অনেক আশার সঞ্চার হয়। সংস্কৃত সাহিত্য বিলুপ্ত প্রায়। এই লুপ্তপ্রায় রত্নের উদ্ধার জন্য যাঁহারা খাটিতেছেন, তাঁহারা ধন্য। ত্রৈলোক্য বাবু যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা শেষ করিতে পারিলে তিনি অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন। আমরা আশা করি, দেশের শিক্ষিতমণ্ডলী গ্রন্থকারকে বিশেষ উৎসাহ দিবেন। ঢাকা গেজেট, ১২৯৫ (২৩ মাঘ)।

"I have read the first part of the History of Sanskrit Literature with much interest It is, I think, the first attempt of its kind in Bengali The learned author has written his history from the Vedas to the Upanishads. He has shown great ability, and a thorough acquaintance with the earliest expressions of human thought. His account is full and instructive His work is a really useful one and deserves success and every encouragement. I hope my countrymen will lend him their helping hands, so as to enable him to complete his herculeasn tak

ASUTOSH GUPTA, M A,
Offg Joint Magistrate, Begooserai, Monghyr.

7th January 1889

"... ..The cursory way in which I have been able to look through your learned work, does not justify me in giving an opinion on a work of such nature. You have certainly collec ted a vast deal of information, which will be new to most of our country-men ; but if you could have put it in a little more popular way, your work would, I am sure, have commanded a large circulation. The attempt is the first of its kind in our language"

R. C DUTTA, ESQR B A, B C S., C.I.E,
Magistrate and Collector, Maimensing,
(*Offg. Commissioner, Burdwan Division*)

6th February 1889.

" .. গ্রন্থকার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের হীনাবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া, এই সুবৃহৎ ব্যাপারে হাত দিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে বৈদিক সংহিতা হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদ্ পর্য্যন্তের ধরাবাহিক ইতিহাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা-ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। তিনি অতি বিশুদ্ধ ভাষায়, উপন্যাসের ন্যায় মধুর করিয়া, ইহা লিখিয়াছেন। পড়িতে আরম্ভ করিলে, শেষ না করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহার গবেষণা এবং বিজ্ঞতার পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া কঠিন। এই পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় রহিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের এরূপ গবেষণা পূর্ণ বিস্তৃত ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই।

গ্রন্থকারের নাম কৃতজ্ঞতার স্বর্ণাক্ষরে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে লেখা থাকিবে। আমরা আশা করি, তিনি বঙ্গদেশে বিশেষরূপে আদৃত হইবেন। বাঙ্গালা ভাষার হিতৈষী এবং অনুরাগী ব্যক্তিগণের পুস্তকালয়ে এ অমূল্য গ্রন্থ যে স্থান পাইবে, এবিষয়ে আমাদের একটুও সন্দেহ নাই।"

নব্যভারত (১২৯৫। পৌষ।)

".. Your book is very interesting indeed, and far above the ordinary run of books that are produced now-a-days You have shown considerable research and originality, and I shall be very glad if the public patronage is sufficiently encouraging to make you go on and complete the work, which, when finished, will be a valuable contribution to our knowledge of the ancient Sanskrit Literature If I have one suggestion to make, it is this, that your diction might be simpler"

K. G GUPTA, B C S.
Secretary to the Board of Revenue, Calcutta,
(*Commissioner of Excise, Bengal*)

25*th February* 1889

কবি বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতি বাঙ্গলাভাষার আদি কবি। অন্যূন পাঁচশত বৎসর অতীত হইল, তিনি মিথিলাদেশে আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণলীলাদি নানা বিষয়ে যে সকল মধুর ও সরস খণ্ড-কবিতা রচনা করেন, অদ্যাপি তাহা মিথিলা ও বঙ্গদেশকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। যে সময়ে ইংলণ্ডে মহাকবি চসার প্রাদুর্ভূত হন, ঠিক্ সেই সময়ে মহাকবি বিদ্যাপতি মিথিলা দেশে জন্মগ্রহণ করেন। চসার যেমন ইংলণ্ডের আদি কবি, বিদ্যাপতিও তেমনি বাঙ্গলার আদি কবি। চসার ইংলণ্ডে যেমন গৃহে গৃহে আদৃত হইতেছেন, বিদ্যাপতিকে আমরা সেরূপ আদর করিতে অদ্যাপি শিক্ষা করিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে না। ইংলণ্ড হইতে ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত চসারের গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ পঠিত ও আদৃত হইয়াছে, চসারের জীবনীর ও কবিত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা হইতেছে। বিদ্যাপতির কবিতা কয় জন শিক্ষিত লোকে পড়িয়া মোহিত হইয়াছেন? আমাদের মধ্যে কয়জন বিদ্যাপতির জীবনী আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন ও প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন? কয়জন বিদ্যাপতির মৈথিল ও বাঙ্গলা পদাবলী একত্র সংগৃহীত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন? বিদ্যাপতি সম্বন্ধে নানাবিধ ভ্রান্ত মত ও উপাখ্যান অদ্যাপি প্রচলিত আছে। আমরা দীর্ঘকালের চেষ্টায় কবি বিদ্যাপতির জীবনী সম্বন্ধে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, অদ্য পাঠকবর্গের সম্মুখে তাহা উপস্থিত করিলাম।

তাঁহার রচিত কবিতামালার বা গ্রন্থাবলীর সমালোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

১৮৭৩খৃঃ অব্দে পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন "বাঙ্গলাভাষা ও বাঙ্গলাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের" দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তকের প্রথমভাগ ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে প্রচারিত হয়। পণ্ডিতকুলচূড়ামণি স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক ক্ষুদ্রকায় উৎকৃষ্ট পুস্তিকার পরে, বাঙ্গলা ভাষার ও সাহিত্যের এই প্রথম ইতিহাস রচিত হয়, এবং তদনুকরণে পুস্তকের নামকরণ ও গ্রন্থকারদিগের নাম অনুসারে বিষয়-বিভাগ হওয়া অসম্ভব নহে। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে এক জন লেখক স্বরচিত "বঙ্গভাষার ইতিহাস" নামক ক্ষুদ্রকায় পুস্তিকায় বিদ্যাপতির উল্লেখ করেন।

"বহু অনুসন্ধান দ্বারা অবগতি হয়, চৈতন্যদেবের আবির্ভূত হইবার এক শত বৎসর পূর্ব্বে, রাজা শিবসিংহ লক্ষ্মীনারায়ণের আধিপত্য সময়ে, বঙ্গদেশে বিদ্যাপতি নামক এক ব্যক্তি বঙ্গভাষায় অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন। শিবসিংহ বাঙ্গালার অন্তঃপাতি পঞ্চগৌড় নামক স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।"

মহেন্দ্র বাবুই বঙ্গভাষার প্রথম ইতিহাস লেখক। কলিকাতার অন্তর্গত কুমারটুলীতে তাঁহার বাসস্থান ছিল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। 'জ্ঞানদীপিকা' সভার দ্বিতীয়বার্ষিক অধিবেশনে তিনি উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি 'কবিচরিত' ও 'বিবিধার্থসংগ্রহ' হইতে পুস্তক রচনার কালে সাহায্য প্রাপ্ত হন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুস্তক তখন পর্য্যন্তও প্রকাশিত হয় নাই।

"বিদ্যাপতি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নিশ্চয় সংবাদ বলিতে পারা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইনি চৈতন্যের শতা-

ধিক বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে বিদ্যাপতি ১৩৭৮ খৃঃ অব্দে অথবা তৎসন্নিহিত সময়ে অবস্থিত ছিলেন, বলিতে হইবে। তাঁহার রচিত পদাবলীতে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এই মাত্র বোধ হয় যে তিনি শিবসিংহ নামক কোন রাজার অধিকার মধ্যে অথবা তাঁহার সভাসদরূপে অবস্থিত ছিলেন। শিবসিংহের রাজমহিষীর নাম লছিমা বা লক্ষ্মীদেবী। বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ইহার অন্যতম কোন প্রদেশের শিবসিংহ একজন বড় জমিদার ছিলেন। চণ্ডীদাসের সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে। চণ্ডীদাসের বাটী বীরভূম জেলার মধ্যে ছিল। তদনুসারে বীরভূমের সন্নিহিত কোন স্থানেই বিদ্যাপতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হয় না। বিষ্ণুপুর বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক মহাশয় বিদ্যাপতির বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য ঐ প্রদেশে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল লোক পরম্পরায় এই মাত্র জানিতে পারিয়াছেন যে বাঁকুড়া জেলার ছাত্‌না প্রদেশে বিদ্যাপতির বাস ছিল। তিনি ঐ প্রদেশের এক সামান্য রাজা শিবসিংহের সভাসদ্ ছিলেন। রাজমহিষী লছিমা দেবীর সহিত তাঁহার প্রসক্তি ছিল এবং ঐ মহিষীকে দেখিলেই তাঁহার কবিত্ব প্রতিভাত হইত। এইজন্য তিনি লছিমার নামেই ভণিতি দিয়া কবিতা রচনা করিতেন। বিদ্যাপতির নাম সম্বলিত "পুরুষ পরীক্ষা" নামে একখানি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় উহা উক্ত রাজা শিবসিংহের সময়ে বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল।"(বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।)

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের রচিত মূল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিদ্যাপতির পরিচয় সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা উপরে উদ্ধৃত হইল। দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপনে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। কোন বিষয়ের প্রকৃততত্ত্ব ও সত্যনির্দ্ধারণের জন্য যে সকল ব্যক্তি প্রয়াস পাইয়াছেন, ও তৎসম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্ত মত প্রচার করিয়াছেন, যত্ন সহকারে তাহা নির্দ্দেশ করা জীবনী ও ইতিহাস লেখকের কর্ত্তব্য। একবারে কোন সত্যই

সচরাচর আবিষ্কৃত হয় না। মনুষ্যমাত্রই ভুলভ্রান্তির অধীন। পুনঃ পুনঃ আলোচনায় ও গবেষণায় ভ্রান্তি হইতে কিরূপে ক্রমে ক্রমে সত্য নির্ণীত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করা ইতিহাসলেখকের পক্ষে কোনক্রমেই অনুচিত নহে। পূর্ব্বতন মাননীয় লেখকদিগের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাদিগকে হাস্যাস্পদ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

"আমরা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের জীবনবৃত্ত সংক্রান্ত অধিক কথা বলিতে পারি নাই। যাহা কিছু বলিযাছি, তাহাও অনুমানমূলক মাত্র। গত ১০ই পৌষের সোমপ্রকাশে কোন পত্রপ্রেরক যাহা লিখিয়াছেন, উহা কতদূর প্রামাণিক তাহা আমরা জানি না। 'জিলা যশোহরের অন্তর্গত ভুর্শটুর নামক গ্রামে ১৩৫৫ শকে ব্রাহ্মণ জাতীয় ভবানন্দ রায়ের ঔরসে বিদ্যাপতির জন্ম হয় এবং ১৪০৩ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে তাঁহার পরলোক হয়। উঁহার প্রকৃত নাম বসন্ত রায়, বিদ্যাপতি উপাধি মাত্র। উঁহার রচিত পদাবলীর নাম 'বসন্ত সুকুমার কাব্য'। চণ্ডীদাসের ১৩৩৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়। ইঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাইচী। ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহার রচিত কাব্যের নাম 'গীতচিন্তামণি।"

'বঙ্গভূষণ' নামে পদ্যময় জীবনীগ্রন্থে কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে বিদ্যাপতিকে যশোহরবাসী নির্ণয় পূর্ব্বক তাঁহার জন্মকাল ১৪৩৩খৃঃঅব্দে ও মৃত্যু ১৪৮১খৃঃ অব্দে ঘটে, লিখিয়াছেন।

"বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস উভয়ের ভণিতাযুক্ত ২।৪ টী কল্পিত গীত শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকে এই উপাখ্যান বলিয়া তাহার সমাধান করেন যে 'রাজা শিবসিংহের মহিষী লছিমা দেবীর সহিত বিদ্যাপতির প্রসক্তি ছিল এবং লছিমাকে না দেখিলে তাঁহার কবিত্ব নিঃসৃত হইত না। রাজা এই বিষয় অবগত হইয়া সন্দেহ ভঞ্জনার্থ মধ্যে মধ্যে বিদ্যাপতিকে গৃহরুদ্ধ করিয়া কবিতা রচিতে বলিতেন, বিদ্যাপতি তাহাতে অসমর্থ হইলে লছিমা কার্য্যান্তর ব্যপদেশে ঐ গৃহের গবাক্ষপথে উপস্থিত হইয়া দেখা দিতেন এবং অমনি বিদ্যা-

পতির মুখ হইতে কবিতা নিঃসৃত হইত। এইরূপে যে সকল কবিতা রচিত হয়, তাহা অসম্পূর্ণ ছিল। যাহা হউক রাজা ইহাতে পরম ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্যাপতিকে শূলে দেন। বিদ্যাপতি শূলবিদ্ধহৃদয় হইযাও অকস্মাৎ লছিমাকে তথায় দর্শন ও গীতার্দ্ধ রচনা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।' অনন্তর বহুকাল পরে (কাহারও মতে ১৪৮৯ শকে) গোবিন্দদাস প্রাদুর্ভূত হইযা ঐ সকল গীতার্দ্ধের পূরণ করেন।" (বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষযক প্রস্তাব।)

বাঙ্গালী কিরূপ অসার, অপদার্থ ও গল্পপ্রিয়, তাঁহাদের রুচি কিরূপ জঘন্য ও ঘৃণাস্পদ—উপরি উদ্ধৃত অংশে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি স্বরচিত গ্রন্থের মূলে ও বিজ্ঞাপনে এই সকল জঘন্য গল্পের উল্লেখ করিয়া, আপনার মূল্যবান পুস্তককে কেন কলঙ্কিত করিয়াছেন, বলিতে পারি না। এই সম্বন্ধে তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করিলে, তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ লোকের উপযুক্ত হইত।

১৮৭৫ খৃঃ (১২৮২ বঙ্গাব্দে) সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার চতুর্থ ভাগের জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় বিদ্যাপতিঠাকুর সম্পর্কে এক বহুগবেষণাপূর্ণ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শন করেন যে, বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাসদ্ ছিলেন। বঙ্গদর্শন হইতে রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধের সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বিদ্যাপতি মৈথিল কবি। (১) মৈথিল ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে, এবং ঐ সকল গীতের ভণিতায় রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ ও লখিমা দেবীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় *।

---

* "কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥"

(২)বিদ্যাপতি চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও বীরভূমস্থ নান্নুর গ্রামের কবি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক লোক ছিলেন। চৈতন্যদেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা শ্রবণ করিতে ভাল বাসিতেন। বিদ্যাপতির রচিত গীত শ্রবণে অনেক ভক্তের

"ভণ বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতী,
এসব এরূপ জান।
রায় শিবসিংহ, রূপ নারায়ণ,
লছিমা দেবী পরমাণ॥"
"ভণযে বিদ্যাপতি, শুন সব যুবতী,
ইহ রসকূপ যে জান।
রাজা শিবসিংহ, রূপ নারায়ণ,
লছিমা দেবী পরমাণ॥"
"ভণযে বিদ্যাপতি, অপরূপ মূরতি,
রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ, রূপ নারায়ণ,
একাদশ অবতারা॥"
"রাজা শিব সিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ।
"ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহুঁ নিশঙ্ক॥"
"বিদ্যাপতি কহ ভাখি।
রূপ নারায়ণ সাখি॥"
"তব গুণ পরিহরি, হরখি হরু ধনি,
মানক অবধি বিহানে।
রাজা শিবসিংহ, রূপ নারায়ণ,
বিদ্যাপতি কবি ভাণে॥"
"ভণই বিদ্যাপতি, শুনু ব্রজ যৌবতী,
ইথিক লক্ষ্মী সমানে।
রাজা শিবসিংহ, রূপ নারায়ণ,
লছিমা দেই বিরমাণে॥"
ভণই বিদ্যাপতি, শুন ব্রজনারি।
ধৈরজ ধরয়কু মিলত মুরারি॥"

হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। (৩) মিথিলায় পঞ্জী নামে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ আছে। তাহাতে রাজাদিগের ও ব্রাহ্মণগণের পরিচয় পাওয়া যায়।১২৪৮শকে মিথিলাধিপতি হরিসিংহদেবের রাজত্ব সময়ে উক্ত গ্রন্থের রচনারম্ভ হয় *। এই পঞ্জীগ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পিতার নাম গণপতি, পিতামহের নাম জয়দত্ত, প্রপিতামহের নাম ধীরেশ্বর, বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম দেবাদিত্য এবং অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম ধর্ম্মাদিত্য। তিনি মিথিলা-মহীপতি শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন। (৪) রাজা শিবসিংহ মিথিলার রাজা ছিলেন ও লখিমাদেবী তাঁহার মহিষী ছিলেন। ইহা পঞ্জীগ্রন্থ ও জনপ্রবাদ দ্বারা নির্ণীত হয়। এই রাজা মৈথিলব্রাহ্মণবংশীয়। রাজা দেবসিংহ তাঁহার পিতা। তিনি ১৩৬৯ শকে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সাড়ে তিনবৎসরমাত্র রাজত্ব করেন। তিনি 'সুগওনা' নামক গ্রামে বাস করিতেন। অদ্যাপি সেই গ্রামে তাঁহার ভ্রাতৃবংশীয়েরা হৃতরাজ্য হইয়া বাস করিতেছে। তৎখনিত বিস্তৃত অতি গভীর রাজপুষ্করিণী নামে অনেক তড়াগ দেখিতে পাওয়া যায়। (৫) যে শিবসিংহের সভায় বিদ্যাপতি ছিলেন, সেই শিবসিংহ নারায়ণ নামক সামান্য দ্বিজকুলসম্ভূত। তাঁহার পূর্ণনাম "রূপনারায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজ শিবসিংহ।" রূপনারায়ণ নামটী অনেক স্থলেই শিবসিংহের বিশেষণ। কিন্তু কোন কোন স্থলে ভিন্ন ব্যক্তির নাম বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার পিতা মহারাজ দেবসিংহ, পিতামহ মহারাজ ভবেশ্বর, পিতৃব্য হরসিংহ দেব। হরসিংহের চারিপুত্র। মহারাজ নরসিংহ (দর্পনারায়ণ), রত্নসিংহ (জীবননারায়ণ), রঘুসিংহ (বিজয়নারায়ণ), ও ভানুসিংহ (বীরনারায়ণ)। মহারাজ শিবসিংহের তিন মহিষী ছিল, পদ্মাবতীদেবী, লখিমাদেবী ও বিশ্বাসদেবী। রাজার মৃত্যুর পরে ইঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কথা আছে। অনন্তর নরসিংহদেব রাজা হন। তাঁহার পরে তৎপুত্র ধীরসিংহ (হৃদয়নারায়ণ) ও ভৈরবসিংহ (হরিনারায়ণ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর রূপনারায়ণের রাজত্ব। (৬) বিদ্যাপতির কোন কোন

---

* "শাকে শ্রীহরিসিংহদেবনৃপতেঃ ভূপার্কতুল্যো ২ জনি।
তস্মাদন্তমিতে হব্দকে দ্বিজগণৈঃ পঞ্জী প্রবন্ধঃ কৃতঃ॥"

কবিতা ও তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে মিথিলায় আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত আছে, বাঙ্গালা দেশে নাই। (ক) রাজা শিবসিংহকে দণ্ডদিবার জন্য দিল্লীশ্বর ধরিয়া লইয়া যান। বিদ্যাপতি এই সংবাদ শুনিযা রাজাকে মুক্ত করিবার জন্য দিল্লীতে গমন করেন। বিদ্যাপতির অলৌকিক কবিত্বশক্তি * সন্দর্শন করিয়া, দিল্লীশ্বর শিবসিংহকে মুক্ত করিলেন, এবং কবিকে বিসপী নামক বৃহৎ গ্রাম প্রদান করিলেন। রাজা শিবসিংহ নিজ ভূম্যন্তর্গত সেই গ্রামের দিল্লীপতি দত্ত দানপত্র দৃঢ করণার্থ আপনিও কবিকে একখানি দান পত্র দেন। এই দানপত্রে ২৯৩ লক্ষ্মণসেনের অব্দ ব্যবহৃত। শকাব্দ ১০৩০ ও খৃষ্টাব্দ ১১০৭ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল হইতেছে। রাজা হইবার ৪৬বৎসর পূর্ব্বে ভূমি দানপত্র পাইলেও রাজা

---

* বিদ্যাপতি কাষ্ঠপেটকে দিল্লীশ্বরের আদেশে দৃঢরূপে আবদ্ধ থাকিয়া, তাঁহার অসাক্ষাতে সংঘটিত যমুনাতীরে নগরাঙ্গনাদিগের স্নানবৃত্তান্ত দৃষ্টবৎ মৈথিল ভাষায় বর্ণনা করেন। বিদ্যাপতির এই কবিতা রূপান্তরিত ভাবে বঙ্গদেশেও প্রচলিত আছে।

(মৈথিল)	(বাঙ্গলা)
"কামিনী করু অসনানে।	'কামিনী করয়ে সিনান।
হেরইত হৃদয উদিত পচবাণে॥	হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচবাণ॥
চিকুর গরল জলধারে।	চিকুরে গলয়ে জলধারা।
জনি মুখশশি ডর রোঅহি অন্ধারে॥	মুখশশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা॥
কুচযুগ চারু চকেবা।	কুচযুগ চারু চকেবা।
জনি বিহ আনি মিলাওল দেবা॥	নিজকুল আনি মিলায়ল দেবা॥
জনি সংশয় ভুজ ফাঁসে।	তেঞি শঙ্কা ভুজপাশে।
বান্ধি ধএল উড়ি লাগত অকাশে॥	বাঁধি ধরল জনু উড়ব তরাশে॥
তিতল বসন তন লাগু।	তিতল বসন তনুলাগি।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগু॥	মুনি এক মানস মনমথ জাগি॥
বিদ্যাপতি কবি গাবে।	কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
বড় তপ গুণমতি পুন মতি পাবে॥"	গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে॥"

শিবসিংহের রাজ্যাভিষেকের পর বিদ্যাপতি যে জীবিত ছিলেন, 'পুরুষপরীক্ষার' মঙ্গলাচরণ দৃষ্টে জানা যায়। আব বিদ্যাপতি ৩৪৯ লক্ষ্মণাব্দে (১৩৩৯ শকাব্দে) তালপত্রে যে শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়াছিলেন, উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এতদ্বারাও সেই কথারই প্রমাণ হইতেছে। দানপ্রাপ্তিকালে বিদ্যাপতি কবি খ্যাতি লাভ কবিয়াছিলেন। সুতবাং সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরেব ন্যূন হইবার সম্ভাবনা নহে। অতএব শিবসিংহেব সিংহাসনাধিরোহণ কালে বিদ্যাপতির বয়স অন্যূন ৬৬ বৎসর, এরূপ বিবেচনা কবা অন্যায় নহে। 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' পাঠে জানা যায় যে রাজা নরসিংহ দেবেব বাজত্ব সময়েও কবি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি রাজকুমাব রূপনাবায়ণেব আদেশে এই পুস্তক বচনা করেন। রূপনারায়ণ কংশ রাজাব বিজয়ী। পঞ্জী প্রবন্ধানুসারে মহারাজ শিবসিংহ ৩॥ বৎসর, তৎপরে মহারাণী পদ্মাবতী ১॥ বৎসব, লখিমাদেবী ৯ বৎসর ও বিশ্বাসদেবী ১২ বৎসর রাজত্ব করেন। তদনন্তর নরসিংহ দেব বাজা হন। সুতরাং নরসিংহ দেবের বাজত্বারম্ভ সময়ে, বিদ্যাপতিব বয়স প্রায় ৯২ বৎসব হইবার কথা। অতএব অবগত হওয়া যাইতেছে, কবি অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। সে দিন কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি প্রায শতবর্ষ বযসে মানবলীলা সম্বরণ কবিয়াছেন। 'পুরুষপরীক্ষা' শিবসিংহেব রাজত্বকালে (১৩৬৯—১৩৭৩ শকাব্দ মধ্যে) লিখিত। 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' রাজা নরসিংহেব সময়ে (১৩৯৫—১৪০১ শকাব্দ মধ্যে) রচিত। গ্রন্থখানি অল্পদিন মধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ কবিযাছিল। রঘুনন্দন 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' মধ্যে 'কৃত্যমহার্ণব' ও 'দুর্গাভক্তিতবঙ্গিণীব উল্লেখ করিয়াছেন *। মৈথিল পদাবলী ও সংস্কৃত 'পুরুষপরীক্ষা ব্যতীত, বিদ্যাপতি রচিত অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ (দুর্গাভক্তিতবঙ্গিণী, দানবাক্যাবলী, বিবাদসার, গয়াপত্তন ইত্যাদি) মিথিলায় প্রচলিত আছে। (৬) বিদ্যাপতি শিবসিংহ রাজাব নিকটে বিসপী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন। দানপত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং উহার বলে কবির উত্তরাধিকারীগণ উক্ত গ্রাম ভোগদখল করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। (৭)

---

* জ্যোতিষ-তত্ত্বে "একাঙ্কীন্দ্র-শকাব্দকে" পদের প্রয়োগ দৃষ্টে, অনেকে অনুমান করেন যে উক্ত তত্ত্ব ১৪২১ শকে লিখিত। 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' তাহার পরবর্ত্তী হইলেও ক্ষতি নাই।

বিদ্যাপতির হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত অদ্যাপি তদ্বংশীয়দিগের নিকট মিথিলায় দেখা যায়। উহা ৩৪৯ লক্ষ্মণাব্দে মৈথিল অক্ষরে তালপত্রে লিখিত হয়। (৮) রাজা শিবসিংহের ভ্রাতৃবংশীয়েরা হৃতরাজ্য হইয়া মিথিলার অন্তর্গত 'সুগওনা' গ্রামে বাস করিতেছেন। (৯) বিদ্যাপতি লিখিত পুরুষপরীক্ষাদি অনেক সংস্কৃত পুস্তক মিথিলায় প্রচলিত দেখা যায়, আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই সকল পুস্তকে তৎকালিক রাজাদিগের যেরূপ পরিচয় আছে পঞ্জীগ্রন্থে মিথিলার রাজাদিগের সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। (১০) বিদ্যাপতি রচিত মৈথিল গীতের সহিত বঙ্গদেশ প্রচলিত তদীয় গীতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতি যে রসের রসিক, সে রস তিনি বাঙ্গালী জয়দেবের নিকট পাইয়াছিলেন। সে রস পরে চৈতন্যদেব ও তদ্ভক্তদিগের সময়ে মূর্ত্তিমান্ হইয়া বাঙ্গলা প্লাবিত করিয়াছিল। বিদ্যাপতির হৃদয় বাঙ্গালী হৃদয়। বাঙ্গলার স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য স্মারক লক্ষ্মণ সংবৎ বল্লালের বাঙ্গলার যে বিভাগে অদ্যাপি প্রচলিত আছে, তদ্দেশবাসীকে বাঙ্গালী বলিতে কেন সঙ্কুচিত হইব?'

লক্ষ্মণাব্দ ও বিদ্যাপতি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের জন্য বাঙ্গলা সাহিত্য রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকট চিরঋণী থাকিবে। তাঁহার রচিত ক্ষুদ্রকায় ও অত্যুৎকৃষ্ট বাঙ্গলার ইতিহাসের টীকায় লিখিত আছে যে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যাপতি প্রাদুর্ভূত হন। তিনি ব্রাহ্মণ। তাঁহার লেখা হিন্দীভাবাপন্ন। তাঁহার জন্মস্থান মিথিলা। তিনি মিথিলার রাজা শিবসিংহ ও রাজ্ঞী লখিমা দেবীর আশ্রিত ছিলেন। 'পদাবলী' ব্যতীত তাঁহার লিখিত পুরুষপরীক্ষাদি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দে মাননীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের রচিত "বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস" ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়। তিনি সুবিখ্যাত অধ্যাপক ও লেখক শ্রীযুক্ত লালবিহারী দে মহাশয়ের সম্পাদিত Bengal Magazine পত্রিকায় বাঙ্গলা

সাহিত্য সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে সকল প্রবন্ধ প্রচারিত করেন, তাহাই একত্র সংগৃহীত করিযা গ্রন্থাকারে (Literature of Bengal) নামে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে রাজকৃষ্ণ বাবুর লিখিত প্রবন্ধের সারাংশ সঙ্কলিত হয।

১৮৭৮ খৃঃ অব্দে মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের লিখিত 'বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষযক বক্তৃতা' প্রকাশিত হয়। ১৭৯৮ শকাব্দের (১৮৭৬ খৃঃ) ৪ঠা অগ্রহাযণ তিনি কলিকাতার 'বঙ্গভাষা সমালোচনী সভা'র এক অধিবেশনে তাহা পাঠ করেন এবং পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুর আবিষ্কৃত মত গ্রহণ করিযাছেন। ইহার পর ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে বিদ্যাপতির পদাবলী সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্তবাবু সারদাচরণ মিত্র মহাশয় পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। পদকল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র, পদাবলী, পদকল্পলতিকা ও গীতচিন্তামণি গ্রন্থে অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনদিগের পদাবলীর সহিত বিদ্যাপতির যে সকল পদাবলী সন্নিবিষ্ট দেখা যায, সারদা বাবু তাহাই একত্র সংগৃহীত করেন। সারদা বাবুর পূর্ব্বে ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে মাননীয শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র সর্ব্ব প্রথম সেই পদাবলী স্বতন্ত্র ভাবে সুদীর্ঘ ভূমিকা সহ "মহাজনপদাবলী-সংগ্রহ" নামে প্রকাশ করেন। "বিদ্যাপতি-পদাবলী" পুস্তকের আরম্ভে সারদা বাবু যে সুদীর্ঘ ও গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা লিখেন, ১৮৮৫খৃঃ অব্দে (G A. Grierson) সাহেব তাঁহার রচিত গবেষণাপূর্ণ বিদ্যাপতি শীর্ষক সুদীর্ঘ ইংরেজী প্রবন্ধের আরম্ভে তাহার সার সঙ্কলন পূর্ব্বক (Indian Antiquary) পত্রিকার চতুর্দ্দশ খণ্ডে প্রকাশ করেন। এই পুরাতত্ত্ববিষযক পত্রিকার দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে সুপণ্ডিত (John Beames) সাহেব বিদ্যাপতির

পদাবলী সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ প্রচার করেন। শেষোক্ত প্রবন্ধে তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুর আবিষ্ক্রিয়া নিজের মন্তব্য সহ প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে' বিদ্যাপতির পদাবলী স্বতন্ত্রভাবে টীকাটিপ্পনী সহ প্রকাশ করেন। ১৮৮২খৃঃ অব্দে সুপণ্ডিত(G. A. Gricrson)সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকার পরিশিষ্টরূপে মিথিলা হইতে সংগৃহীত বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলী স্বরচিত (Chrestomathy of North-Maithili Dialect) পুস্তকে প্রকাশ করিয়া, বঙ্গদেশপ্রচলিত বিদ্যাপতির কবিতা হইতে তাঁহার রচিত আদিম মৈথিল কবিতার বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করেন। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত কবি ও সুলেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়দ্বয়ের প্রকাশিত 'পদরত্নাবলী'তে বিদ্যাপতির কতকগুলি পদাবলী প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে সুপণ্ডিত ও সুলেখক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় মহাশয় একটী নাতিদীর্ঘ মুখবন্ধের সহিত "প্রেমহার" নামে যে প্রেমবিষয়ক সঙ্গীতের সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রচারিত করেন, তাহার ষষ্ঠাংশ বিদ্যাপতির পদাবলী দ্বারা অলঙ্কৃত রহিয়াছে। ১২৮৯ সনের (১৮৮২ খৃঃ) ষষ্ঠ ভাগ "ভারতী" পত্রিকায় বিদ্যাপতির কবিতা সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। সপ্তমভাগ 'বান্ধবে' "বৈষ্ণবকবিসম্প্রদায়" প্রবন্ধে বিদ্যাপতির উল্লেখ আছে।

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বিগত ২৫ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে বাঙ্গলা ও ইংরেজি ভাষায় যাহা লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইল। রাজকৃষ্ণ বাবুর মহতী আবিষ্ক্রিয়া বিদ্যাপতিকে কল্পনার ও অনুমানের রাজ্য হইতে যে ঐতিহাসিক

রাজ্যে আনয়ন পূর্ব্বক বাঙ্গলা সাহিত্যের মহোপকার সাধন করিয়াছে, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ বাবুর আবিষ্ক্রিয়ার পরও বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত মত প্রচারিত হওয়া যে অসম্ভব নহে, সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষের প্রণীত "বাঙ্গলা সাহিত্য" নামে যে উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্রকায় পুস্তক ১২৯৩ সনে (১৮৮৫খৃঃ) প্রকাশিত হয়—উহা তাহার উদাহরণ স্থলে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কৈলাস বাবু রাজকৃষ্ণ বাবুর মত আংশিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিদ্যাপতিকে মৈথিল ব্রাহ্মণ বলিতে কোন মতে সম্মত নহেন। তাঁহার মতের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"সামান্য মাত্র অনুধাবনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিনি মৈথিল ছিলেন না এবং মিথিলা তাঁহার পূর্ব্ব বাসস্থান ছিল না। মৈথিল কবি হইলে বাঙ্গলা ভাষায় তাঁহার অধিকার থাকা অসম্ভব। বঙ্গদেশ তাঁহার বাসস্থান ছিল। তবে তিনি মিথিলার রাজা শিবসিংহের আশ্রয়ে অনেক দিন ছিলেন সত্য। রাজা শিবসিংহের তাম্রশাসন দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে তিনি ২৯৩ লক্ষ্মণ সংবতে কবিবর বিদ্যাপতিকে কতকগুলি উর্ব্বর ক্ষেত্র প্রদান করেন। তিনি বঙ্গবাসী ছিলেন এবং বিদ্যাশিক্ষার্থী হইয়া মিথিলায় গমন করেন। পূর্ব্বকালে বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ মিথিলায় শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে যাইতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সেখানে অনেক দিন অবস্থানের জন্য মৈথিল ভাষাতেও (তাঁহার) জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব নহে। কিন্তু বাঙ্গলা তাঁহার মাতৃভাষা। সুতরাং তাঁহার সংস্কৃত,বাঙ্গলা ও মৈথিল এই তিন ভাষাতেই অধিকার লাভ করা সম্ভব। এবং তাই ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতেই কবিতাদি লিখিয়াছেন ০ বাঙ্গলা ভাষার প্রথম কবি বলিয়া মান্য পাইয়াছেন। মিথিলায় তিনি অনেক দিন বাস করেন—মিথিলাতেই তাঁহার উচ্চ শিক্ষা লাভ এবং মৈথিল রাজাই তাঁহার আশ্রয়দাতা, সুতরাং মৈথিল ভাষাতেও তাঁহার অনেক গীত রচিত না হইবে কেন? বিদ্যাপতির কোন কোন গীতি বিশুদ্ধ মৈথিল, কিন্তু তিনি সেইগুলি বঙ্গবাসীর সুগম করিবার জন্য সেই গীতি বাঙ্গলাতেও রচনা করিয়াছেন। যে সময়ে

বাঙ্গলা প্রাকৃত হইতে পৃথক হইতেছে, সেই সময়ে বিদ্যাপতির জন্ম, সুতরাং তিনি হিন্দীমিশ্রিত বাঙ্গলায় কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইহা একদেশদর্শী লোকের উক্তি বলিয়া বোধ হয়। বিদ্যাপতি যে জাতীয় জীবনের গতির প্রথম শিখা, তাহারই চরম ফল চৈতন্যদেব। বিদ্যাপতি কেবল মৈথিল ভাষাতেই কবিতা রচনা করেন নাই। তিনি Burns প্রভৃতি স্কটলণ্ডীয় কবির ন্যায় যেমন বিজাতীয় ভাষায় লিখিয়াছেন, সেইরূপেই স্বজাতীয় ভাষাতেও লিখিয়াছেন।"

কৈলাস বাবুর মত যে সম্পূর্ণ কল্পিত ও ভ্রান্ত, তাহা তাঁহার রচনাভঙ্গী ও যুক্তিতর্কের অবতারণায়ই বুঝা যাইতেছে।

মহাকবি বিদ্যাপতি ঠাকুর মিথিলা দেশে জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে সীতামরী মহকুমার অন্তর্গত বিসপী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। এই গ্রাম তপ্পা জরৈলের অন্তর্গত বলিয়া রাজা শিবসিংহের প্রদত্ত ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দের লিখিত শাসনপত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন বিদ্যাপতির সময়-নির্ণয় সম্বন্ধে আমাদের এক মাত্র অবলম্বন। ইহা শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে লিখিত হয়। এই শাসনপত্রের সময় সম্বন্ধে কোন গোলযোগের কারণ দেখিতেছি না। ইহা হইতে বিদ্যাপতির সঙ্গে সঙ্গে মিথিলার প্রাচীন রাজবংশ ও বাঙ্গালার সেনবংশের সময় নির্ণীত হইতেছে। অতএব ইহা ইতিহাসজ্ঞ তত্ত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তি মাত্রেরই অতি আদরের সামগ্রী। এই শাসনপত্রের শেষে ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দের সময়ে, বাঙ্গালা সন ৮০৭ = ১৪৫৫ সংবতাব্দ = ১৩২৯ শকাব্দ প্রচলিত ছিল বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। অতএব ইহা হইতে অভ্রান্তরূপে জানা যাইতেছে যে, ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দ = (৮০৭ + ৫৯৩) খৃঃ = (১৪৫৫ − ৫৫) খৃঃ = (১৩২১ + ৭৯) = ১৪০০ খৃষ্টীয়াব্দ হইতেছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে ১১০৭ খৃষ্টীয়াব্দে

মিথিলায় লক্ষ্মণাব্দের প্রচলন আরম্ভ হয়। মৈথিল পণ্ডিতগণের মতে মাঘমাসের প্রথম হইতে লক্ষ্মণাব্দের গণনা আরম্ভ হয়। রাজকৃষ্ণ বাবুর মতে ১১০৭ খৃঃ এবং পণ্ডিত-চূড়ামণি ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের মতে ১১০৬খৃঃ অব্দে জানুযারী মাস হইতে লক্ষ্মণাব্দ আরম্ভ হয়। সেনরাজগণের ইতিহাসে (নব্যভারতের ৯।৬।৩০১—৩০৩ পৃষ্ঠা, 'ঢাকার পুরাতন কাহিনী' দ্রষ্টব্য) আমরা লক্ষ্মণাব্দ আবিষ্ক্রিয়ার বিবরণ বিস্তীর্ণ ভাবে লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছি। সেন বংশীয় তৃতীয় রাজা প্রথম লক্ষ্মণসেন দেব ১১০৪ খৃঃ অব্দে পালবংশীয় নৃপতিদিগের হস্ত হইতে মিথিলা গ্রহণ করিয়া এই অব্দ প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্ব্বোক্ত শাসনপত্র হইতে আমাদের এই সময় নিরূপণ যে ভ্রান্ত, তাহা উপলব্ধি হইতেছে। ১১০৭ খৃঃ মিথিলায় লক্ষ্মণাব্দ প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন, ল-সং। এই সাঙ্কেতিক চিহ্নের অর্থ, রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রবর্ত্তিত সংবৎ। মিথিলার রাজা শিবসিংহ ১৪০০খৃঃ (২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে) বিসপী নামে যে গ্রাম পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ আপনার সভাসদ সুকবি বিদ্যাপতি ঠাকুরকে নিষ্কর প্রদান করেন, অদ্যাপি বিদ্যাপতির বংশধরগণের দ্বাদশতম পুরুষ সেই গ্রামে বসতি করিতেছেন। রাজ্যপ্রাপ্তির ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতা দেবসিংহের রাজত্ব কালে, যুবরাজ শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিসপীগ্রাম প্রদান করেন। মিথিলার প্রামাণিক ইতিহাস ও বংশাবলী "পঞ্জী" নামে প্রসিদ্ধ। উহা ১২৪৮ শকাব্দে (১৩২৫ খৃঃ) হরিসিংহ দেবের সময়ে লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও, এই "পঞ্জীর" একখানি প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এই "পঞ্জী"র নির্দ্দেশ অনুসারে শিবসিংহের পিতা দেবসিংহ (১৩৮৫—১৪৪৬ খৃঃ)

৬১ বৎসর এবং শিবসিংহ (১৪৪৬—১৪৫০ খৃঃ) সাড়ে তিন বৎসব বাজত্ব কবেন। বাজা শিবসিংহেব মৃত্যুর পব, তাঁহার দুই প্রধানা মহিষী জ্যেষ্ঠানুক্রমে রাজ্যশাসন করেন। রাজমহিষী পদ্মাবতী দেড বৎসব ও কনিষ্ঠা লখিমা দেবী নয় বৎসব বাজত্ব কবেন। রাজকৃষ্ণ বাবুব প্রবন্ধে ভ্রম ক্রমে বিশ্বাসদেবীকে শিবসিংহেব তৃতীযা মহিষী বলিযা নির্দ্দেশ কবা হইয়াছে। ক্ষীরোদবাবু প্রেমহারেব মুখবন্ধে পদ্মসিংহকে বাজা শিবসিংহেব পুত্র, বিশ্বাসদেবীকে শিবসিংহেব মহিষী এবং বিদ্যাপতিব প্রপিতামহ ধীবেশ্বরকে বীবেশ্বব বলিযা, ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বাজা পদ্মসিংহ শিবসিংহেব ভ্রাতা ও বিশ্বাসদেবী পদ্মসিংহেব পত্নী বলিযা,বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাইয়াছি। অতঃপব যথা স্থলে তাহা প্রদর্শন কবিব। গ্রিয়াবসন সাহেবেব লিখিত ও ১৮৮৫খৃঃ Indian Antiquary পত্রিকাব চতুর্দ্দশ খণ্ডে প্রকাশিত প্রবন্ধই, ক্ষীরোদ বাবুর অবলম্বন বলিযা বোধ হইতেছে।

• বিদ্যাপতি যে বংশে জন্মগ্রহণ কবেন, বিষ্ণুশর্ম্মা মিথিলায় তাহা প্রতিষ্ঠিত কবেন। বিদ্যাপতি এই বিষ্ণুশর্ম্মাবই অধস্তন অষ্টম পুরুষ। চাবি পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করিলে, খৃষ্টীয দ্বাদশ শতাব্দীব শেষভাগে বিষ্ণুশর্ম্মা মিথিলায প্রতিষ্ঠিত হন। *

অনুমান ১৩০০ খৃঃ অধিরূপ ঠাকুবেব বৃদ্ধপ্রপৌত্র রাজপণ্ডিত কামেশ্বব ঠাকুর মিথিলায যে বাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন, আড়াই

---

* বিষ্ণুশর্ম্মার বংশধবেবা অনেকেই সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। বিষ্ণুশর্ম্মার পুত্র হরাদিত্য, পৌত্র কর্ম্মাদিত্য ও প্রপৌত্র দেবাদিত্য ঠাকুব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই।

শত বৎসর পর্য্যন্ত সেই বংশীয় ষোল জন রাজা ও রাজ্ঞী মিথিলায় রাজত্ব করেন। আমরা মিথিলার ইতিহাসে তাহা বিস্তারিতরূপে প্রদর্শন করিব এবং রাজবংশের বংশ-পত্রিকা প্রকাশ করিব। বিদ্যাপতি মিথিলার সিংহাসনে ছয় জন নৃপতি ও রাজ্ঞীকে অধিরূঢ় দর্শন করেন। ইহাতে বোধ হইতেছে তিনি অতি দীর্ঘ-জীবী ছিলেন এবং শতবর্ষেরও অধিক পরমায়ু প্রাপ্ত হন। বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত একখানি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ১৪৫৬ খৃঃ অব্দের উল্লেখ দেখা যায়। রাজা পদ্মসিংহের মহিষী বিশ্বাসদেবী দ্বাদশ বৎসর কাল (১৪৫৮—১৪৭০ খৃঃ) রাজ্য শাসন করেন। বিশ্বাসদেবীর মৃত্যুর পর, রাজা শিবসিংহের পিতৃব্য হরিসিংহের পুত্র নরসিংহ (বা দর্পনারায়ণ) মিথিলার শাসনদণ্ড ধারণ করেন। রাজপণ্ডিত রামেশ্বরের দুহিতা ধীরমতী দেবীকে রাজা নরসিংহ (দর্পনারায়ণ) বিবাহ করেন। বিদ্যাপতির 'দানবাক্যাবলী' নামে স্মৃতিগ্রন্থ অবলম্বনে, এই ধীরমতীদেবী একখানি নূতন'দানবাক্যা-বলী' রচনা করেন। অতঃপর যথাস্থলে আমরা তাহা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিব।

বিদ্যাপতির পিতার নাম গণপতি। তাঁহার পিতামহ জয়দত্ত ঠাকুর নানাবিধ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। জয়দত্ত যোগা-ভ্যাসে মনোনিবেশ করিয়া এতদূর কৃতিত্ব লাভ করেন, যে তিনি "যোগীশ্বর" আখ্যায় সর্ব্বত্র পরিচিত হন। জয়দত্তের পিতা ধীরে-শ্বর মিথিলা-রাজের সভায় প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মিথিলা রাজ কামেশ্বরের সভাসদ্ ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। আপনার বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি মিথিলারাজ হইতে মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হন। কিন্তু বিদ্যাপতির ন্যায় ইঁহারা কেহই

প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই, কিংবা রাজার নিকট হইতে আপনাদের আবাস-গ্রাম নিষ্কর উপভোগের জন্য প্রাপ্ত হন নাই। বিদ্যাপতির পিতা গণপতি "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" নামে কাব্য রচনা করিয়া, তাহাতে গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি যেরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"সদ্বিদ্যাকুলযো বিশেষমখিলং বিজ্ঞায নাম্নো দদৌ
বৃত্তিং যস্য পিতামহায মিথিলা-ভূমণ্ডলাখণ্ডলঃ।
শ্রীধীরেশ্বরসূনু-বল্লহমসাবভ্যস্য ভাট্টং মতং
গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীং গণপতি র্ব্রূতে সতাং প্রীতযে॥
* * * * * * * *
শ্রীযোগীশ্বর-সন্তবস্য কৃতিনঃ কীর্ত্তিপ্রসূ র্জাযতাং
বিদ্বদ্ভিঃ পরিশীলিতা কৃতিরিযং কল্পান্তবস্থাযিনী॥"

বিষ্ণুশর্ম্মা ঠাকুর, হরাদিত্য, কর্ম্মাদিত্য, দেবাদিত্য, ধীরেশ্বর, জয়দত্ত ও গণপতি, কবিবর বিদ্যাপতির উত্তরোত্তর পূর্ব্বপুরুষ। বিদ্যাপতির পুত্রের নাম হরপতি। রতিধর, রঘুনাথ, বিশ্বনাথ, পীতাম্বর, নারায়ণ, দিনমণি, তুলা, একনাথ ও ভাইয়া ঠাকুর—হরপতির অধস্তন পুরুষ। ভাইয়া ঠাকুরের দুই পুত্র নানুপাল ও ফণীলাল। নানুলালের পুত্র বনমালী ঠাকুর এবং ফণীলালের পুত্র বদরীনাথ ঠাকুর, অদ্যাপি বিসপী গ্রামে বাস করিতেছে। গণপতি ও বিদ্যাপতি ভিন্ন অন্য কাহারও রচিত বা সংগৃহীত কোন সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বিদ্যাপতি সংস্কৃতে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গঙ্গাবাক্যাবলী, দানবাক্যাবলী, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, শৈবসর্ব্বস্বসার, বিভাগসার (স্মৃতি) ও পুরুষপরীক্ষা নামে সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন।

তিনি চারি অধ্যায়ে 'পুরুষপরীক্ষা' নামে যে কথা-গ্রন্থ মিথিলার অধিপতি বিদ্যানুরাগী শিবসিংহের আদেশে রচনা করেন, ১৮১৪ খৃঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাঙ্গলা ভাষার অধ্যাপক হরপ্রসাদ রায় তাহা বাঙ্গলাতে অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করেন। কলিকাতার লর্ড বিশপ টার্ণার সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ইহার ইংরেজী অনুবাদ ১৮৩০ খৃঃ অব্দে প্রকাশ করিয়া, ইংরেজ সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

রাজা শিবসিংহের আদেশে তাঁহার পিতা দেবসিংহের মৃত্যুর পর এই গ্রন্থ রচিত হয়। রাজা দেবসিংহ সঙ্করীপুরে এক প্রকাণ্ড সরোবর খনিত করাইয়া দান-সাগর ও তুলাপুরুষ সম্পন্ন করেন। দেবসিংহের পিতা ভবেশ্বর বা ভবসিংহ বাগ্‌মতী (বাঘমতী) নদীর তীরবর্ত্তী শিবমন্দিরে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি যাগযজ্ঞ-শীল ছিলেন। মহাদেব তাঁহার উপাস্য দেবতা ছিল। ভবেশ্বর সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই মহিষী পতির চিতানলে আপনা-দের দেহ ভস্মসাৎ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। রাজা শিবসিংহ বাঙ্গলার মুসলমান নবাবের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি সম্ভবতঃ সুপুরুষ ছিলেন বলিয়া, রূপনারায়ণ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি সজ্জন বা গজ্জন (?) নামক স্থানের অধীশ্বরকেও রণে পরাজিত করেন। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিদ্যোৎসাহী বীরপুরুষ ছিলেন। বাগ্মতী (বাঘমতী) নদীর তীরে তাঁহার রাজধানী অবস্থিত ছিল। দারভাঙ্গার অন্তর্গত মধুবনী ডাকঘরের অধীন মগ্‌রাণী গ্রামের কানাইলাল ঝার নিকটে পুরুষ-পরীক্ষার যে প্রতিলিপি আছে, তাহা ৫০৪ লক্ষ্মণাব্দে

মাঘমাসের শুক্লা প্রতিপৎ তিথিতে নারায়ণ কর্ত্তৃক লিখিত হয়। এই নারায়ণ বিদ্যাপতির অধস্তন সপ্তমপুরুষ নারায়ণ ঠাকুর কিনা, নিশ্চয় বলা যায় না।

"বীরেষু মান্যঃ সুধিয়াং বরেণ্যো
বিদ্যাবতামাদি বিলেখনীয়ঃ।
শ্রীদেবসিংহ-ক্ষিতিপাল-সূনু
র্জীয়াচ্চিরং শ্রীশিবসিংহ-দেবঃ॥
শিশূনাং সিদ্ধ্যর্থং নয়পরিচিতৈর্নূতনধিয়াং,
মুদে পৌরস্ত্রীণাং মনসিজ-কলা কৌতুকজুষাং
নিদেশান্নিঃশঙ্কং সদসি শিবসিংহ ক্ষিতিপতেঃ,
কথানাং প্রস্তাবং বিরচয়তি বিদ্যাপতি-কবিঃ॥
পুরুষাঃ পরিচীয়ন্তে যুক্তেরস্যাঃ পরীক্ষয়া।
তৎ পুরুষপরীক্ষায়াং কথা সর্ব্বমনঃ-প্রিয়া॥
ভুক্ত্বা রাজসুখং, বিজিত্য পরিতো, হত্বা রিপূন্ সঙ্গরে,
হুত্বাচৈব হুতাশনং মখবিধৌ, ভৃত্বা ধনৈরর্থিনঃ।
বাগ্বত্যা ভবসিংহ-দেব নৃপতি স্ত্যক্ত্বা শিবাগ্রে বপুঃ
পুত্রো যস্য পিতামহঃ সুরগমন্দারদ্বয়ালঙ্কৃতঃ॥
সপ্তরীপুর সরোবর-কর্ত্তা হেমহস্তিরথদানবিদগ্ধঃ।
ভাতি যস্য জনকো রণজেতা দেবসিংহ নৃপতি র্গুণরাশিঃ॥
যো গৌড়েশ্বর-সজ্জনেশ্বর-ক্ষৌণীষু লব্ধ্বা যশো,
দিক্কান্তাচয়-কুন্তলেষু নয়নে কুন্দস্রজামাস্পদং।
তস্য শ্রীশিবসিংহ-দেবনৃপতে বিজ্ঞপ্রিয়স্যাজ্ঞয়া,
গ্রন্থং গ্রন্থিল-দণ্ডনীতি-বিষয়ে বিদ্যাপতি র্ব্যাতনোৎ॥

ইতি সমস্ত-প্রক্রিয়াবিরাজমান-রূপনারায়ণ-মহারাজাধিরাজ-শ্রীমচ্ছিবসিংহদেব-পাদানামাজ্ঞয়া শ্রীবিদ্যাপতি-বিরচিতায়াং পুরুষ-পরীক্ষায়াং পুরুষার্থ-পরিচয়ো নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ। সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

বেদপঞ্চশতে গৌড়ে, মাঘে চ প্রথমে তিথৌ।
নারায়ণেন লিখিতা, পুস্তী বিদ্যাপতেঃ কবেঃ॥ লং সং ৫০৪।

বিদ্যাপতি ভিন্ন উমাপতি ও জয়দেব নামে দুইজন কবি রাজা শিবসিংহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। পদ্মাবতী, লখিমা, প্রাণবতী, মোদবতী—রাজা শিবসিংহের এই চারি মহিষী ছিলেন।

রাজা শিবসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা পদ্মসিংহ অল্প-কালের জন্য মিথিলার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজা পদ্মসিংহের মহিষী বিশ্বাস দেবীর আদেশে রাজবংশের কুলদেবতা মহাদেবের পূজার্চ্চনা পদ্ধতি বিষয়ে বিদ্যা-পতি "শৈব-সর্ব্বস্বসার" গদ্যপদ্যে রচনা করেন। রাজ্ঞী বিশ্বাস দেবী পতির মৃত্যুর পর দ্বাদশবৎসর কাল (১৪৫৮—৭০খৃঃ) মিথিলা রাজ্য শাসন করেন। এই গ্রন্থের আরম্ভে রাজা ভবসিংহ হইতে রাজ্ঞী বিশ্বাসদেবী পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে মিথিলার রাজ-বংশের দানশীলতা, দেব ভক্তি, ও শৌর্য্যবীর্য্য কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার কিয়দংশের মূল উদ্ধৃত হইল।

"ভূপালাবলি-মৌলিমণ্ডলমণি-প্রত্যর্চ্চিতাঙ্ঘ্রিদ্বয়া—
স্তোজ শ্রীভবসিংহ-নৃপতির্বভূৎ সর্ব্বার্থকল্পদ্রুমঃ।
তৎস্নূনুঃ পুণ্যকীর্ত্তি নয-বিনয-দয়া-দান-দাক্ষিণ্য-দক্ষো
বৃক্ষঃ সর্ব্বাশ্রিতানাং মিথিলভুবি নৃপো দেবসিংহো বভূব॥
ক্ষৌণীভর্ত্তু বমুষ্য বৈরিবনিতা-বৈদগ্ধ্যদীক্ষাগুরো—
রুদ্ভূতঃ শিবসিংহ-দেব নৃপতি র্ব্বীরাগ্রতংসঃ সুতঃ॥
শৌর্য্যাবর্জ্জিত-গৌড় গজ্জন-মহীপালোপনম্রীকৃতা—
নেকোত্তুঙ্গ মতঙ্গজাশ্ব কনকছত্রাভিরামোদয়ঃ।
সংগ্রামাঙ্গণ সীম-ভীমসদৃশ স্তস্যানুজ-ধীরোঽভূ
দ্দান-স্খলিত-কল্পবৃক্ষমহিমাঽসৌ পদ্মসিংহো-নৃপঃ॥

দুগ্ধাম্ভোধেরিব শ্রীগু ণগণসদৃশে বিশ্ববিখ্যাতবংশে
সম্ভূতা পদ্মসিংহ-ক্ষিতিপতি-দয়িতা ধর্ম্মকর্ম্মৈকসীমা।
পত্যুঃ সিংহাসনস্থা পৃথু মিথিল-মহীমণ্ডলং পালয়ন্তী
শ্রীমদ্ বিশ্বাসদেবী জগতি বিজয়তে চযাযাকল্পতীব॥
ইন্দ্রস্যেব শচী সমুজ্জ্বলগুণা, গৌরীব গৌরীপতেঃ,
কামস্যেব রতি স্বভাবমধুরা সীতেব রামস্য যা।
বিষ্ণোঃ শ্রীরিব, পদ্মসিংহনৃপতে-রেষা পরা প্রেয়সী
বিশ্বখ্যাত-নযা দ্বিজেন্দ্রতনয়া জাগর্ত্তি ভূমণ্ডলে॥
নিত্যং দেবদ্বিজার্থং দ্রবিণ-বিতরণারম্ভ-সম্ভাবিত-শ্রী
ধর্ম্মজ্ঞা চন্দ্রচূড়-প্রতিদিবস-সমারাধনৈকাগ্রচিত্তা।
বিজ্ঞানুজ্ঞাপ্য বিদ্যাপতি-কৃতিন-মসৌ বিশ্ববিখ্যাতকীর্ত্তিঃ
শ্রীমদ্-বিশ্বাসদেবী বিবচয়তি শিবং শৈবসর্ব্বস্বসারং॥

‘গঙ্গাবাক্যাবলী’ নামে গঙ্গার মাহাত্ম্য বিষয়ে বিদ্যাপতির রচিত একখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। তাহার শেষ ভাগের শ্লোকটী দৃষ্টে, এই রাজ্ঞী বিশ্বাসদেবীর আদেশেই তাহা প্রণীত হয় বলিয়া অনুমান হয়।

কিয়ন্নিবন্ধমালোক্য শ্রীবিদ্যাপতি-সূরিণা।
গঙ্গাবাক্যাবলী দেব্যাঃ প্রমাণৈ র্বিমলীকৃতা॥

রাজা শিবসিংহ ও পদ্মসিংহের পিতৃব্য হরিসিংহের পুত্র নরসিংহ, রাজ্ঞী বিশ্বাসদেবীর মৃত্যুর পর রাজপদ লাভ করেন। তিনি শত্রুকুলের দর্প চূর্ণ করিয়া দর্পনারায়ণ নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হন। রাজা শিবসিংহ ও পদ্মসিংহের ন্যায় তিনি পুত্ররত্ন লাভে বঞ্চিত ছিলেন না। রাজা দর্পনারায়ণের আদেশে বিদ্যাপতি “বিভাগসার” নামে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। মিথিলার রাজসিংহাসনে বিদ্যাপতি তিন পুরুষ পর্য্যন্ত উপবিষ্ট দেখিতে

পান। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওযা যাইতেছে যে বিদ্যাপতি প্রায় শতবর্ষ জীবিত ছিলেন।

রাজ্ঞো ভবেশাদ্ধবিসিংহ আসীৎ
তৎস্থনুনা দর্পনাবাযণেন
বাজ্ঞা নিযুক্তো হত্র বিভাগসাবং
বিচার্য্য বিদ্যাপতি-বাতনোতি ॥

রাজা দ্বিতীয লক্ষ্মণসেন দেবেব অমাত্য বটুদাসেব পুত্র শ্রীধব দাস ১১২৭ শকাব্দেব (১২০৫খৃঃ) ফাল্গুন মাসে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে এক সুবিস্তীর্ণ কাব্যসংগ্রহ প্রণয়ন কবেন। ৪৪৬ জন কবির রচিত কবিতা ইহাতে সংগৃহীত হইযাছে। যে সকল কবিব বচনা শ্রীধবদাসেব সুবিস্তীর্ণ সংগ্রহ গ্রন্থে স্থান পাইযাছে, তাঁহারা অবশ্যই সংগ্রাহকেব পূর্ব্বতন সমযে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীধবদাসেব স্বহস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গেলে, তাঁহাব পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগেব অধস্তন কাল নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্দ্দেশ কবা যাইতে পাবিত। শ্রীধবদাসেব সংগৃহীত গ্রন্থেব যে প্রতিলিপি শান্তিপুরের কালিদাস বিদ্যাবাগীশেব গৃহে সযত্নে বক্ষিত হইতেছে, তাহা ১৫০০ শকাব্দে লিখিত হয, গণপতি ও বিদ্যাপতি এই উভয়ের কবিতাই এই পুস্তকে উদ্ধৃত দেখা যায়। শ্রীধবদাসেব পরবর্ত্তী কোনও ব্যক্তি গ্রন্থ মধ্যে তাহা সন্নিবিষ্ট না কবিয়া থাকিলে, দুই জন বিদ্যাপতি ছিলেন বলিযা স্বীকাব কবিতে হয় এবং প্রথম বিদ্যাপতি শ্রীধবদাসেব পূর্ব্বতন বলিয়া অবধারণ করিতে হয়। তৃতীয় এক বিদ্যাপতি ১৭৩৮ সংবতাব্দে (১৬৮২খৃঃ) "বৈদ্য-রহস্য-পদ্ধতি" নামে ভৈষজ্যশাস্ত্রীয় এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি আপনাকে বংশীধবের পুত্র বলিয়া পবিচিত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনিও মিথিলা দেশেই আবির্ভূত হন।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে মিথিলারাজ নরসিংহ (দর্প-নারায়ণ) দেবের আদেশে বিদ্যাপতি "বিভাগসার" নামে স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাপতির "দানবাক্যাবলী" নামে স্মৃতিগ্রন্থ অবলম্বনে ও তাঁহার বিশেষ সাহায্যে, রাজা নরসিংহ দেবের মহিষী ধীরমতী দেবী নূতন এক দানবাক্যাবলী রচনা করেন। কামেশ্বর রাজপণ্ডিত অনুমান ১৩০০ খৃঃ এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীকামেশ্বর রাজপণ্ডিত-কুলালঙ্কার-সারঃ শ্রিযাং
আবাসো নরসিংহদেব-মিথিলাভূমণ্ডলামণ্ডলঃ।
দৃপ্যদ্দুর্দ্ধর-বৈরিদর্পদলনো হ ভুদ্দর্পনারায়ণো
বিখ্যাতঃ শরদিন্দুকুন্দধবল-ভ্রাম্যদ-যশোমণ্ডলঃ॥
তস্যোদারগুণাশ্রযস্য মিথিলাক্ষ্মাপালচূড়ামণেঃ
শ্রীমদ্ধীরমতিঃ প্রিযা বিজযতে ভূমণ্ডলালঙ্কৃতিঃ।
বিজ্ঞানুজ্ঞাপ্য বিদ্যাপতিমতিকৃতিনং সংপ্রমাণামুদারাং
রাজ্ঞী পুণ্যাবলোকা বিরচযতি নবাং দানবাক্যাবলীং সা॥
নিবন্ধান্ সম্যগালোচ্য শ্রীবিদ্যাপতিসূরিণা।
দানবাক্যাবলী দেব্যাঃ প্রমাণৈ র্নির্মলীকৃতা॥

রাজ্ঞী ধীরমতী দেবীর গর্ভে রাজা নরসিংহ (দর্পনারায়ণ) দেবের, ধীরসিংহ (হৃদয নারাযণ) ও ভৈরবসিংহ (হরিনারাযণ) নামে দুই পুত্র-রত্ন জন্মগ্রহণ করেন। রাজা নরসিংহের মৃত্যুর পর ধীরসিংহ ১৪৭১খৃঃ মিথিলারাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইযা, ৩৫ বৎসর রাজত্বের পর কালগ্রাসে পতিত হন। ১৫০৬—২০খৃঃ পর্য্যন্ত ১৪ বৎসর কাল মৃত নরপতির ভ্রাতা রাজা ভৈরবসিংহ মিথিলায় রাজত্ব করেন। তদনন্তর ভৈরবসিংহের পুত্র রামভদ্র (বা রূপনারায়ণ) ১৫২০খৃঃ মিথিলার রাজপদ লাভ করেন।

বিদ্যাপতির ন্যায় সুবিখ্যাত দার্শনিক ও স্মার্ত্তকার বাচস্পতি মিশ্রও রাজা ভৈরবসিংহ দেব (হরিনারায়ণ) ও রাজা রামভদ্র (রূপনারায়ণ) দেবের সভা অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। স্বতন্ত্র প্রস্তাবে মিথিলার ইতিহাসে তাহা প্রদর্শিত হইবে। এই পঞ্চগৌড়েশ্বর বিজয়ী রাজা ভৈরবসিংহ (হরিনারায়ণ) দেবের আদেশে ও যুবরাজ রামভদ্র (রূপনারায়ণ) দেবের উৎসাহে, বিদ্যাপতি বৃদ্ধবয়সে 'দুর্গা-ভক্তি-তরঙ্গিণী' রচনা করেন। এই পুস্তকে গদ্যে পদ্যে দুর্গোৎসব পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে।

"অস্তি শ্রীনরসিংহদেব মিথিলাভূমণ্ডলাখণ্ডলো
ভূভৃন্মৌলি-কিরীটরত্ননিকর-প্রত্যর্চিতাঙ্ঘ্রি দ্বয়ঃ।
আপূর্ব্বাপর-দক্ষিণোত্তর গিরিপ্রাপ্তার্থিবাঞ্ছাধিক—
স্বর্ণক্ষৌণিমণি-প্রদানবিজিত-শ্রীকর্ণ-কল্পদ্রুমঃ॥"
বিশ্ববিখ্যাতনয স্তদীযতনযঃ প্রৌঢপ্রতাপোদযঃ,
সংগ্রামাঙ্গণ-লব্ধ-বৈরিবিজয়ঃ কীর্ত্ত্যাপ্ত-লোকত্রয়ঃ।
মর্য্যাদানিলযঃ প্রকামনিলযঃ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষাশ্রয়ঃ,
শ্রীমদ্‌ভূপতি-ধীরসিংহ বিজয়ী রাজত্যমোঘক্রিয়ঃ॥
শৌর্য্যাবর্জ্জিত-পঞ্চগৌড় ধরণীনাথোপনম্রীকৃতা—
নেকোত্তুঙ্গ-তরঙ্গ-সঙ্গিত-সিতছত্রাভিরামোদয়ঃ।
শ্রীমদ্‌ভৈরবসিংহদেব-নৃপতি র্যস্যানুজন্মা জয—
ত্যাচন্দ্রার্কং অখণ্ডকীর্ত্তিসহিতঃ শ্রীরূপনারায়ণঃ॥
দেবীভক্তিপরাযণঃ শ্রুতিমখ-প্রারব্ধপারাযণঃ
সংগ্রামে রিপুরাজ-কংস-দলন-প্রত্যক্ষনারাযণঃ।
বিশ্বেষাং হিতকাম্যয়া নৃপবরো হনুজ্ঞাপ্য বিদ্যাপতিং
শ্রীদুর্গোৎসবপদ্ধতিং স তনুতে দৃষ্ট্বা নিবদ্ধস্থিতিং॥

বিদ্যাপতির রচিত সংস্কৃতগ্রন্থাবলীতে বিদ্যাপতি ও মিথিলা-

রাজবংশ সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহা বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত ও প্রদর্শিত হইল।* আমরা বিদ্যাপতিকে ১৪০০খৃঃ হইতে ১৫০৬খৃঃ পর্য্যন্ত শতবর্ষেরও অধিক কাল জীবিত দেখিতে পাইতেছি। ক্ষীরোদ বাবু বিদ্যাপতির সময় ১৩৭৫—১৪৭৫খৃঃ অনুমান করেন। সমগ্র জীবন তিনি বিদ্যাচর্চ্চায় অতিবাহিত করেন। বার্দ্ধক্যের জড়তা ও শ্রমবিমুখতা তাঁহাকে কখনও অভিভূত করিতে পারে নাই। তিনি শতবর্ষ জীবন যাপনের পরেও, রাজা ভৈরবসিংহের আদেশে 'দুর্গা-ভক্তি তরঙ্গিণী' রচনা করেন। রাজা শিবসিংহ যখন তাঁহাকে বিসপী গ্রাম দান করেন, তখন তিনি একবারে বালক ছিলেন না। ১৪০০খৃঃ তাঁহার বয়ঃক্রম অন্যূন অষ্টাদশ বর্ষ ছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। অতএব ১৩৮২ খৃঃ বিসপী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়, এরূপ অনুমান করিলে আমরা বিশেষ ভ্রমে পতিত হইব না। আমাদের বিবেচনায়, তিনি ১৩৮২—১৫০৬খৃঃ পর্য্যন্ত ১২৪ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। চির জীবন তিনি বিদ্যাচর্চ্চায় ও গ্রন্থরচনায় যাপন করেন। সচরাচর এরূপ দীর্ঘ জীবন লোকের ভাগ্যে ঘটে না। লেখক স্বয়ং শতবর্ষেরও অধিক বয়স্কা এক বৃদ্ধাকে বাল্যকালে দেখিয়াছেন এবং ১১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া গ্রামের প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছেন। সম্প্রতি ১২৫ বৎসর বয়সে সুপ্রসিদ্ধ রাজা রামপাল সিংহের মাতার লক্ষ্ণৌ নগরে মৃত্যু হইয়াছে। অশীতিপর এক বৃদ্ধ মৈথিল পণ্ডিতকে সুবিজ্ঞ গ্রিয়ারসন সাহেব মৈথিলী ভাষায় সংস্কৃত "হিতোপদেশের" অনুবাদ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। বিদ্যাপতির শতাধিক বর্ষ বাঁচিয়া থাকা, কোন ক্রমেই অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব ঘটনা নহে। অযোধ্যাপ্রসাদের লিখিত দারভাঙ্গার উ

ইতিহাসের বর্ণিত মিথিলার রাজবংশের কালনির্ণয়ে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ দেখা যাইতেছে না।

প্রবাদ আছে যে বিদ্যাপতির আশ্রয়দাতা রাজা শিবসিংহ কোন অপরাধে বন্দী হইয়া দিল্লীনগরে সম্রাট সমীপে নীত হন। প্রভুর উদ্ধার সাধন মানসে বিদ্যাপতি দিল্লীতে উপনীত হইলেন। স্নানান্তর স্ত্রীলোকের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে এক কবিতা রচনা করিয়া সম্রাটকে একদিন এমন মোহিত করেন, যে দিল্লীশ্বর বিদ্যাপতির প্রার্থনা অনুসারে শিবসিংহকে অবিলম্বে কারামুক্ত করিয়া দেন। মৈথিল ভাষায় বিদ্যাপতির রচিত এই কবিতা ('কামিনী করু অসনানে' ইত্যাদি) গ্রিয়ারসন সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন।

বিদ্যাপতি পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে প্রাণত্যাগ করেন। প্রবাদ আছে যে ভাগীরথী ত্রিধারায় প্রবাহিত হইয়া মহা কবির নশ্বর দেহকে আপনার ক্রোড়ে স্থান দান করেন। কবির মৃত্যুর পর তথায় যে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অদ্যাপি গঙ্গার উত্তর তীরস্থ মিথিলার অন্তর্গত বাজিতপুরের উত্তরাংশে বিদ্যমান আছে। এই বাজিতপুর ষ্টেসন পাটনা জিলার অন্তর্গত বর্ত্তমান বাড় বিপরীতে গঙ্গার তীরে দারভাঙ্গা নগরের দ্বাবিংশতি ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

যে শাসন পত্রের দ্বারা যুবরাজ শিবসিংহ আপনার পারিষদ মহাকবি বিদ্যাপতিকে বিসপী গ্রাম প্রদান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিদ্যাপতিকে মহাপণ্ডিত, সুকবি ও 'নবীন জয়দেব' নামে অভিহিত করিয়াছেন। নিম্নে শাসন পত্রের অবিকল প্রতিলিপি গ্রিয়ার্সন সাহেবের প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে গৃহীত ও প্রদত্ত হইল। বিসপী গ্রাম এক্ষণে বিসফী নামে পরি-

চিত। সীতামরী মহকুমার অন্তর্গত জরৈল পরগণায় এই গ্রাম অবস্থিত। বিদ্যাপতি এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া, মিথিলা ও বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করেন।)

জরৈল পরগণার পরিমাণ ১০৫৮৭০ একার। এক একার বাঙ্গালার তিন বিঘার সমান। ইহা যে ১০৮খানি তালুকে বিভক্ত হইয়াছে, তাহার বার্ষিক রাজস্ব ৩৪৯১৪ টাকা ১৮৭৭ খৃঃ নির্দ্দিষ্ট ছিল। ছোট বাঘমতী ও কমলা নদী এই পরগণার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইতেছে। জরৈল পরগণার অন্তর্গত হাসনপুরে কপিলেশ্বর মহাদেবের এক মন্দির বর্ত্তমান আছে। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে তথায় এক মেলা হইয়া থাকে। দারভাঙ্গার মহারাজা ছত্রসিংহের দ্বিতীয় পুত্র বাসুদেবসিংহ এই পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন।

"শ্রীগজরথপুরাৎ সমস্ত প্রক্রিয়াবিরাজমান শ্রীমদ্রামেশ্বরী-বরলব্ধপ্রসাদ-ভবানী ভক্তিভাবনাপরায়ণ-রূপনারায়ণ মহারাজাধিরাজ-শ্রীমচ্ছিবসিংহদেবপাদাঃ সমর বিজয়িনো জরৈল-তপ্পায়াং বিসপী গ্রামবাস্তব্য-সকল-লোকান্ ভূকর্ষকাংশ্চ সমাদিশন্তি। জ্ঞাতমস্তু ভবতাং। গ্রামোঽয়মস্মাভিঃ সপ্রক্রিয়াভির্নব-জয়দেব-মহাপণ্ডিত-ঠক্কুর-শ্রীবিদ্যাপতিভ্যঃ শাসনীকৃত্য প্রদত্তো। গ্রামকস্থা যূয়মেতেষাং বচনকরী ভূকর্ষণাদিকর্ম্ম করিষ্যথেতি। লসং ২৯৩, শ্রাবণ সুদি ৭, গুরৌ।

শ্লোকাস্তু।

অব্দে লক্ষ্মণসেন-ভূপতি-মতে, বহ্নি-গ্রহদ্বয-ক্ষিতে
মাসে শ্রাবণসংজ্ঞকে, মুনিতিথৌ, পক্ষেঽবলক্ষে গুরৌ।
বাগ্বত্যাঃ সরিত স্তটে, গজরথেত্যাখ্যা প্রসিদ্ধে পুরে
দিৎসোৎসাহ বিবৃদ্ধ বাহুপুলকঃ সভ্যায মধ্যে শুভং॥ ১।
প্রজ্ঞাবান্ প্রচরো র্ব্বরং পৃথুতরাভোগং নদীমাতৃকং,
সারণ্যং সসরোবরং চ বিসপী-নামানং আসীমতঃ।
শ্রীবিদ্যাপতিশর্ম্মণে সুকবয়ে পুত্রাদিভির্ভুজ্যতাং
স শ্রীমান্ শিবসিংহদেব নৃপতি র্গ্রামং দদৌ শাসনং॥ ২।

যেন সাহসময়েন সত্রিণা তুঙ্গ-বাহু-বর-পৃষ্ঠ-বর্ত্তিনা।
অশ্ব-পত্তি-বলয়ো র্ব্বলং জিতং গজ্জনাধিপতি-গৌড়-ভূভুজাং ॥৩।
রৌপ্যকুম্ভ ইব কজ্জলরেখা, শ্বেতপদ্ম ইব শৈবালবল্লী।
যস্য কীর্ত্তি-নবকেতক-কান্ত্যা, ম্লানিমেতি বিজিতো হরিণাঙ্কঃ ॥৪।
দ্বিষন্নৃপতি-বাহিনী-রুধির-বাহিনী-কোটিভিঃ
প্রতাপতরুবৃদ্ধয়ে সমরমেদিনী প্লাবিতা।
সমস্তহরিদঙ্গনা-চিকুরপাশবাসক্ষমং
সিতপ্রসবপাণ্ডুরং জগতি যেন লব্ধং যশঃ ॥ ৫।
মতঙ্গজ-রথপ্রদঃ কনকদান-কল্পদ্রুম
স্তুলাপুরুষমদ্ভুতং নিজধনৈঃ পিতা দাপিতঃ।
সুখানি চ মহাত্মনা জগতি যেন ভূমিভুজা
পরাপরপয়োনিধিঃ প্রথম-মৈত্রপাত্রং সদা ॥ ৬।
নরপতিকুলমান্যঃ, কর্ণশিক্ষাবদান্যঃ,
পরিচিতপরমার্থো, দানতুষ্টার্থিসার্থঃ।
নিজচরিতপবিত্রো, দেবসিংহস্য পুত্রঃ
স জয়তি শিবসিংহো, বৈরিনাগেন্দ্রসিংহঃ ॥ ৭।
গ্রামে গৃহ্নন্ত্যমুষ্মিন্ কিমপি নৃপতয়ো হিন্দবোঽন্যে তুরুষ্কা
গোকোলং স্বাত্মমাংসৈঃ সহিতমনুদিনং ভুঞ্জতে তে স্বধর্ম্মং।
যে চৈনং গ্রামবলংনৃপকরবহিতং পালয়ন্তি প্রতাপৈ,
স্তেষাং সৎকীর্ত্তিগাথা দিশি দিশি সুচিরং গীয়তাং বন্দিবৃন্দৈঃ ॥ ৮।
সন ৮০৭, সংবৎ ১৪৫৫, শাকে ১৩২১। শুভমস্তু।"

এই তাম্রশাসনের আক্ষরিক অনুবাদ অনাবশ্যক। ইতিপূর্ব্বেই ইহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছে। রাজা শিবসিংহ শাক্ত হিন্দু ছিলেন। বাগবতী (বাঘমতী) নদীর তীরবর্ত্তী 'গজরথপুর' হইতে এই শাসনপত্র প্রকাশিত হয়। গজরথপুরে এই রাজবংশের রাজ-ধানী ছিল বলিয়া এই শাসনপত্র দৃষ্টে বোধ হইতেছে। এই স্থান

এক্ষণে কি নামে পবিচিত, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবাব উপায় নাই। বড় ও ছোট বাঘমতী উভয় নদীরই প্রাচীন গর্ভ কালক্রমে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথিত আছে যে বাজা শিবসিংহ মিথিলায় বহুতর সবোবব ও জলাশয খনিত কবেন। প্রাচীন কমলা নদীর তীববর্ত্তী লেহবা গ্রামে "ঘোডদৌড" নামে দুই মাইল দীর্ঘ এক সবোববেব চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। প্রবাদ আছে যে এই সবোবব বাজা শিবসিংহ খনিত কবাইয়া, তাহাব তীবে নিজের বাসস্থল নির্ম্মাণ কবেন। ১৩ বিঘা পবিমিত এক জঙ্গল ও ইষ্টকময় স্থান শিবসিংহেব বাজবাটী বলিয়া অদ্যাপি প্রদর্শিত হয। মধুবনীব ৭ মাইল দক্ষিণে পাণ্ডৌল নামে যে গ্রাম আছে, তথায় শিবসিংহেব খনিত এক দীর্ঘিকা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। রজোখরী (লেহবা) গ্রামে শিবসিংহেব খনিত যে বৃহৎ সবোবব আছে, তৎসম্বন্ধে মিথিলায নিম্নলিখিত প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। যেমন রাজাব মধ্যে শিবসিংহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি সবোববেব মধ্যে বজোখবীব সবোবব বৃহত্তম। বজোখবী (লেহবা) গ্রামে শিবসিংহেব বাজধানী 'গজবথপুব' প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিযা বোধ হইতেছে।

"পোখবি বজোখবী, ঔর সভ পোখ্‌বা।

বাজা শিব সিংঘ, ঔব সভ ছোক্‌বা॥"

রজোখবী (লেহবা) গ্রাম প্রাচীন কমলা নদীব তীবে পহাবপুব জবদী পবগণায অবস্থিত ছিল। নদীব প্রাচীন গর্ভেই এই সবোবব খনিত হয। কমতৌলেব নিকট কমলা বাঘমতীব সহিত সম্মিলিত হইযাছে। কমলা নেপালেব পর্ব্বতমালা হইতে উৎপন্ন হইয়া জয়নগবেব নিকট ত্রিহুত জিলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। জয়নগরের নিকটবর্ত্তী শিলানাথে মহাদেবের এক প্রসিদ্ধ মন্দিব প্রতিষ্ঠিত

ছিল। শিবমন্দিরের এক্ষণে চিহ্ন পর্য্যন্তও বর্ত্তমান নাই। তাহা কমলার গতি পরিবর্ত্তনে নদীব গর্ভশায়ী হইয়াছে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে এখানে একটী মেলা হয়। মেলায় প্রায় পনর হাজার লোক সমবেত হয়। মেলা পনর দিন স্থায়ী হয়। জয়নগবে প্রাচীন মৃণ্ময় দুর্গেব ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই শিলানাথ সম্ভবতঃ প্রাচীন মিথিলা বাজবংশের দ্বাবা প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল। শিবসিংহেব পিতামহ ভবেশ্বর সিংহ সম্ভবত এই শিলানাথেই প্রাণত্যাগ কবেন। জয়নগর দুর্গের চতুর্দ্দিকে পবিখাব ও বিবিধ গুম্বজেব চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। অনুমান হয জয়নগবই প্রাচীন বাজবংশেব রাজধানী ছিল। এই অনুমান সত্য হইলে, বাঘমতীব শাখা কমলাই বাগ্‌বতী নামে প্রাচীন কালে পরিচিত ছিল বলিযা নির্দ্দেশ কবিতে হয়। জযনগব ও লেহবা (বজোথবী) উভয় স্থানই কমলাব তীবে অবস্থিত। লেহবাতে বাজা শিবসিংহেব খনিত প্রকাণ্ড সবোববেব ও ইষ্টকময বাজবাটীব চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাওযা যায। জযনগব দাবভাঙ্গা জিলাব অন্তর্গত বিচৌব পবগণায অবস্থিত। এই পবগণাব পশ্চিমে জবৈল ও পূর্ব্বে জবদী পবগণা অবস্থিত।

পূর্ব্বোদ্ধৃত তাম্রশাসনে বিদ্যাপতি ঠাকুব প্রাচীন কবি জয়দেবেব সহিত তুলিত হইযা, 'নব জয়দেব' নামে পবিচিত হইয়াছেন। জযদেব বীবভূম জিলাব অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্ম গ্রহণ কবেন। এই কেন্দুবিল্ব গ্রাম সুবি নগব হইতে ১৮ মাইল দূরে অজয়নদেব উত্তব তীবে অবস্থিত। কেন্দুবিল্ব এক্ষণে কেন্দুলী নামে পরিচিত। তিনি বাঙ্গলাব সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেনের সময়ে (১০৫৬-১১০৬ খৃঃ) খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীব শেষভাগে

কেন্দুবিল্ব গ্রামে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম বামদেবী। তিনি রাধাকৃষ্ণের উপাসক পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি পদ্মাবতী নাম্নী রমণীর পাণি গ্রহণ করেন। তিনি সেনবংশীয় তৃতীয় রাজা প্রথম লক্ষ্মণসেন দেবের সময়ে (১১০৬ ৩২ খৃঃ) বর্ত্তমান ছিলেন *। তিনি রাজা লক্ষ্মণসেন দেবের সভায় রামপাল নগরে (বিক্রমপুর) অবস্থিতি করিতেন। জয়দেব, উমাপতি, গোবর্দ্ধন, শরণ ও ধোয়ী কবিরাজ এই পাঁচ জন কবি রাজা লক্ষ্মণসেনের সভা অলঙ্কৃত

"গোবর্দ্ধনশ্চ, শরণো, জয়দেব, উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ, রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥"

---

* জয়দেবের সময় নির্ণয় প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক এলফিনষ্টোন সাহেবের মতে জয়দেব খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। অধ্যাপক উলইসনের মতে রামানন্দের শিষ্য জয়দেব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া, 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন। সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত স্বপ্রণীত 'জয়দেবচরিতে', খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জয়দেবের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করিয়াছেন। অধ্যাপক লাসেনের মতে জয়দেব খৃষ্টীয় ১১০০—১১৫০ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে আবির্ভূত হন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় লাসেনের মতই গ্রহণ করিয়াছেন। জয়দেব যে প্রথম লক্ষ্মণসেনদেবের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই লক্ষ্মণসেন ১১০৭ খৃঃ পালরাজদিগকে দূরীভূত করিয়া, মিথিলায় সেনবংশের আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণাব্দ প্রবর্ত্তিত করেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের শিষ্য ও সহচর সনাতন গোস্বামী জয়দেবকে লক্ষ্মণসেনের সভাসদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সময়ে বৈষ্ণবসমাজে জয়দেবের গীতগোবিন্দের ন্যায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদাবলী সবিশেষ আদৃত হওয়ার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

করিয়াছিলেন। রাজা লক্ষণসেনের সভা মণ্ডপস্থ একখানি প্রস্তর লিপিতে লিখিত আছে যে—

জয়দেব স্বপ্রণীত গীতগোবিন্দ কাব্যের আরম্ভে এই পঞ্চ কবিরত্নেরই উল্লেখ করিয়াছেন * এবং গোবর্দ্ধনাদি চারি কবি যে তাঁহার সমসাময়িক তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গোবর্দ্ধন আচার্য্য আর্য্যা ছন্দে "সপ্তশতী" নামে শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য রচনা করেন বলিয়া আমরা "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা" শীর্ষক প্রবন্ধে 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রদর্শন করিয়াছি। উমাপতির রচিত গ্রন্থের বিষয়ও তথায় বিস্তৃত ভাবে বিবৃত করিয়াছি। জয়-দেবের কাব্য ও তাহার টীকাকারগণের বিস্তীর্ণ বিবরণ সেই প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি দ্বাদশ সর্গে রাধাকৃষ্ণের অমানুষী ও অহৈতুকী প্রেমলীলা এমন কোমল মধুর ও সরস ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, যে সংস্কৃত সাহিত্যে এমন মনোহর গীতি কাব্য আর কখনও বিরচিত হয় নাই †।

---

* বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতি-ধরঃ, সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব, শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহ দ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর-সৎপ্রমেয়-রচনৈ-রাচার্য্য গোবর্দ্ধনঃ,
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবি-ক্ষ্মাপতিঃ॥ ১।৪।

† যদ্‌গান্ধর্ব্বকলাসু কৌশলং, অনুধ্যানঞ্চ যৎ বৈষ্ণবং,
যচ্ছৃঙ্গারতত্ত্ববিবেকমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতং।
তৎসর্ব্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ
সানন্দা পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ॥ ১২। ২৮

(গীতগোবিন্দ)

পৃথিবীর কোনও জাতীয় সাহিত্যে এমন মধুর ভাষায় এমন সরস কাব্য কস্মিন্ কালেও প্রণীত হয় নাই, একথা বলিলে অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হইবে না। যে সকল মনোহর সঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে, এমন সঙ্গীত কোনও ভাষার সাহিত্যে বিদ্যমান নাই। জয়দেব কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া যে অমূল্য কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা যে অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে কবি তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন *।

প্রেম জগতের দেবতা। মায়ের স্নেহ, শিষ্যের ভক্তি, পিতার বাৎসল্য, বন্ধুর প্রণয়, সতীর ভালবাসা, ভক্তের উপাসনা, সন্ন্যাসীর কঠোর সাধনা—প্রেমের এই সকল বিভিন্নরূপ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। প্রেমেই মুক্তি। ভক্তি, ভজন, কীর্ত্তন, সাধনা ও উপাসনা প্রেমেরই নামান্তর মাত্র। বৈষ্ণব কবিগণ প্রেম রহস্য যেমন বুঝিয়াছিলেন, প্রেমভরে উন্মত্ত হইয়া স্বরচিত গান ও পদাবলীতে তাহা জগৎকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ন্যায় প্রেমের গভীর উচ্ছ্বাস পৃথিবীর কোনও সাহিত্যে আছে কি না, সন্দেহ স্থল। কবি প্রেমের গায়ক। কবি প্রেমে পাগল। প্রেমময়ী রাধিকার অপূর্ব্ব চিত্র জগতের অন্য কোনও সাহিত্যে অঙ্কিত হয় নাই। প্রেম এক মহাযজ্ঞ। সমস্ত স্বার্থ সেই যজ্ঞানলে আহুতি দিতে না পারিলে, প্রেমযজ্ঞ পূর্ণ হয় না। প্রেমিক আত্মবিস্মৃত নিষ্কাম মহাযোগী। বাহ্য সংসারের

* স্বাদ্বী মাধ্বীক। চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ, শর্করে। কর্করাসি, দ্রাক্ষে। দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বাম্, অমৃত। মৃতমসি, ক্ষীর। নীরং রসস্তে মা-কন্দ। ক্রন্দ, কান্তাধর। ধরণিতলং গচ্ছ, যচ্ছন্তি যাব ত্তাবং শৃঙ্গারসারস্বতমিহ জয়দেবস্য বিষ্বগ্‌বচাংসি॥ গীতগোবিন্দ, ১২।২৯

প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকে না। নিজের দিকে তিনি চাহিয়া দেখেন না। আরাধ্য দেবতা ভিন্ন তিনি অন্য কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করেন না। উপাস্য দেবতায় তিনি সর্ব্বদা নিমজ্জিত থাকিয়া, তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ভিন্ন এরূপ প্রেমিক কেহ হইতে পারে না। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে যাঁহারা অনুগৃহীত, ভগবদ্ভক্তিতে যাঁহারা চীরজীবন নিমজ্জিত, সর্ব্ববিধ স্বার্থের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া যাঁহারা আত্মবিস্মৃত ও ভগবানে একাগ্রচিত্তে অনুরক্ত, তাঁহাদের হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাস যে অনুপম মনোহর হইবে—তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তাই প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরা আজ আদৃত ও পূজিত। বাঙ্গলার বৈষ্ণব কবিদিগের গুরু জয়দেব জগৎ পূজিত। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ও বাঙ্গলার প্রধান বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস, এই জয়দেবেরই পদানুসরণ করিয়া ভক্তিমার্গের দুর্গমপথে সিদ্ধকাম হন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অতুলনীয় প্রতিভায় সমস্ত বাঙ্গালা সাহিত্য উজ্জ্বলিত ও অনুপ্রাণিত। বৈষ্ণব গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু বঙ্কিমচন্দ্র ও ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত তাঁহাদের আভায় আলোকিত এবং তাঁহাদের অনুকরণে কবিতারচনায় ব্যস্ত।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের ন্যায় মনোহর সঙ্গীতময় কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে—কেবল সংস্কৃত সাহিত্য কেন—জগতের কোনও সাহিত্যে, বিদ্যমান নাই ; পরিতাপের বিষয় এই যে বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে আজ সেই জয়দেবের কাব্য অনাদৃত, এবং অশ্লীল বলিয়া সুরুচিপ্রিয় শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালীর নিকট তাহা ঘৃণিত। প্রেমাবতার চৈতন্যদেব যাঁহাদের প্রেমগানে প্রেমে গদ্‌গদ হইতেন, প্রেমোচ্ছ্বাসে বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইতেন,—আজ পাশ্চাত্য-

শিক্ষাব যৎসামান্য জ্ঞানে স্ফীত হইযা বাঙ্গালী কুরুচিকর- বলিয়া তাহা পবিত্যাগ করিতেছেন।

সাব উইলিযাম জোন্স, অধ্যাপক লাসেন, সাব এডুইন আবণোলড্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ইউবোপীয় পণ্ডিতবর্গ জয়দেবের গীতগোবিন্দ অনুবাদিত কবিযা কৃতার্থ হইযাছেন। গীতগোবিন্দে যে উচ্চ ও মহান অপার্থিব ভগবৎ প্রেমেব চিত্র চিত্তোন্মাদ-কাবী ভাষায ও জীবন্ত সবস বর্ণনায অঙ্কিত হইযাছে, তাহা তাঁহাবা স্পষ্টাক্ষবে নির্দ্দেশ কবিযাছেন।

প্রকৃতি পুরুষেব সম্মিলনে যে জীবেব মুক্তি ঘটে, সুপ্রসিদ্ধ শাংখ্যদর্শন প্রণেতা মহর্ষি কপিলেব এই পুবাতন মত গ্রহণ পূর্ব্বক জয়দেব গীতগোবিন্দে মুক্তিলাভেব উপায নির্দ্দেশ করিযাছেন। বাধিকা প্রকৃতি-স্বরূপিণী। শ্রীকৃষ্ণ কূটস্থ উদাসীন পুরুষ, প্রকৃতি পুরুষেব সম্মিলনে জগতেব সৃষ্টি, প্রকৃতি পুরুষেব ভেদ-জ্ঞান বা বিবহে জগতেব মুক্তি। এই মহান্ দার্শনিক তত্ত্ব গীত-গোবিন্দ মহাকাব্যে জযদেব জ্বলন্ত ও মধুব ভাযায় প্রকটিত কবিয়াছেন। বৃন্দাবনেব গোপিনীগণ মনুষ্যেব দশেন্দ্রিয ভিন্ন আর কিছুই নহে। পার্থিব সুখেব ক্ষণিক আবেশে বিহ্বল হইযা মনুষ্য আত্মবিস্মৃত হয। অনুতপ্ত পাপীব আত্মা ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগেব ক্ষণিক মত্ততা ও বিহ্বলতায বিতৃষ্ণ হইয়া, যখন ভগবানেব প্রতি ক্রমে আকৃষ্ট হয় ও ক্রমে আত্মবিস্মৃত হইয়া সাধনা বলে ভগবানেব অংশরূপে আপনাকে বুঝিতে সমর্থ হয়, তখনই জীবন্মুক্ত হয়। প্রেমময়ী বাধিকাব প্রেম সত্য, নিত্য, স্বর্গীয় ও চিবস্থায়ী। ভগবানেব প্রতি নিষ্কাম ও অহৈতুকী প্রেম জন্মিলেই জীবের মুক্তি হয। মহাকবি জয়দেব অতি সুকৌশলে

এই মুক্তিতত্ত্ব গীতগোবিন্দে প্রকটিত করিয়াছেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি মহাজনগণ স্ব স্ব রচিত পদাবলীতে এই প্রেমতত্ত্বই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের প্রেম ও ভক্তির নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবনে অপারগ হইয়া, তাঁহাদের বাহ্য বর্ণনার ছটায় ও মধুর ভাষায় অশ্লীলতা ও মাদকতা ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। *

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ হইতে কৃষ্ণলীলা ও মুক্তিতত্ত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক জয়দেব গীতগোবিন্দে ভক্তিতত্ত্ব ও মুক্তি-রহস্য অতি মধুর ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকৃত ভাবুক ও প্রেমিকের নিকট জয়দেবের গীতগোবিন্দ অতি অপূর্ব্ব পদার্থ। আমরা সংসারের কীটাণুকীট। আমরা তাহাতে কুরুচি ও অশ্লীলতার পরাকাষ্ঠা ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাই না। প্রকৃতি পুরুষের অভেদ জ্ঞান

* শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত স্বরচিত "Literature of Bengal." নামক ইংরেজী পুস্তকে জয়দেবের গীতগোবিন্দের সমালোচনায় লিখিয়াছেন —"Never in the Sanskrit language, never perhaps in any language in the world, have such melodious verses been written. It is a master-hand thatwakes the lyre, and the ear is pleased and ravished with a flood of the softest and sweetest melody before one comprehends the sense. In the hand of a *Bengali* poet the Sanskrit language loses its august stiffness and assumes more than Italian softness... Centuries have rolled away, and the fame of Jayadeva remains undiminished and will continue to remain so, as long as the Sanskrit language is not forgotten ......It is likely that the whole peom, like Spenser's "Farey Queen" is meant to be an allegory ; but the allegory is so overlaid with rich, vivid and voluptuous descriptions, that the reader misses the allegory and pores on the descriptions.'

সংসার ও ভেদজ্ঞান মুক্তি—মহর্ষি কপিলের এই দার্শনিক মত শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় অন্যান্য পুরাণ ও উপপুরাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যের অস্থি মজ্জায় এই মহান্ তত্ত্ব প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

অতি অল্প কালের মধ্যেই পূর্ব্ববঙ্গের (বিক্রমপুরের) সেনরাজের সভাসদ জয়দেবের সঙ্গীতময় কাব্যের যশঃ সৌরভ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে বিস্তারিত হয়। এই জন্যই পৃথ্বীরাজের চরিতাখ্যায়ক অমর কবি চাঁদ বর্দ্দাইর রচিত "পৃথ্বীরাজরায়সা" কাব্যে মহাকবি জয়দেবের নাম উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়।

"জয়দেব অঠ কবো কব্বিরায়ং।
জিনৈ কেবল কিত্তো গোবিন্দ গায়ং ॥"

চাঁদ দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের জীবনী ও অবদান পরম্পরা স্বরচিত মহাকাব্যে বর্ণনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ১১৯৩ খ্রীঃ পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীর সহিত সমরে নিহত হন। চাঁদ আপনার কাব্য ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচনা করেন। তাঁহার রচিত মহাকাব্যে জয়দেবের উল্লেখ দৃষ্টে জয়দেব যে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গীতগোবিন্দ রচনা করেন, তাহার অন্যতর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। চাঁদের মহাকাব্য পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত ও লিখিত হইয়া কালক্রমে তাহাতে অনেক বিষয় পরবর্ত্তী কবিদিগের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার যে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক মূল্য নাই, পণ্ডিতবর *কবিরাজ শ্যামলদাস ও স্মিথ সাহেবের এই অভিনব মত বিজ্ঞ সমাজে কখনও আদৃত হইবে না। অন্ততঃ চাঁদের সমগ্র মহাকাব্য মুদ্রিত, প্রচারিত ও আলোচিত হইবার পূর্ব্বে এই মতে কেহই আস্থাবান হইবেন না।

* (J. A. S. B. for 1881. P. 29. and for 1886. P. 5—27.)

জয়দেবের ন্যায় বিদ্যাপতিও মহাপণ্ডিত ছিলেন। উভয়েই সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। উভয়েই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ হইতে কৃষ্ণের ব্রজলীলা ও রাসলীলা গ্রহণ করিয়া, আপনাদের রচিত অমূল্য কাব্য ও পদাবলী অতি মধুর ভাষায় রচনা পূর্ব্বক ভারতবর্ষকে মোহিত করিয়াছেন। উভয়েই রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণন প্রসঙ্গে প্রেম রহস্য ও মুক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জয়দেব ও বিদ্যাপতি উভয়েই প্রেমের গায়ক ও প্রেমের পাগল। ভগবানের প্রতি অহেতুকী ভক্তির ও প্রেমের অবতার প্রেমময়ী রাধার অনুপম চিত্র উভয়েই ভাগবত পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়া, কৃষ্ণলীলা বর্ণন পূর্ব্বক অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। জয়দেব গোস্বামীর ঠিক তিন শতাব্দী পরে বিদ্যাপতি জন্ম গ্রহণ করিয়া মিথিলা দেশকে পবিত্র করেন। ভাগবত পুরাণ তাঁহার এত আদরের সামগ্রী ছিল, যে তিনি বার্দ্ধক্য কালে স্বহস্তে সমগ্রভাগবত লিখিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন। ৩৪৯ লক্ষ্মণাব্দে (১৪৫৬ খ্রীঃ) তিনি সপ্ততিপর বৃদ্ধ হইয়াও যে ভাগবত পুরাণ স্বহস্তে তালপত্রে নকল করেন, তাঁহার বংশধরদিগের নিকট অদ্যাপি সেই হস্তলিখিত পুস্তক বর্ত্তমান আছে।

জয়দেবের ন্যায় বিদ্যাপতির অপূর্ব্ব মনোহর পদাবলী বঙ্গদেশে বিশেষ ভাবে অতি অল্প দিনের মধ্যেই এত অধিক আদৃত ও সম্মানিত হয়, যে অচিরে বাঙ্গলায় তাঁহার মৈথিল কবিতার বঙ্গীয় সংস্করণ বৈষ্ণব সঙ্গীতগায়ক কীর্ত্তনিয়াদিগের মুখে মুখে বাহির হয়। বিদ্যাপতি যে মৈথিল কবি, বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজের ভক্তগণ, গায়কদিগের মুখে বিদ্যাপতির পদাবলী শুনিয়া, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যায়। বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহাকে আদি কবির উচ্চা-

সনে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রেমিক কবিদ্বয়ের প্রেম-রহস্য প্রেমাবতার চৈতন্যদেবকে একবারে মোহিত করে। বিদ্যাপতি যখন বৃদ্ধ, তখন চৈতন্যদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন।

১৪০৭ শকাব্দে (১৪৮৫ খ্রীঃ) ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা রজনীতে নবদ্বীপে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাপতি তখনও জীবিত ছিলেন।

চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্ধান॥
ফাল্গুণ পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেই কালে দৈবযোগে চন্দ্র গ্রহণ হয়॥ (চৈতন্যচরিতামৃত)

প্রেমাবতার চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে প্রেমভক্তিময় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গদেশে তৎকালে বিকৃত বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম সবিশেষ প্রচলিত ছিল। তান্ত্রিকধর্ম্মের জাতিভেদ ও বৈষম্যবাদে বঙ্গভূমি তখন জর্জ্জরিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর অস্থি মজ্জায় তান্ত্রিকধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মের দুর্নীতি, কুরীতি ও অসদনুষ্ঠান অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বাঙ্গালীকে নির্জ্জীব, অলস, কামুক, জড়ভাবাপন্ন ও কুক্রিয়াসক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। উভয় ধর্ম্মের মহত্ত্ব ও উচ্চভাব গুলি বিস্মৃত হইয়া, বাঙ্গালী উপধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছিল। ভক্তি, প্রেম, সাধনা ও উপাসনার প্রকৃত মর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া, বাঙ্গালী লম্পটতা ও কামুকতাকে ধর্ম্মের সারভাগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। এইরূপে জাতীয় জীবন ও জাতীয় ধর্ম্মের জীবনীশক্তি বিনষ্ট হইয়া, তাহার অধোগতির একশেষ ঘটিয়াছিল। জাতীয় জীবন ও জাতীয় ধর্ম্মের এই অবনতির সময়ে প্রেমাবতার চৈতন্য দেব—বঙ্গদেশের উদ্ধার সাধনের জন্য, জাতীয় জীবনে সঞ্জীবনী

তাড়িৎশক্তি সঞ্চালনের জন্য, জাতীয় ধর্ম্মের আমূল সংস্কার বিধানের জন্য—নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন।

এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে সমস্ত বঙ্গদেশ পবিত্র ও ধন্য হইল। তিনি প্রচলিত তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিলেন। ইন্দ্রিয়াসক্তি ও বাহ্যাড়ম্বরে ধর্ম্ম সাধন না হইয়া অধর্ম্মের সঞ্চার করে বলিযা, ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। বাধাকৃষ্ণেব নির্ম্মল প্রেমে ও শক্তিসাধনায় যে ইন্দ্রিয়সুখের লেশ মাত্র নাই—প্রেম যে জগতেব উপাস্য দেবতা—ইহা সর্ব্বত্র প্রচাব করিতে লাগিলেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধে নির্ভীকচিত্তে দণ্ডাযমান হইয়া, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা কবিতে লাগিলেন। সকলেই এক পিতার সন্তান—এক ভিন্ন দ্বিতীয় ঈশ্বব নাই—ঈশ্বরে নিষ্কাম ও অহে-তুকী ভক্তিই মুক্তির একমাত্র উপায়—এই সকল মহান্ উপদেশ গৃহে গৃহে গম্ভীব স্ববে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বৃন্দাবনেব গোপিকাগণেব হৃদয়বল্লভ লম্পটচূড়ামণি নহেন। তিনি জগতের সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা। তিনি নিত্য, সত্য, অবি-নাশী, চিন্ময় পবমেশ্বর। সংসারাসক্তিশূন্য হইয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরে ভক্তিমান হইতে পাবিলে, জীবেব মুক্তি ঘটে। কৃষ্ণ পুরুষরূপী। প্রেমময়ী রাধিকা প্রকৃতিরূপিনী। রাধা জীবাত্মা, কৃষ্ণ পরমাত্মা। প্রকৃতিপুরুষেব সম্মিলনে, জগৎ সৃষ্ট হইতেছে। প্রকৃতি পুরুষের বিরহে, বা জীব ও আত্মাব ভেদজ্ঞানে, জীব জীবন্মুক্ত হইয়া, পর-মাত্মাব সহিত মিলিত হয়। এই সকল সৃষ্টি, ভক্তি ও প্রেম বহস্য, চৈতন্যদেব বঙ্গদেশেব গৃহে গৃহে প্রচারিত করিয়া, জাতীয় ধর্ম্মের সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জাতীয ধর্ম্মেব আবর্জ্জনা রাশি

বিদূরিত করিয়া, চৈতন্যদেব তাহার সংস্কার সাধন করিলেন। জাতীয় ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে, জাতীয় জীবন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাঙ্গালীর দীর্ঘকালের মোহনিদ্রা অপনীত হইল। জাতীয় জীবনের শাখায় শাখায় জীবনীশক্তির লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, তন্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই নূতন জীবন সঞ্চাবের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের আমূল সংস্কাবের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষার সবিশেষ অনুশীলন আবন্ত হইল। বাঙ্গলা সাহিত্যের কাব্যকাননে বসন্তের সঞ্চার হইল। গীতি কবিতায় দেশ ব্যাপ্ত হইল। পরে গীতিকবিতার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালী সুদীর্ঘ কাব্য বচনায় মনোনিবেশ করিলেন। চৈতন্যদেবও তাঁহার শিষ্যানুচব বৈষ্ণবাচার্য্য বৃন্দের নিকট বাঙ্গালা সাহিত্য যে পবিমাণে ঋণী, তাহা বলিয়া শেষ কবা যায় না। বৈষ্ণব কবিদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বৈষ্ণব মহাজনগণেব হস্তে ও যত্নে বাঙ্গলা সাহিত্য সৃষ্ট, গঠিত, পালিত ও পরিপুষ্ট হয়। চৈতন্যদেব ধর্ম্মপ্রচাবের জন্য বাঙ্গলা ভাষার আশ্রয় লইয়া, তাহাব বিশেষ উন্নতি বিধান কবেন। প্রাচীন বৈষ্ণব কবি জয়দেবের গ্রন্থ, সেই সময়ে বিশেষ ভাবে অনুশীলিত ও আলোচিত হয়। বৈষ্ণব কবি বসময় ও গিবিধব দাস পরবর্ত্তী কালে তাহা বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদিত কবেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধুব ও প্রাণস্পর্শী কবিতাবলী, গীতগোবিন্দের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যদেবের হৃদয় আকর্ষণ করে। তিনি জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রেম রহস্যের নিগূঢ় মর্ম্ম বৈষ্ণব সমাজে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত করিয়া, তাঁহাদের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। বিদ্যাপতির

পদাবলী প্রেমিক ও গায়ক দিগেব দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় রূপান্তরিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া, চণ্ডীদাসের পদাবলীর সহিত সমভাবে গীত ও আলোচিত হইতে থাকে। চৈতন্যদেবের সময়েই তাহা বাঙ্গালায় পরিণত হয়। বিদ্যাপতি বৈষ্ণব দিগের গৃহে গৃহে আদি কবি বলিয়া পূজিত হইতে থাকেন। চৈতন্যদেব জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসেব রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গান শুনিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। প্রেমেব গায়ক কবির গানের মর্ম্ম প্রেমিক ভিন্ন অন্যে বুঝিতে অক্ষম। তাহাতেই চৈতন্যদেব প্রেমবসে বিভোব হইয়া ঘরে ঘরে প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কবিয়াছেন।

জয় জয়দেব কবি নৃপতি-শিবোমণি, বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস বসশেখব, অখিল ভুবনে অনুপাম॥
যাকর রচিত মধুবরস নিবমল গদ্য-পদ্য-ময় গীত।
প্রভু মোর গৌবচন্দ্র আস্বাদিলা বায়-স্বরূপ সহিত॥ (পদকল্পতরু)

পুরুষোত্তম আচার্য্য সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কবিয়া 'স্বরূপ দামোদর' নামে পরিচিত হন। ইনি বিখ্যাত গায়ক ও চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর ছিলেন। দ্বিতীয় দামোদর পণ্ডিত "সঙ্গীত দামোদর" প্রণেতা ও মুরাবিগুপ্ত বচিত চৈতন্যচরিতের প্রশ্নকর্ত্তা। তৃতীয় দামোদর ব্রহ্মচাবী, চৈতন্যদেবেব নীলাচলের সহচর দশ সন্ন্যাসীর অন্যতম।

স্বরূপ গোঁসাই প্রভুব অতি অন্তরঙ্গ।
যা হৈতে জানেন প্রভু বসের তরঙ্গ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম, বুদ্ধে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥ (চৈতন্যচরিতামৃত)

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গান শুনে পরম আনন্দ॥ (চৈতন্যচরিতামৃত)

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥ (চৈতন্যচরিতামৃত)

বিদ্যাপতির পবিচয় প্রসঙ্গে মহাকবি জয়দেব গোস্বামীর পরিচয় ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। বামানন্দ রায়, চণ্ডীদাস ও সংস্কৃত কাব্য কৃষ্ণকর্ণামৃতেব কবির সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে।

রামানন্দ রায চৈতন্যেব প্রিয শিষ্য ও সহচব। তিনি পাঁচ অঙ্কে সংস্কৃতে "জগন্নাথ-বল্লভ" নামে নাটক বচনা কবেন। উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপরুদ্রদেবেব (১৫০৪-৩২ খ্রীঃ) আদেশে তিনি রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা এই নাটকে বর্ণনা কবিযাছেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহাব প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি স্ববচিত নাটকের শেষে বাধাকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে নিজেব অভিপ্রায়ের এইরূপ আভাস দিয়াছেন।

শ্রদ্ধাবদ্ধমতি র্ম্ম প্রতিদিনং গোপাললীলস্য যঃ
সংসেবেত রহস্যমেতদতুলং লীলামৃতং লোলধীঃ।
তস্মিন্ মদ্গতমানসে কিল কৃপাদৃষ্ট্যা ভবত্যা সদা
ভাব্যং যেন নিজেশিতাং ব্রজবনে, সিদ্ধিং সমাপ্নোতি সঃ॥

এই মহাপণ্ডিত ও বৈষ্ণব রামানন্দ রায় ১৪৫৬ শকাব্দের (১৫৩৪ খ্রীঃ) মাঘমাসে মানবলীলা সংবরণ করেন। এই "জগ-

ন্নাথ বল্লভ" নাটকই যে "রায়ের নাটক-গীতি" পদের লক্ষ্য, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় হইতে পারে না। "পদরত্নাবলীর" ভূমিকার টীকায় ভ্রমক্রমে 'রায়' শব্দের লক্ষ্য মথুরাব অধিবাসী বসন্ত রায় গোবিন্দদাস বলিয়া লিখা হইয়াছে। রামানন্দ রায়ের প্রণীত নাটকের বিষয় অবগত না থাকাতেই, বোধ হয় টীকাকার এরূপ অর্থ করিয়া থাকিবেন। চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে কোনও রায়-বসন্ত বর্ত্তমান ছিল বলিয়া, কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সেই রায়বসন্ত যে কোনও নাটক বচনা করিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। দ্বিজ রায় বসন্ত বুধুরীর গোবিন্দদাসের আবির্ভাব কালে যশোহব জিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই গোবিন্দদাসেব সমকালীন নবোত্তমদাসের শিষ্য।

"শ্রীনরোত্তমেব শিষ্য নাম শ্রীবসন্ত।
বিপ্রকুলোদ্ভব মহাকবি বিদ্যাবন্ত॥"

অনেকে বিদ্যাপতি ও রায়বসন্তকে অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন। পদকল্পতরুতে সংগৃহীত বৈষ্ণবাচার্য্যদিগেব প্রণীত কোন কোন পদগানের ভণিতাতে বিদ্যাপতি ও বাযবসন্তের নাম একত্র দেখিয়া, তাঁহাদের এই ভ্রম উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। মাননীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়েব প্রকাশিত "প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে" রায়বসন্ত, রায়চম্পতি ও গোবিন্দদাস প্রভৃতি ভণিতা যুক্ত বহুতব পদ বিদ্যাপতিব পদ বলিয়া ভ্রমে গৃহীত হইয়াছে।

মান্যবর সুলেখক ক্ষীরোদ বাবুব মতে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বাজা বসন্তবায খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মৈথিলী হিন্দী ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গীতাবলী বাঙ্গলা ভাষায় বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত করেন।

পদকল্পতরুতে সংগৃহীত এই বসন্তরায়ের অনেকগুলি গান আছে। ১৫৬০ খ্রীঃ রাজা প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়। রাজসাহী জিলার বুধুরী গ্রামে যে গোবিন্দদাস (১৫৬৭-১৬০৯ খ্রীঃ) প্রাদুর্ভূত হন, তিনিই যশোহরে আসিয়া রাজা প্রতাপাদিত্যের সভাসদ হন। এজন্য বিদ্যাপতির গানের কোন কোন ভণিতার সঙ্গে বসন্তরায় ও গোবিন্দদাসের ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এই যে ক্ষীরোদ বাবু আপনার বক্তব্য অতি সংক্ষেপে সমাপন করিয়াছেন। স্বমতের পরিপোষক কোনও প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। তিনি গোবিন্দদাস কবিরাজের বিস্তীর্ণ জীবনচরিতে রাজা প্রতাপাদিত্যের সভাসদ বলিয়া তাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন নাই। বিশিষ্ট প্রমাণাভাবে আমরা তাঁহার কোন কথায়ই আস্থাবান হইতে পারিতেছি না।

বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলী চৈতন্যদেবের জীবিত কালেই তাঁহার ভক্ত বৈষ্ণব শিষ্যদিগের দ্বারা গীত হইতে হইতে, মুখে মুখেই ছন্দ ও ভাষার পার্থক্য দূরীভূত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হয়। পদকল্পতরুতে নিবিষ্ট বিদ্যাপতির ৪।৫টী পরিবর্ত্তিত গান মিথিলায় প্রচলিত আছে বলিয়া, গ্রিয়ারসন সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির ন্যায় মহাকবির নাম স্বরচিত পদাবলীর ভণিতায় প্রদান পূর্ব্বক পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্য ও পদাবলীকর্ত্তারা আপনাদের কবিতার গৌরব ও মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়া থাকিবেন, অথবা গানের সময় প্রাচীন কবির পদাবলীতে দুই এক পদ যোগ পূর্ব্বক নিজের নাম সংযোগ করিয়া থাকিবেন। বিদ্যাপতির দ্বারা সেই সকল ভণিতাযুক্ত গান রচিত হইয়াছে বলিয়া সহসা বিশ্বাস করা যায় না।

বুধুরী গ্রামের গোবিন্দদাস ১৬১২ খ্রীঃ (১৫৩৪ শকাব্দে) ৭৫ বৎসরবয়সে পদ্মানদীর তীরবর্ত্তী খেতুরী গ্রামে বৈষ্ণবাচার্য্য নরোত্তমদাসের আবাসে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি যে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সভায় বিদ্যমান ছিলেন, শাক্ত প্রতাপাদিত্য যে বৈষ্ণবকবির আশ্রয় দাতা ছিলেন, তাহার কোনও বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। প্রতাপাদিত্য কায়স্থ ছিলেন এবং কায়স্থ সমাজের একজন সমাজপতি ছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত বসন্তরায়ও কায়স্থ ছিলেন। পদাবলীর রচয়িতা রায় বসন্তের কোন কোন ভণিতা দৃষ্টে তিনি যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তবে কায়স্থ জাতীয় অপর এক রায়বসন্ত থাকাও বিচিত্র নহে।

গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে, দ্বিজ রায়বসন্ত॥

প্রতাপাদিত্য সম্ভবত ১৫৫০ খ্রীঃ গৌড়নগরে রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা বিক্রমাদিত্য আফগান জাতীয় নবাব দাউদ খাঁর অন্যতম প্রধান আমাত্য ছিলেন। তিনি ঘোর শাক্ত ছিলেন। প্রতাপাদিত্য আপনার রাজধানী যশোহরে কালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহার যশোহরেশ্বরী আখ্যা প্রদান করেন। তিনি যে বুধুরীর গোবিন্দ দাস ন্যায় বৈদ্যবংশীয় বৈষ্ণব কবিকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে তাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। তাঁহার খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় যে পদকর্ত্তা বৈষ্ণব ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। "নব্যভারতে" হারাধন বাবুর প্রবন্ধ পাঠে দেখিতেছি যে, তিনিও ক্ষীরোদ বাবুর মত সমর্থন করিয়াছেন।

চণ্ডীদাস ঠাকুর বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবি। ক্ষীরোদ বাবু বিদ্যাপতি ও চণ্ডী দাসের সময় ১৩৭৫-১৪৭৫খৃঃ অনুমান করেন। চণ্ডীদাস বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃত প্রস্তাবে আদি কবি। যে বীরভূমের কেন্দুবিল্ব (কেন্দুলী) গ্রামে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান বৈষ্ণবকবি জয়দেব গোস্বামী প্রাদুর্ভূত হইয়া, গীতগোবিন্দের অতুল্য মোহন তানে সভ্যজগতকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই বীরভূমে চণ্ডীদাস ঠাকুর চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। অনুমান ১৩৮০ খৃঃ বীরভূম জিলার অন্তঃপাতী সাকুল্লীপুর থানার অধীনস্থ নান্নুর গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কুলে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন। কেন্দুবিল্ব সিউরি হইতে ৯ ক্রোশ দূরে এবং নান্নুর সিউরি হইতে বার ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। নান্নুর গ্রামে পূর্ব্বকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বিশালাক্ষী দেবীর পূজা যথানিয়মে নির্ব্বাহিত হইতেছে। বিশালাক্ষী (বাশুলি) নান্নুর গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি পাষাণময়ী চতুর্ভুজা চণ্ডী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি রূপে নান্নুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। চণ্ডীদাসের পিতা এই দেবীর নিয়মিত আরাধনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। দেবীর প্রসাদে পুত্র লাভ করিয়া, তিনি পুত্রের 'চণ্ডীদাস' নাম রাখেন। বাল্যকালেই চণ্ডীদাসের পিতা মাতার মৃত্যু হয়। বালক চণ্ডীদাস স্বশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণদিগের যত্নে পালিত ও বর্দ্ধিত হন। উপনয়াদি সংস্কার সম্পাদনের পর, গ্রাম্যলোকে অসহায় ও নিরাশ্রয় চণ্ডীদাসকে তাঁহার পৈতৃক কার্য্যে নিযুক্ত করিল। দেবীর পূজারীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, চণ্ডীদাস দেবীর মন্দিরের সান্নিধ্যেই বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রামমণি নামে এক অনাথা ও নিরাশ্রয়া রজক-কন্যা দেবী মণ্ডপের সংস্কার

কার্য্যে নিযুক্ত হয়। চণ্ডীদাসের ন্যায় রামমণিও তথায় বাস করিতে থাকে।

নান্নুরের মাঝে পাতের কুটীর, নিবজন স্থান অতি।
বাশুলী আদেশে চণ্ডীদাস তথা, ভজন করয়ে নিতি॥
অল্প বয়সে দুঃখিনী রামিণী কাজেতে নিযুক্ত হল।
চণ্ডীদাস কহে, প্রসাদ ভুঞ্জিযে, ক্রমে বাড়িতে লাগিল।
রামিণী কামিনী, কাজেতে নিপুণা, সকলের প্রিয়তমা।
চণ্ডীদাস কহে, তাঁহার পিরীতি, জগতে নাই উপমা॥ (পদ সমুদ্র)

চণ্ডীদাস লেখা পড়া জানিতেন না। তাঁহাব উপাস্য দেবতা বাশুলীর প্রতি তাঁহার দৃঢ ভক্তি ছিল। তিনি শক্তির উপাসক, শাক্তের পুত্র। প্রবাদ আছে যে দেবী বিশালাক্ষীব আদেশে, তিনি রাধাকৃষ্ণেব উপাসনা আবম্ভ কবেন এবং রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক অতি মধুব পদাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হন। রজকিনী রামমণির (গীতচন্দ্রোদয় প্রণেতা নবহবিব 'তাবাধুবিনী') সহিত কালক্রমে তাঁহার প্রণয জন্মে। চণ্ডীদাস দেবানুগ্রহে কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ে যে সকল গীত বচনা কবিতেন, রামী সেই সকল গীত তালমান ও স্বরসংযোগে গৃহে গৃহে গান কবিয়া বেড়াইত। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ চণ্ডীদাসের ও তাঁহাব প্রণযিনী বামমণিব প্রতি অশেষবিধ অত্যাচার ও নির্য্যাতন আবম্ভ কবে। পবে চণ্ডীদাস যে দেবানুগৃহীত কবি, প্রেমের গায়ক ও সাধক, তাহা হৃদয়ঙ্গম কবিয়া মহাকবি চণ্ডীদাসের প্রতি তাহাদের অশ্রদ্ধা ও অভক্তি দূরীভূত হয়। চণ্ডীদাস স্বরচিত অমৃতময় কবিতায়, বাশুলী দেবীর ন্যায় রামী রজকিনীকেও অমর কবিয়া গিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে তিনি একদা নান্নুরের নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে কীর্ত্তন করিতে গমন করেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথি মধ্যে প্রবল বেগে ঝড় বহিতে-

থাকে। তাঁহারা মতিপুরে যে গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন, ঝড় বেগে অকস্মাৎ তাহা ভূমিসাৎ হয়। তাহাতে গৃহের চাপায় প্রণয়ী-যুগল পরস্পরের আলিঙ্গনে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। শুনা যায় এই গৃহের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সম্ভবতঃ ১৪৮০ খৃঃ বা তৎসন্নিহিত কালে চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনে মৃত্যু হয়। তিনি 'কৃষ্ণ কীর্ত্তন' নামে যে কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা, পদামৃতসমুদ্র, পদসমুদ্র ও গীতচন্দ্রোদয় নামক সংগ্রহ গ্রন্থে চণ্ডীদাসের বহুতর কবিতা সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। *

বিদ্যাপতির যখন জন্ম হয় নাই, তখন চণ্ডীদাস অনুমান ১৩৮০ খৃঃ বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন †। উভয় কবিই এক সময়ে আবির্ভূত হইয়া, রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ে

---

* হুগলী জিলার অন্তর্গত বদনগঞ্জনিবাসী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় সম্প্রতি "নব্যভারত" পত্রিকায় চণ্ডীদাস ঠাকুরের জীবন চরিত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। তিনি বহুতর দুর্লভ বৈষ্ণব গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে তিনি নরোত্তম দাস, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, জ্ঞান দাস, মনোহর দাস, ত্রিলোচন দাস, সনাতন ও রূপ গোস্বামীর জীবনী ইতিপূর্ব্বে নব্যভারতে প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক তাঁহার নিকট সবিশেষ ঋণী তাঁহার নিকট হইতে অন্যান্য অসংখ্য বৈষ্ণবাচার্য্য কবিগণের বিস্তীর্ণ প্রামাণিক জীবনী জানিবার আশা রাখি।

† ১৮৫৮খৃঃ এসিয়াটিক সোসাইটী পত্রিকার ৩৭০-৭৬ পৃষ্ঠায় বাঁকুড়া জিলার বিদ্যালয় সমূহের তদানীন্তন ডেপুটী ইন্স্পেক্টর বাবু হরিশঙ্কর দত্ত ছাতনা নগরের জমিদার উতব (উদ্ধব?) রায়ের নামাঙ্কিত ১৪৭৫ শকাব্দের

গীতাবলী রচনা করেন। প্রবাদ আছে যে ভাগীরথীর পবিত্র তীরে বটবৃক্ষ তলে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। মিথিলার রাজা রূপনারায়ণের (শিব সিংহ) সহিত বিদ্যাপতি মিথিলা হইতে আগমন করেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরস্পর সাক্ষাৎ কালে বিদ্যাপতির আশ্রয় দাতা মিথিলা-রাজ শিব সিংহ (রূপনারায়ণ) তথায় উপস্থিত ছিলেন। গঙ্গা-তীরে বটতলে উভয়ের সাক্ষাতে উভয় কবিই অত্যন্ত প্রীত হন। এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে "পদকল্পতরু" নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে যে চারিটী কবিতা আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, দুঁহুঁ জন পীরিতি
প্রেম মুরতি-ময় কাঁতি।
জে কয়ল দুঁহুঁ জন, লীলা-গুণ বরণন,
নিতি নিতি নব নব ভাঁতি॥
দুঁহুঁ গুণ শুনি চিত, দুঁহুঁ উতকণ্ঠিত,
দুঁহুঁ দুঁহাঁ দরশন লাগি।

(১৫৫৩ খৃঃ) বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত একখানি ইষ্টকলিপি প্রকাশ করেন। সেই ইষ্টকে প্রাচীন বাঙ্গলা অক্ষরে, "শ্রীশ্রী ছাতনা-নগরেশ শ্রীশ্রী উতব রায়। সক ১৪৭৫" এই বাক্য লিখিত ছিল। চণ্ডীদাসের ইষ্টদেবী বাশুলীদেবীর ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির ভগ্নদশায় পতিত হইয়া ছাতনা গ্রামে বিদ্যমান আছে, এই জন প্রবাদ শুনিয়া হরিশঙ্কর বাবু ছাতনায় গমন করেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে দেবী মন্দিরের সান্নিধ্যে চণ্ডীদাসের আবাসস্থান প্রদর্শন করে। যেখানে শিলার উপরে বসিয়া চণ্ডীদাস আপনার মধুর সঙ্গীত রচনা করিতেন, তাহা পর্য্যন্ত প্রদর্শন করে।। এই মন্দির হইতে একখানি ইষ্টক আনিয়া পাঠ করাতে তিনি অবগত হন যে ১৫৫৩ খৃঃ এই মন্দির উতব রায় নির্ম্মাণ করেন। ছাতনা বাসীরাও চণ্ডীদাসকে স্বগ্রামবাসী ভাবিয়া কৃতার্থ হইয়াছে।

দুঁহুঁক রসিক-পন, শুনি শুনি দুঁহুঁ জন,
দুঁহুঁ হিয় দুঁহুঁ বহু জাগি॥
নিজ নিজ গীতি, লিখি বহু ভেজল,
তাহি অতি আরতি ভেল।
রাধা কান্হুক, প্রেম-বস-কৌতুক,
তাহি মগন ভৈগেল॥
নিজ নিজ সহচব, বসিক ভগত বর,
তা সংগে কবত বিচাব।
তাহি নিতি নবীন, পবম সুখ পাওত,
আনন্দ প্রেম অপার॥
রূপনারায়ণ, বিজয় নারায়ণ,
বৈদ্যনাথ শিব সিজ্ঞ।
মীলন ভাবি দুঁহুঁক, করু বরণন,
তসু পদ-কমল-ভিরিঙ্গ॥ ১।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস পরস্পর গীতি বচনা কবিয়া প্রেরণ কবিতেন। ইহাতেই উভয কবিব মনে পবস্পব দর্শনেব লালসা জন্মে। এই পদের শেষ ভাগে উল্লিখিত রূপনাবায়ণ মিথিলা-রাজ শিব সিংহেব নামান্তব বলিযা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। রাজা শিবসিংহেব পিতৃব্য হবিসিংহেব পুত্র বাজা রঘুসিংহ, বিজয় নারায়ণ নামে মিথিলার প্রামাণিক ইতিহাস 'পঞ্জী'তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। বৈদ্যনাথ বিজয নাবায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্রহ্মসিংহ (হবিনারায়ণ) হওযা অসম্ভব নহে।

চণ্ডিদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ,
দরসন ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি শুনি চণ্ডীদাস গুণ,
দরসন ভেল অনুরাগ॥

দুঁহুঁ উতকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল,
বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডিদাস তব রহই না পারই,
চললহিঁ দরসন লাগি।
পন্থহি দুঁহুঁ জন দুঁহুঁ গুণ গাওল
দুঁহুঁ হিয দুঁহুঁ রহি জাগি॥
দৈবহি দুঁহুঁ দুঁহাঁ দরসন পাওল
লখই না পারই কোই।
দুঁহুঁ দুঁহাঁ নাম শ্রবণে তহিঁ জানল
রূপনারায়ণ গোই॥ ২।

এই উভয় গীতে বিদ্যাপতির ভণিতা না থাকিলেও, বিদ্যাপতিই উহাদের রচক বলিয়া অনুমান হয। পরবর্ত্তী দুই গীতে 'কবিরঞ্জন' বিদ্যাপতির ভণিতা দৃষ্ট হয। তাহাতে উহা কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির রচিত বলিযাই বোধ হয। সুবিজ্ঞ গ্রিয়ারসন সাহেবের মতে তাহা বিদ্যাপতির অনুকারক কোন বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তার রচিত।

সময বসন্ত যাম দিন মাঝহি,
বটতলে সুরধনী তীর।
চণ্ডিদাস কবিরঞ্জনে মিলল,
পুলক কলেবর গির॥
দুহুঁ জন ধৈরজ ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল,
দুহুঁক অবস প্রতিকার॥
ধৈরজ ধরি দুহুঁ, নিভৃতে আলাপই,
পুছত মধুর রস কি।

রসিক হইতে কিযে রস উপজায়ত,
রস হইতে রসিক কহি॥
রসিকা হইতে রসিক কিঅ হোয়ত,
রসিক হইতে রসিকা।
রতি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে রতি,
কিযে কাহে মানব অধিকা॥
পুছত চণ্ডিদাস, কবিরঞ্জনে,
শুনঁত হিঁ রূপ-নারায়ণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ,
লছিমা পদ করি ধ্যান॥ ৩।
রসের কারণ রসিকা রসিক,
কায়াদি ঘটনে রস।
রসিক কারণ, রসিকা হোযত,
জাহাতে প্রেমবিলাস॥
স্থূলত পুরুষে, কাম সূক্ষ্মগতি,
স্থূলত প্রকৃতি রতি।
দুহুঁক ঘটনে, যে রস হোযত,
এবে তাহা নাহি গতি॥
দুহুঁক জোটন, বিন হি কখন,
না, হয় পুরুষ নারি।
প্রকৃতি পুরুষ, জে কিছু হোয়ত
রতি প্রেম পরচারি॥
পুরুষ অবশ, প্রকৃতি সবশ,
অধিক রস জে পিয়ে।
রতি সুখ কালে, অধিক সুখ হি,
তা নাকি পুরুষে পায়ে॥
দুহুঁক নয়নে নিকসয়ে বাণ,

বাণ যে কামের হয়,
রতির যে বাণ, নাহিক কথন,
তবে কৈসে নিকসয় ॥
কাম দাবানল, রতি যে শীতল,
সলিল প্রণয়পাত্র।
কুল কাট খড়, প্রেম যে আধেয়,
পচনে পিরিতি মাত্র ॥
পচনে পচনে, লোভ উপজিযা,
জব ভেল দ্রবময়।
সেই বস্তু এবে, বিলাসে উপয়ে,
তাহাকে রস জে কয় ॥
ভণে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তথি,
রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন, করল তখন,
ভাসল প্রেমতরঙ্গে ॥ ৪।

অধ্যাপক উইলসন সাহেব স্বপ্রণীত ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস উভয়ে মিলিত হইয়া “কৃষ্ণকীর্ত্তন” প্রণয়ন করেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ ও যথাসাধ্য পাঠ সংশোধন পূর্ব্বক “মহাজন-পদাবলী সংগ্রহ” নামে যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহার সুদীর্ঘ ভূমিকায় তিনি একস্থলে লিখেন যে ‘কৃষ্ণকীর্ত্তন’ ও ‘কৃষ্ণকর্ণামৃত’ প্রণেতা গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির সমকালীন ছিলেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীর ন্যায় গোবিন্দদাসের ‘কৃষ্ণকর্ণামৃত’ যে চৈতন্য

দেবের বিশেষ আদরের সামগ্রী ছিল, তাহা চৈতন্যচরিতের উদ্ধৃতাংশে ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পাবনা জিলা স্কুলের বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় ১২৮২ সালের শ্রাবণ মাসের "বান্ধব" পত্রিকায়, গোবিন্দদাস সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি প্রদর্শন করেন যে বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের গ্রন্থাবলীতে সর্ব্বশুদ্ধ নয় জন গোবিন্দদাসের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পদাবলী রচয়িতা ছয়জন। এই ছয় জনের মধ্যে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' প্রণেতা গোবিন্দ দাসকে বিদ্যাপতির সমসাময়িক বলিয়া, তিনি পুনর্ব্বার নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু গোবিন্দদাস যে উক্ত দুই গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার কোনও প্রমাণ প্রদান করেন না। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তিনি কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে বিদ্যাপতি ও রায়বসন্ত অভিন্ন। বিদ্যাপতি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেমন শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন, তেমনই গোবিন্দদাস একস্থানবাসী ও এক রাজপরিবারস্থ রূপনারায়ণ ও বৈদ্যনাথের সভাসদ ছিলেন। উপরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় কবিতাকে তিনি রূপনারায়ণের রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং প্রথম কবিতার শেষভাগ দৃষ্টে গোবিন্দ দাসকে রূপনারায়ণ ও বৈদ্যনাথের সভাসদ অবধারণ করিয়াছেন। ১২৮২ সালে জ্যৈষ্ঠমাসের বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণ বাবুর 'বিদ্যাপতি' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলে, জগদ্বন্ধু বাবু শ্রাবণ মাসের "বান্ধব" পত্রিকায় এই ভ্রান্ত মত কখনই প্রচার করিতেন না। জগদ্বন্ধু বাবুর ন্যায় বিজ্ঞ ও ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তির ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ আব-

উক মনে করিয়া,আমরা বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের জীবনী, গোবিন্দদাসের জীবনীর সঙ্গে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কাটোয়ার উত্তরস্থ বনপাড়া নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে গোপাল ও রামদাস চক্রবর্ত্তী নামে দুই সহোদর বাস করিতেন। গোপাল শাক্ত ও রামদাস বৈষ্ণব ছিলেন। এই গোপালের পুত্র গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত হন। প্রবাদ আছে যে দেবী ভগবতী গোবিন্দকে রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনে আদেশ দিয়া অন্তর্হিতা হন। তদবধি গোবিন্দ পরম বৈষ্ণব ও মহাকবি বলিয়া বিখ্যাত হন এবং গোবিন্দদাস নামে পরিচিত হন। শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব এই গোবিন্দদাস ও চণ্ডীদাসের উপাখ্যানে স্পষ্ট লক্ষিত হয়। জগদ্বন্ধু বাবু এই গোবিন্দকেই বিদ্যাপতির সমকালবর্ত্তী চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি তাহার সাতটী নিম্নোক্ত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) বিদ্যাপতির কবিতার অন্তে, গোবিন্দদাসের নাম সংযুক্ত দেখা যায়। রায়বসন্ত ও রায়চম্পতির কবিতায়ও, গোবিন্দদাসের ভণিতা দেখা যায়। তত্তৎ কবিতা, বিদ্যাপতি বা রায়বসন্তের রচিত। গোবিন্দদাস আপনার সমসাময়িক বিদ্যাপতির, সহিত অনেক পদ একত্র রচনা করিয়া থাকিবেন। (২) অক্ষয় বাবুর 'প্রাচীনকাব্য সংগ্রহে' বিদ্যাপতি, রায়বসন্ত ও চম্পতি প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত পদগুলি বিদ্যাপতির পদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। (৩) চৈতন্যচরিতামৃতের মতে চণ্ডীদাসও বিদ্যাপতির গীত, গীত-গোবিন্দ ও কর্ণামৃত শুনিয়া চৈতন্যদেব অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। এই কর্ণামৃত বা 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস রচনা করেন। এই বিষয়ের কোনও প্রমাণ প্রদত্ত হয়

নাই। (৪) যে কারণে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক, গোবিন্দদাসের পক্ষেও ঠিক সেই কারণ বর্ত্তমান। (৫) বিদ্যাপতির কোন কোন কবিতায় রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ, বৈদ্যনাথ ও শিবসিংহ এই চারি নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গোবিন্দদাস স্বরচিত কবিতা দুইটীর ভণিতায়ও রাজা বৈদ্যনাথ ও রূপনারায়ণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

"রাজা বৈদ্যনাথ, রূপনারায়ণ,
গোবিন্দদাস অনুমান॥"
"গোবিন্দদাস ভণ, রসিক রসায়ণ,
রসময় ভূপতি রূপনারায়ণ॥"

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলন বিষয়ক কবিতার ভণিতায় উক্ত চারি জনের উল্লেখ দৃষ্টে জানা যাইতেছে, উহারা একস্থানবাসী ও এক সময়ের লোক ছিলেন। সম্ভবতঃ সকলেই এক রাজপরিবারস্থ ব্যক্তি ছিলেন। বোধ হয় তন্মধ্যে বিদ্যাপতি শিব সিংহের সভাসদ ছিলেন। রূপনারায়ণের একটী কবিতা (উদ্ধৃত কবিতার দ্বিতীয়)। নিম্নে প্রকাশিত হইল (৬) বিদ্যাপতি যেমন শিবসিংহ ও লছিমাকে স্বীয় পদের রসপোষকতার প্রমাণ মান্য করিয়াছেন, তেমন কোন কোন কবিতায় গোবিন্দদাসকেও সাক্ষী করিয়াছেন। (৭) পদকল্পতরু গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বিরহ বর্ণন বিদ্যাপতির কৃত এবং অপর সাত মাস গোবিন্দদাসের রচিত।

এই সাতটী কারণের কোনটিই আমাদের বিবেচনায় লেখকের মত সমর্থনের পক্ষে কোনও ক্রমে প্রচুর হয় নাই। অনেক স্বকপোলকল্পিত অনুমানের সাহায্যে ইহা নির্ণীত হইয়াছে। বর্

মানের গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর মিথিলার রাজসভায় অবস্থান করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। রূপনারায়ণ শিবসিংহেরই পিতৃব্যপুত্র বলিয়া ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কীর্ত্তনিয়া গোবিন্দদাস তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বিদ্যাপতি, রায়বসন্ত ও রায়চম্পতি প্রভৃতির গীতি কবিতার সঙ্গীত ও আবৃত্তি কালে, নিজের নাম প্রক্ষিপ্ত করিয়া, আপনার গৌরব বর্দ্ধিত করিয়া থাকিবেন। বিদ্যাপতি ও প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত কায়স্থ জাতীয় রাজা বসন্তরায়ের মধ্যে প্রায় ৬০।৭০ বৎসরের এবং ব্রাহ্মণ জাতীয় রায়বসন্তের মধ্যে প্রায় ১৫০ বর্ষের প্রভেদ। কিন্তু গোবিন্দদাসের নাম নানা কবিতার ভণিতায় বিদ্যাপতি ও রায়বসন্তের নামের সহিত সমভাবে সংযুক্ত দেখা যায়। বৈষ্ণবশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয় রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্তরায়কে পদকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, ব্রাহ্মণ জাতীয় দ্বিজ রায়বসন্তের ভণিতাযুক্ত কবিতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে পদকর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। ক্ষীরোদ বাবু স্বরচিত 'গোবিন্দদাস কবিরাজের' জীবনীতে বসন্তরায়কে নরোত্তমের শিষ্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। দ্বিজ রায়বসন্ত ও গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামের পদকর্ত্তাকে তিনি বৈষ্ণবাচার্য্য নরোত্তম সরকারের শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। নরোত্তমের সমসাময়িক গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বিদ্যাপতির সমকালীন হওয়া অসম্ভব।

১৫৩৩ খ্রীঃ পুরীর নিকটস্থ সমুদ্রগর্ভে নীলাচলবাসী চৈতন্যদেবের নিমগ্ন ও তিরোভাব হওয়ার পর, নরোত্তম সরকার ও শ্রীনিবাস আচার্য্য, বৈষ্ণবধর্ম্মের উচ্ছ্বাসে বঙ্গদেশকে পুনরায় প্লাবিত করেন। নরোত্তম গরাণহাটী কীর্ত্তনের স্রষ্টা। পদ্মাতীরস্থ

খেতুরী গ্রামে কৃষ্ণানন্দ দত্তের ঔরসে নরোত্তম দত্ত খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভে (ক্ষীরোদ বাবুর মতে ১৫১৫ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। কায়স্থ জাতীয় নরসিংহ এই সময়ে পক্কপল্লী (পাইক-পাড়া) গ্রামের অধিপতি ছিলেন। খেতুরী গ্রাম এই রাজা নর-সিংহেরই শাসনাধীন ছিল। নরসিংহের সহিত নরোত্তমের জ্ঞাতিত্ব ছিল বলিয়া নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য নিত্যানন্দ দাস স্বরচিত 'প্রেমবিলাসে' লিখিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস ঠাকুর ও আউলিয়া মনোহর দাস (চৈতন্যদাস) এই জাহ্নবী দেবীর শিষ্য ছিলেন। জাহ্নবীর পিতার নাম সূর্য্যদাস। জাহ্নবী দেবী খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

নরোত্তমের স্বগণ নরসিংহ মহাশয।
দূরদেশ পক্কপল্লী, যার রাজ্য হয়॥ (প্রেমবিলাস)

কায়স্থ জাতীয় নরোত্তম অনেক ব্রাহ্মণ সন্তানকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, রাজা নরসিংহের নিকট নরোত্তমের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত হইল। রাজা নরসিংহ আপনার প্রধান অমাত্য আসামবাসী রূপনারায়ণকে লইয়া, অভিযোগের বিচারার্থ খেতুরীর নিকটবর্ত্তী কুমারপুরে উপনীত হইলেন। রাজার সঙ্গে যে সকল হিন্দু অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়াছিলেন, তাঁহারা নরোত্তমের ছদ্মবেশী শিষ্য রাম-চন্দ্র ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর সহিত তর্কবিচারে পরাজিত হইল। বল্লভীকান্ত দাস, গোকুল ও গৌরাঙ্গদাস এবং বলরাম দাস (মিশ্র) নরোত্তমের মন্ত্রশিষ্য। নরোত্তমবিলাসে লিখিত আছে যে এই ঘটনার অল্পকাল পরে রাজা নরসিংহ সস্ত্রীক ও সামাত্য খেতুরীতে আগমন পূর্ব্বক নরোত্তমের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

এই সময়ে মানভূমের ক্ষত্রিয় রাজা নৃসিংহ দেব বিদ্যমান ছিলেন। তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ও বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্ত্তা।

আচার্য্য প্রভুর শিষ্য নৃসিংহ রাজন্।
পরম পণ্ডিত হরি ভক্তি-পরায়ণ॥
পূর্ব্বপুরুষ হইতে মানভূমে স্থিতি।
পদকর্ত্তা বলিয়া, সর্ব্বত্র যার খ্যাতি॥—(সারাবলী)

শ্রীনিবাস আচার্য্যের অন্যতম শিষ্য বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাজা বীর হাম্বীরের সহিত এই বৈষ্ণব রাজা নৃসিংহদেবের অত্যন্ত সখ্যতা ও আত্মীয়তা ছিল। পরম বৈষ্ণব রাজা বীর হাম্বীর ১৫৮৪ খৃঃ (১৫০৬ শকাব্দে) বিষ্ণুপুরে বিবিধ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। তদুপলক্ষে নরোত্তম দাস খেতুরী হইতে ও নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র খড়দহ হইতে, বিষ্ণুপুরে গমন করেন। এই বিষ্ণুপুর হইতে স্থপতি ও ভাস্কর আনীত হইয়া, খেতুরীতে গৌরাঙ্গদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের জন্য মনোহর মন্দির নির্ম্মিত হয়। নরোত্তমের অনুরোধে শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুর হইতে বহুসংখ্যক উপযুক্ত স্থপতি ও ভাস্কর প্রেরণ করেন। *

অনুমান ১৫৮২-৮৩খৃঃ খেতুরীতে গৌরাঙ্গদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, বৈষ্ণবাচার্য্য নরোত্তম দাস এক মহোৎসব মহা

---

* নরোত্তমের মনোবৃত্তি আচার্য্য বুঝিলা।
মল্লভূমি হইতে বহু ভাস্কর পাঠাইলা॥
শ্রীবীর-হাম্বির দেব জানি সব তত্ত্ব।
শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ লাগি হইলেন ব্যস্ত॥—(সারাবলী)।

বৈষ্ণবশাস্ত্রবিৎ হারাধন বাবুর মতে ১৫০৪-৫ শকাব্দে (১৫৮২-৮৩খৃঃ) নরোত্তম দাস কর্ত্তৃক খেতুরীর দেবমন্দিরে চৈতন্যদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমারোহে সম্পন্ন করেন। সেই সময়ে বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে বহুতর প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব নিমন্ত্রিত হইয়া, খেতুরীতে সমবেত হন। খেতুরীর মহামহোৎসবে বৃন্দাবনদাস, ত্রিলোচনদাস, জ্ঞানদাস, মনোহর (চৈতন্য) দাস, শ্রীনিবাস আচার্য্য, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, কর্ণপুর কবিরাজ, বলরাম দাস, বল্লভীকান্ত (বল্লভ) দাস, যদুনন্দন দাস, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী *, গোকুলদাস, গৌরাঙ্গদাস, রায় বসন্ত, বংশীবদন দাস, বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাস, কৃষ্ণদাসের (শ্যামানন্দ পুরীর) শিষ্য রসিক

* ইনি বৈষ্ণবাচার্য্য কায়স্থ জাতীয় নরোত্তম দাসের মন্ত্র-শিষ্য। নরোত্তম কায়স্থকুলে উদ্ভূত হইয়া, সর্ব্বজাতির পূজ্য ব্রাহ্মণদিগকে শিষ্য করিতেন। ইহাতে কতিপয় ব্রাহ্মণ আপনাদিগকে একান্ত অপমানিত বোধ করিয়া, পক্কপল্লীর (পাইক পাড়ার) রাজা নরসিংহের নিকট নরোত্তমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। রাজা নরসিংহ অসংখ্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত সহ নরোত্তমের সহিত বিচারার্থ খেতুরী যাত্রা করেন। খেতুরীর অনতিদূরে কুমারপুরে রাজার পট্টাবাস স্থাপিত হইলে, নরোত্তমের পরম মিত্র রামচন্দ্র কবিরাজ ও তাঁহার শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী বারুই ও কুমারের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তথায় পান ও মৃন্ময় পাত্র বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হন। কথায় কথায় অধ্যাপকবর্গের ছাত্রদিগের সহিত তাঁহাদের উভয়ের বিচার হয়। প্রথমতঃ ছাত্রগণ ও পরে যাবতীয় অধ্যাপকগণ ছদ্মবেশী রামচন্দ্র ও গঙ্গানারায়ণের সহিত বিচারে পরাজিত হন। যে স্থলে বারুই ও কুম্ভকার এত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সে স্থানে বৈষ্ণবাচার্য্য নরোত্তমের সহিত তর্ক বিচারে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া, রাজার সঙ্গী পণ্ডিতবর্গ মৌন অবলম্বন করেন। নরোত্তম এই ঘটনায় অত্যন্ত হৃষ্ট হন।

এথা অধ্যাপকগণে পরাজয় করি।
বারুই কুমার দোঁহে চলয়ে খেতরী॥
রামচন্দ্র কাঙ্গালে ডাকিয়া দিল পান।
গঙ্গানারায়ণ হাঁড়ী করিল প্রদান॥—(নরোত্তম-বিলাস)

মুরারি, এবং নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবী উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গলার বৈষ্ণবসমাজে নরোত্তম দাস-কৃত খেতুরীর মহামহোৎসব অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা। অনেক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি ও পদকর্তার আবির্ভাব সময় এই ঘটনা দ্বারা নির্ণীত হইতেছে। বৈষ্ণবকবিগণ জাতি নির্ব্বিশেষে অতিশয় দীনতা-সূচক 'দাস' উপাধি গ্রহণ করাতে, তাঁহাদের জাতি নির্ণয় অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।

বুধরী গ্রামবাসী কর্ণপুর, রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস কবিরাজ, বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা তিন জনেই বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন। কর্ণপুর কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্যের * বংশাবলী ও শাখা সংস্কৃতে বর্ণনা করেন। তিনি রামচন্দ্র ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দদাসের স্বগ্রামবাসী আত্মীয় ছিলেন।

শ্রীবীর হাম্বির, আর শ্রীরামচন্দ্র।
কবিরাজ কর্ণপুর, আর শ্রীগোবিন্দ॥—(সারাবলী)

---

* শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনরোত্তম, শ্রীনিবাস আর।
হেন অবতার কবে কি হয়েছে, যাঁর প্রেম-পরচার॥
মূঢ়মতি অতি, পতিত পাষণ্ডী প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়া হৃদয় শুধিল, যাচিয়া যাচিয়া ঘরে॥
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি, পুলকে ব্যাপিত অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, প্রেমে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ বঙ্গ॥

'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামক সংস্কৃত নাটকের অনুবাদক প্রেমদাস স্বরচিত পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতায় শ্রীনিবাস ও নরোত্তমকে প্রেমাবতার চৈতন্য দেবের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'চৈতন্যভাগবতে' বৃন্দাবনদাস স্পষ্টাক্ষরে ইহাই লিখিয়াছেন। ভক্ত বৈষ্ণবেরাও এই অবতার বাদ অস্বীকার করেন না। ('নব্যভারত', ১১।২১ পৃঃ)।

শ্রীনিবাস প্রভুর শাখা হয় বহুজন।
কর্ণপুর করিয়াছেন, সে শাখা বর্ণন ॥—(প্রেমবিলাস)
বুধরীতে বাস, কবিরাজ কর্ণপুব।
লিখিয়াছে আচায্য-শাখা গ্রন্থ, অতিশূব ॥—(সারাবলী)
শ্রীবঘুনাথ আচার্য্যাদির বাসাঘবে।
কবিলা নিযুক্ত, কবিবাজ কর্ণপুবে—(নবোত্তম-বিলাস)
এসব প্রসঙ্গ কবিবাজ কর্ণপুব।
নিজ কৃত গ্রন্থে, বলিলেন সুমধুব ॥—(নবোত্তম-বিলাস)

বামচন্দ্র কবিবাজ বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ কবেন। বাটোযার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডেব সন্নিহিত কুমাব নগবে চিবঞ্জীব সেন * নামে একজন বৈষ্ণব বাস কবিতেন। চিবঞ্জীব সেন শ্রীখণ্ডেব বৈদ্য-কুলজ নবহবি সবকাবের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই নবহবি সবকাবই চৈতন্যদেবেব মাহাত্ম্য নানা পদাবলী রচনা দ্বাবা সর্ব্ব প্রথম কীর্ত্তন কবেন। চিবঞ্জীব শ্রীখণ্ডের দামোদব সেনের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ কবিবা, শ্বশুবালযে বাস কবিতে থাকেন। সুনন্দাব গর্ভে চিবঞ্জীবেব যে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ কবেন, তন্মধ্যে রামচন্দ্র বয়োজ্যেষ্ঠ। বামচন্দ্রেব কনিষ্ঠ গোবিন্দদাসেব জীবনী পবে প্রদত্ত হইবে।

---

* এইরূপ আরো আছে দুই অবতাব।
কীর্ত্তিনানন্দ-রূপ হইবে আমার ॥
তাহাতেও তুমি সব, এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন কবিবে, মহাসুখে আমা সঙ্গে ॥—(চৈতন্য-ভাগবত)

চিরঞ্জীব সেন বিখ্যাত পণ্ডিত ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। নানা বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহার নাম ভক্তগণের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে।

পিতার মৃত্যুর পর রামচন্দ্র মাতামহের আলয় পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার পৈতৃক আবাসবাটীতে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বাস করিতে*কুমার নগরে গমন করেন। তিনি বিবাহান্তে শ্বশুরালয় হইতে কুমার নগরে সস্ত্রীক প্রত্যাগত হইতেছিলেন, পথিমধ্যে দৈবাৎ জাজীগ্রামে তিনি আপনার ভাবী গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দর্শন করেন। আচার্য্যের সহিত দর্শনলাভে, রামচন্দ্র কবিরাজের মনে সহসা বৈরাগ্যের উদয় হয়।

একদিন আচার্য্য ঠাকুর জাজী গ্রামে।
সরোবর তটে গেলা, বাড়ীর পশ্চিমে॥
গণ সহ বৈসে তথা তেজে সূর্য্য-প্রায়।
সকরুণ নয়ানে পথের পানে চায়।

শ্রীচৈতন্য প্রভুর পার্ষদ বিজবর।
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত অন্তর॥
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব বিদিত সর্ব্বত্র।
দীনহীনে কৈল যেঁহো ভক্তি-রস-পাত্র॥ (ভক্তি রত্নাকর)
খণ্ডবাসৌ নরহরি—সহর্য্যাস্মহত্তরৌ।
গৌরাঙ্গৈকান্ত-শরণৌ, চিরঞ্জীব-সুলোচনৌ॥
(গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা)
মুকুন্দ দাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব, আর সুলোচন॥—(চৈতন্য চরিতামৃত)
ভাগবতাচার্য্য, চিরঞ্জীব, শ্রীরঘুনন্দন।
মাধবাচার্য্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদুনন্দন॥—(চৈতন্য-চরিতামৃত)
জয় শ্রীহৃদয়ানন্দ আচার্য্য-রতন।
জয় চিরঞ্জীব সেন, শ্রীরঘুনন্দন॥—(ভক্তিরত্নাকর)
রূপকণ্ঠি সখি এবে, চিরঞ্জীব দাস।
চৈতন্যের শাখা, শ্রীখণ্ডে যাঁর বাস॥—(বৈষ্ণবাচার দর্পণ)

দেখে একজন দিব্য দোলার উপর।
সুসজ্জে বিবাহ করি, যায় নিজ ঘর॥
কন্দর্প সমান শোভা, ভূষণে ভূষিত।
অতি সুকোমল তনু, জিনি নবনীত॥
কি অপূর্ব্ব যৌবন দেবতা মনে লয়।
এ দেহ সার্থক, যদি কৃষ্ণেরে ভজয়॥*
ঐছে বিচারিয়া কহে, সঙ্গী লোক প্রতি,
কি নাম, কি জাতি, এ পাত্রের কোথা স্থিতি॥
কেহো প্রণমিয়া কহে, এ মহা পণ্ডিত।
রামচন্দ্র নাম, কবি-নৃপতি বিদিত॥
দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক যশস্বী প্রবর।
বৈদ্যকুলোদ্ভব, বাস কুমার-নগর॥—(ভক্তি রত্নাকর)

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার কিছুকাল পরে রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি গুরুদেবের সমুদয় শিষ্য অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিলেন †। রামচন্দ্রের মন্ত্রগ্রহণের কিছুকাল পরে শুক্লাম্বর ও গদাধর দাস প্রভৃতির গুপ্তকথা শ্রবণে, শ্রীনিবাসের সংসারের প্রতি বিরক্তি জন্মে। তদনন্তর তিনি গৃহত্যাগ করিয়া,

---

* এই যে পুরুষ হেন সৌন্দর্য্য শোভায়।
কৃষ্ণদাস হয় যদি, তবে সুশোভয়॥—(ভক্তমাল)

† সাত দিন রাত্র ধ্যান ভঙ্গ নাহি হৈল।
সবে কহে প্রভু বুঝি লীলা সম্বরিল॥
কাঁদিয়া কহেন ঠাকুরাণী সখা স্থানে।
প্রভুর অন্তর রামচন্দ্র ভাল জানে॥
অতি প্রিয়তম রামচন্দ্র কবিরাজ।
শীঘ্র তাঁহাকে ডাক, নাহি কর ব্যাজ॥ (ভক্তমাল)

অকস্মাৎ বৃন্দাবনে গমন করেন। পৈতৃক গুরু শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকাবের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন সবকাবেব আদেশে, গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যকে গৃহে ফিবাইয়া আনিবার জন্য রামচন্দ্র বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন *। বৃন্দাবন গমনের পূর্ব্বরাত্রে কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দকে কুমাবনগর পবিত্যাগ পূর্ব্বক, পদ্মা নদীর তীববর্ত্তী "তেলিয়াবুধবী" গ্রামে উপনিবিষ্ট হওয়াব জন্য আদেশ করেন। রামচন্দ্রেব আদেশ অনুসাবে, গোবিন্দ অবিলম্বে আবাস-বাটী বুধবীতে তুলিয়া আনেন।

নিজানুজ ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ বিদ্যাবান।
কাব্যেতে চাতুর্য্য চারু, সর্ব্বাংশে প্রধান॥
অতি স্নেহাবেশে তাঁব কহয়ে নিভৃতে।
যাইব শ্রীবৃন্দাবন বজনী প্রভাতে॥
এবে হেথা বাসেব সঙ্গতি ভাল নয়।
সদা মনে আশঙ্কা উপজে অতিশয॥
আছয়ে কিঞ্চিৎ ভৌম বহু দিন হৈতে।
তাহে যে উৎপাত এবে দেখহ সাক্ষাতে॥
শীঘ্র ইহা বাসাদিক পরিত্যাগ কবি।
নির্ব্বিঘ্নে অন্যত্র বাস হয সর্ব্বোপবি॥
তাহে এই গঙ্গা পদ্মাবতী মধ্য স্থান।
পুণ্য ক্ষেত্র তেলিযা বুধবী নামে গ্রাম॥

---

* ঐছে শ্রীনিবাসাচায্য বৈসে বৃন্দাবনে।
গৌড়েতে ব্যাকুল সবে আচার্য্য বিহনে॥
একদিন শ্রীখণ্ডেতে শ্রীরঘুনন্দন।
রামচন্দ্রে কহে অতি মধুর বচন॥
হইল সকল শূন্য, কহিতে কি আর।
বৃন্দাবন যাও শীঘ্র, একার্য্য তোমার॥—(ভক্তিরত্নাকর)

অতি গণ্ড গ্রাম, শিষ্ট লোকের বসতি।
যদি মনে হয় তব উপযুক্ত স্থিতি ॥
শ্রীমাতামহের পূর্ব্বে ছিল গতায়াত।
সকলে জানেন, তেঁহো সর্ব্বত্র বিখ্যাত ॥
তথা বাস হৈলে, অনেকের সুখ হয়।
গোবিন্দ কহয়ে, এই কর্ত্তব্য নিশ্চয় ॥ (ভক্তিরত্নাকর)

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি গোবিন্দের আন্তরিক আকর্ষণ কুমার নগরের শাক্তদিগের অপ্রীতিকর হইবে, বৈষ্ণববিদ্বেষী শাক্তেরা তাঁহার প্রতি ভবিষ্যতে নানা উৎপাত ও অত্যাচার করিবে—সম্ভবতঃ ইহা ভাবিয়াই রামচন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বুধরীতে বাসস্থান নির্ম্মাণের পরামর্শ দেন। রামচন্দ্রের বৃন্দাবন যাত্রার পূর্ব্বেই গোবিন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখে শ্রীনিবাস আচার্য্য হইতে বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন *। ইতিমধ্যে

* ভগবতীর প্রত্যাদেশে গোবিন্দ বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণে অভিলাষী হন বলিয়া, 'ভক্তিরত্নাকরে' ঘনশ্যাম (নরহরি) দাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভগবতী পাদপদ্ম কৈ'ল আরাধন।
নহিবে কি এ ভববন্ধনাদি বিমোচন ॥
হেন কালে অলক্ষ্যে কহয়ে ভগবতী।
কৃষ্ণ না ভজিলে, কারু না ঘুচে দুর্গতি ॥
শুনি এই বাক্য মনে বহু খেদ কৈল।
ভজিব শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম দঢ়াইল ॥ (ভক্তি-রত্নাকর)

গোবিন্দ গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া, আপনার পুত্র দিব্যসিংহের দ্বারা জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা রামচন্দ্রকে বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পাঠান। শ্রীনিবাস আচার্য্য হইতে মন্ত্র গ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। রামচন্দ্রের অনুরোধে শ্রীনিবাস জাজী গ্রাম হইতে বুধরীতে আসিয়া গোবিন্দকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

অকস্মাৎ শ্রীনিবাস গৃহত্যাগী হইলে, গোবিন্দের মন্ত্র গ্রহণে বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

পত্র পাঠ করি সাধু উল্লাস হইলা।
আচার্য্য প্রভুর পদ ধরিয়া পড়িলা॥
প্রভু তুমি মোদের কুলের দেবতা।
তোমা বিনা কেহ নাহি মো সবারত্রাতা॥
মোর জ্যেষ্ঠ ভাই তব শরণ লইল।
কাতর হইয়া মোরে পত্র পাঠাইল॥—(ভক্তমাল)

শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুসন্ধানে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য রামচন্দ্র বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ রামচন্দ্রকে 'কবিরাজ' উপাধি দানে সম্মানিত করেন।

শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রেমরাশি।
জীব গোস্বামী আদি বৃন্দাবনবাসী॥
সবে তাঁর কৃত কাব্য শুনি তাঁর মুখে।
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলা মহা সুখে॥
রামচন্দ্র কবিরাজ সর্ব্বগুণময়।
যাঁর অভিন্নাত্মা নরোত্তম মহাশয়॥ *—(ভক্তি রত্নাকর)

---

* শ্রীক্ষেত্র ধামে চৈতন্য দেব স্বপ্নাবেশে নরোত্তমকে তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃৎ ও সহায় রামচন্দ্র কবিরাজের বিষয় জ্ঞাপন করেন।

রামচন্দ্র চিরঞ্জীব সেনের তনয়।
তা সহ তোমার হৈবে অদ্ভুত প্রণয়॥—(নরোত্তম-বিলাস)

গোবিন্দের মন্ত্র গ্রহণের সময়ে, নরোত্তম শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, রামচন্দ্রের বাটীতে উপনীত হন। বুধরীতে স্বগৃহে অপরিচিত নরোত্তমকে দেখিয়া, রামচন্দ্র তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হন। তদবধি আমরণ উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ অব্যাহত থাকে।

রামচন্দ্র গুরু শ্রীনিবাসের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করেন। বিষ্ণুপুর হইয়া তাঁহারা উভয়ে আচার্য্যের আবাসবাটীতে জাজী গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হন। নরহরি সরকারের মৃত্যু দিন উপলক্ষে শ্রীখণ্ডে মহোৎসব সম্পাদন করিয়া, শ্রীনিবাস আচার্য্য রামচন্দ্রের গৃহে বুধরীতে উপস্থিত হন। নরোত্তম খেতুরী হইতে বুধরীতে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সময়ে গোবিন্দ দাস কবিরাজ * ও বংশী দাস, শ্রীনিবাসের দ্বারা বৈষ্ণব

* রামচন্দ্র নরোত্তমে কবি নিরীক্ষণ।
হইল অধৈর্য্য পূর্ব্ব হইতে স্মরণ॥
নহিল বিশেষ ব্যক্ত, হইল কিঞ্চিৎ।
কেহ কেহ জানিয়া না কৈল বিদিত॥—(নরোত্তম বিলাস)
তনু, মন, প্রাণ, নাম, একই দোঁহার।
কবিরাজ নরোত্তম, নাম এ প্রচার॥
নরোত্তম কবিরাজ, কহে সর্ব্বজন।
কথা দ্বয় মাত্র, যৈছে নর-নারায়ণ॥—(ঐ)
জয় রে জয় রে, জয় ঠাকুর নরোত্তম, প্রেম ভকতি মহারাজ।
যা কর মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর রামচন্দ্র কবিরাজ॥—(গোবিন্দ-দাস)

আপনার শিষ্য গোবিন্দদাসের কবিত্ব শক্তির পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া, শ্রীনিবাস আচার্য্য গোবিন্দকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মহাশয়ে বিদায় করিয়া শ্রীআচার্য্য
রহেন বুধরী গ্রামে হইয়া অধৈর্য্য॥
রামচন্দ্রানুজ শ্রীগোবিন্দ ভক্তিরাশি।
আচার্য্যের সেবা রসে মগ্ন দিবা নিশি॥
দেখি গোবিন্দের চেষ্টা আচার্য্য ঠাকুর।
কৈল অনুগ্রহ, সীমা বচনের দূর॥

ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তখন গোবিন্দ দাসের বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর। গোবিন্দ ১৫৩৭খৃঃ (১৪৫৯ শকাব্দে) শ্রীখণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব ১৫৭৭ খৃঃ গোবিন্দ শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-লীলা বর্ণিতে গোবিন্দে।
আজ্ঞা করিলেন, মহা মনের আনন্দে॥
প্রভুর আজ্ঞায় বর্ণে গদ্য পদ্য গীত।
সে সব শুনিতে কার না দ্রবয়ে চিত॥
গোবিন্দের কাব্য, শ্রীআচার্য্য হর্ষ হৈলা।
গোবিন্দে প্রশংসি, কবিরাজ খ্যাতি দিলা॥
শ্রীদাসাদি প্রিয়গণে গায়াইল গীত।
গীতামৃতে বৃষ্টি হইল সর্ব্ব মনোহিত॥ —(নরোত্তমবিলাস)

খেতুরীর মহামহোৎসবের পর নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে গোবিন্দ ও জ্ঞান দাস বৃন্দাবনে গমন করেন। পরমেশ্বরী দাসের দ্বারা গোবিন্দ বৃন্দাবনবাসী জীব গোস্বামী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের নিকট পরিচিত হন। তাঁহারা গোবিন্দের কবিত্বের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার 'কবিরাজ' উপাধির স্বার্থকতা স্বীকার করেন।

গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিদ্যা, কবি সবে প্রশংসয়॥
শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যাঁর 'গীতামৃত' পানে॥
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন তথায়।
কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে, ব্রজের গোসাঞ॥—(ভক্তিরত্নাকর)
শ্রীপরমেশ্বরী আচার্য্যের শিষ্যগণে।
গোস্বামী সকলে মিলায়েন হর্ষমনে॥

রামচন্দ্র ও গোবিন্দের আলয়ে বুধরী গ্রামে, নরোত্তম দাস প্রিয় মিত্র শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত কিছুকাল বাস করেন। খেতুরীর মহামহোৎসবের পরামর্শ এখানেই স্থিরীকৃত হয়। বুধরী হইতে খেতুরী যাওয়ার কালে, নরোত্তম উৎসবের আয়োজনাদি কার্য্য সম্পাদনের জন্য আচার্য্য শিষ্য রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া যান। রামচন্দ্র তদবধি খেতুরীতে এক কুটীরে চির-কৌমার্য্য ব্রত পালন করেন।

একদিন আচার্য্যাদি অধৈর্য্য হৃদয়ে।
না জানি কি নির্জ্জনে কহিলা মহাশয়ে॥
প্রিয় রামচন্দ্রে নরোত্তমে সমর্পিলা।
নরোত্তম যেন সুখসমুদ্রে ভাসিলা॥
সে বুঝিতে পারে এ আচার্য্যের রীতি।

অতি স্নেহে কহে, "নাম গোবিন্দ ইহান।
ভক্তিরস পাত্র, সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রাণ॥
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেনের নন্দন।
প্রিয় রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হন॥"
শুনি শ্রীগোপাল ভট্ট অতি হর্ষ হৈয়া।
কৈলা আলিঙ্গন, অতি স্নেহ প্রকাশিয়া॥
গোবিন্দের কাব্যামৃত করিতে শ্রবণ।
শ্রীপরমেশ্বরী দাস কৈল নিবেদন॥
শুনি গোবিন্দের কাব্য, অতি মনোহর।
হইল সবার অতি উল্লাস অন্তর॥
সবে কহে কবিরাজ খ্যাতিযুক্ত হয়।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বলি প্রশংসয়॥—(নরোত্তম বিলাস)

সমর্পিয়া রামচন্দ্রে হৈলা হর্ষমতি ॥
মহাশয়ে বিদায় করিয়া শ্রীআচার্য্য।
রহেন বুধরী গ্রামে হইয়া অধৈর্য্য ॥
রামচন্দ্রানুজ শ্রীগোবিন্দ ভক্তিরাশি।
আচার্য্যের সেবা রসে মগ্ন দিবা নিশি ॥

রামচন্দ্র বিবাহিত হইয়াও সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন নাই। তিনি থেতুরীতে নরোত্তমের সহবাসে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি স্ত্রীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, সুহৃৎ-সহবাসে সমস্ত জীবন বৈষ্ণব শাস্ত্র ও ধর্ম্মের আলোচনায় থেতুরীতে অতিবাহিত করেন। নরোত্তম ও রামচন্দ্রের মধ্যে এতদূর সৌহার্দ্দ ও মিত্রতা জন্মিয়াছিল যে তাঁহাদের কেহ কাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না।

জীব গোস্বামীর মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার পূর্ব্বে, শ্রীনিবাস আচার্য্য রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া জীব গোস্বামীকে দেখিবার জন্য তৃতীয়বার বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবনে গুরুশিষ্য উভয়েরই মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় নরোত্তম অত্যন্ত শোকাকুল হন *। ইহার

---

* "শ্রীঠাকুর মহাশয় স্থির হৈতে নারে।
নির্জ্জন বনেতে গিয়া কাঁদে উচ্চৈস্বরে ॥
ও রামচন্দ্র গেলা কোথা মোরে ছাড়ি।
এত কহি কণ্ঠরুদ্ধ রহে ভূমে পড়ি ॥"

"আচার্য্য শ্রীনিবাস, আছিনু যাহার দাস,
কথা শুনি যুড়াইত প্রাণ।
তেঁই মোরে ছাড়ি গেলা, রামচন্দ্র না আইলা,
দুঃখে জিউ করে আনচান ॥

অল্পকাল পরেই নরোত্তম দিব্যধামে গমন পূর্ব্বক বন্ধু রামচন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হন।

রামচন্দ্রের শিষ্যগণের মধ্যে হরিরাম আচার্য্য খ্যাতি লাভ করেন। নরোত্তমের প্রসিদ্ধ শিষ্যগণের নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ভক্তবর শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় নরহরি দাসের "নরোত্তম বিলাস" অবলম্বনে, 'নরোত্তমচরিত' লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "অমিয় নিমাই চরিত" নামে চৈতন্যদেবের জীবন বৃত্তান্ত তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

বৃন্দাবন হইতে জাহ্নবী দেবী খেতুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। পরে বুধরীতে গোবিন্দের গৃহে কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়া, জাহ্নবী

বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল,
হিয়া মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা।
গুণে রামচন্দ্র ছিলা, সেই সঙ্গ ছাড়ি গেলা,
শুনিতে না পাই মুখের কথা॥
পুনঃ কি এমন হব, রামচন্দ্র সঙ্গ পাব,
এই জন্ম মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক, রামচন্দ্র বলি ডাক,
তবে যদি যাও, সেই ভাল॥"

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে নরোত্তম আপনাকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের দাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। নরোত্তমকে শ্রীনিবাসের শিষ্য বলিয়া অনুমিত হয়। উভয়ে একযোগে বৃন্দাবনে গিয়া জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৫৮২ খৃঃ শ্রীনিবাস ও নরোত্তম স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত 'চৈতন্য চরিতামৃত' বঙ্গদেশে প্রচারার্থ শ্রীনিবাস সঙ্গে আনয়ন করেন।

একচক্রায় * শ্বশুরালয়ে গমন করেন। নরোত্তম, রামচন্দ্র, গোবিন্দ ও জ্ঞানদাস তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। তাঁহারা একচক্রা হইতে কাঁটোয়া (কণ্টক নগরে) উপস্থিত হইলে, শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহাদিগকে জাজী গ্রামে আপন গৃহে লইয়া যান। গোবিন্দ বুধরীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র ও নরোত্তম নবদ্বীপ ও শ্রীখণ্ড হইযা, জাজী গ্রামে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর গুরুদেবের চরণ দর্শন মানসে জাজী গ্রামে উপনীত হন। জাহ্নবী দেবী গোপীনাথের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাধিকা মূর্ত্তি নৌকা-যোগে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। তদুপলক্ষে কাঁটোয়াতে মহা ধুমধাম ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। জাজী গ্রাম হইতে বীর হাম্বীরকে স্বদেশ গমনের অনুমতি দিয়া, শ্রীনিবাস আচার্য্য নরোত্তম ও রামচন্দ্রের সহিত বুধরীতে আগমন করেন। বুধরী হইতে তাঁহারা খেতুরী গমন করেন। জাজী গ্রাম, শ্রীখণ্ড, বুধরী ও খেতুরী বৈষ্ণব ধর্ম্মের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে এই সময়ে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।

---

* একচাকা গ্রাম বীরভূমে অবস্থিত। এই গ্রামে চৈতন্য দেবের প্রিয়তম সহচর নিত্যানন্দ খৃষ্টীয পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত ও মাতার নাম পদ্মাবতী।

ঈশ্বর আজ্ঞায আগে শ্রীঅনন্ত ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈল নিত্যানন্দ রাম।।
মাঘ মাস, শুক্ল পক্ষ, ত্রয়োদশী দিনে।
পদ্মাবতী গর্ভে, একচাকা নাম গ্রামে॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম, শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা তারে করি পিতা ব্যাজ॥ (চৈতন্য ভাগবত)

চৈতন্য দেবের অনুমতি ক্রমে নিত্যানন্দ দার পরিগ্রহ করেন। কালনা নিবাসী সূর্য্যদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠা কন্যা বসুধা দেবীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। প্রবাদ আছে যে প্রভু নিত্যানন্দ সর্পদষ্টা বসুধা দেবীকে পুনর্জীবিত করেন। নিত্যানন্দের এই অলৌকিক কার্য্যে সূর্য্যদাস তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হইয়া, বসুধা ও জাহ্নবী নামে স্বীয় দুহিতা দ্বয়কে নিত্যানন্দের হস্তে সম্প্রদান করেন। বিবাহের পর নিত্যানন্দ খড়দহে বাস করিতে থাকেন। খড়দহের গোস্বামীরা নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের ও বলাগড়ীর গোস্বামীরা তাঁহার দুহিতা গঙ্গাদেবীর বংশধর।

নিত্যানন্দের শিষ্য বৃন্দাবন দাস (১৫০৭—৮৯খৃঃ)'চৈতন্য ভাগবতে' চৈতন্য দেবের জীবনী বর্ণনা করেন। তিনি বহুতর পদও রচনা করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবীর

নিত্যানন্দের অপত্য, গঙ্গা আর বীরু।
মাধব গঙ্গার পতি, সর্ব্বশাস্ত্র গুরু ॥ (কুলচন্দ্রিকা)

নিত্যানন্দ অবধূত সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসোচিত বেশ ভূষা করিতেন না। তিনি কৌপীনের পরিবর্ত্তে পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেন, মাল্যচন্দনে দেহ সুশোভিত করিতেন ও তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেন। এই জন্য অনেকে তাঁহার চরিত্রে সন্দিহান হন এবং তাঁহাকে ভ্রষ্টাচারী বলিয়া উপেক্ষা করিতেন। ১৫১৬ খ্রীঃ তিনি চৈতন্যদেবের আদেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ শ্রীক্ষেত্র হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। পাণিহাটী, নবদ্বীপ প্রভৃতি নানা গ্রামে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার পূর্ব্বক তিনি কিছুকাল সপ্তগ্রামে অবস্থিতি করেন। তিনি জাতিভেদ ভঙ্গ করিয়া, বৈষ্ণব সমাজে 'ভেক' গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। ভিক্ষাই ভেকধারী বৈষ্ণবদিগের ব্যবসায়। তাহারা মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক ডোর কৌপীন, বহির্ব্বাস, তিলক ও ত্রিকণ্ঠী ধারণ করিয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে।

গর্ভে ব্রাহ্মণ কুলে এই বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। বৃন্দাবনে নিত্যানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। গুরু নিত্যানন্দের আদেশে, তিনি 'চৈতন্ত ভাগবত' ও তাহার পরিশিষ্টরূপে 'নিত্যানন্দ-বংশমালা' রচনা করেন। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত মন্তেশ্বর থানার অধীন দেহুড় গ্রামে বৃন্দাবনেব প্রতিষ্ঠিত দেব মন্দির শ্রীপাট নামে প্রসিদ্ধ। ১৫৩৫ খৃঃ বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্ত ভাগবত' রচনা করেন। ১৫৩৭ খৃঃ ত্রিলোচন দাস 'চৈতন্য মঙ্গল' প্রকাশ করেন।

শ্রীগৌবাঙ্গ দাস, বৃন্দাবন বিজবব।
শ্রীসুলোচন, জ্ঞানদাস, মনোহব॥ (নবোত্তম-বিলাস)

পূর্ব্বে যে কবিবাজ কর্ণপূবেব কথা লিখিত হইযাছে, তিনি 'চৈতনচন্দ্রোদয়' নাটক প্রণেতা কবিকর্ণপূব হইতে পৃথক ব্যক্তি। চৈতন্যদেবেব তিবোধানেব ছয় বৎসব পূর্ব্বে ১৫২৭ খৃঃ (১৪৪৯ শক) হুগলী জিলাব অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া (কাঞ্চনপল্লী) গ্রামে বৈদ্য বংশে পবমানন্দ সেন জন্মগ্রহণ কবেন। তাঁহাব পিতার নাম শিবানন্দ সেন। বাবু রামদাস সেনের মতে (ঐতিহাসিক রহস্য ১।১৪৮) তিনি ১৫২৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাদ আছে যে সাত বৎসব বয়সে, চৈতন্যদেবেব অনুগ্রহে তিনি সংস্কৃত কবিতা রচনা আরম্ভ কবেন। ১৪৯৪ শকাব্দে (১৫৭২ খৃঃ) তিনি 'চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক' এবং ১৫৭৬ খৃঃ (১৪৯৮ শকে) 'গৌবগণোদ্দেশ-দীপিকা' রচনা করেন।* ইহা

* গুণ চূড়া সখী হন কবি কর্ণপুর।
কাঁচড়াপাড়ায় বাস, চৈতন্যশাখা শূর॥—(বৈষ্ণবাচার্য্য দর্পণ)।

ভিন্ন তিনি 'অলঙ্কার কৌস্তুভ', 'আনন্দ বৃন্দাবন' (চম্পূ), 'বৈষ্ণবাভিধান', 'চৈতন্য-চরিত' (কাব্য), 'চৈতন্যশতক' ও 'স্তবাবলী' রচনা করেন। তাঁহার রচিত প্রতি গ্রন্থেই রচনার কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। সকল গ্রন্থই তিনি সংস্কৃতে রচনা করেন। অনুমান ১৫৭৭খৃঃ পঞ্চাশের উর্দ্ধ বয়সে তিনি বৃন্দাবনে প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহারই সময়ে ত্রিবেণী নিবাসী পরাশরের পুত্র বৈষ্ণব কবি মাধবাচার্য্য ১৫৭৯ খৃঃ 'ভাগবতসার' ও 'দুর্গামাহাত্ম্য' রচনা করেন। কলিকাতার পূর্ব্বস্থ অপর বৈষ্ণব কবি কায়স্থজাতীয় কৃষ্ণরামদাস কবিকর্ণপূরের মৃত্যুর এক শতাব্দী পরে নিমিতায় বসিয়া

চৈতন্য দেবের অনুগ্রহে সাত বৎসর বয়সে তাঁহার মুখ হইতে হরির স্তবগর্ভ এক সংস্কৃত শ্লোক নির্গত হয়।

শ্রবণোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো অঞ্জন মুরসো মহেন্দ্র-মণি দাম।
বৃন্দাবন-রমণীনাং মণ্ডনমখিলং, হরি র্জয়তি॥
সাত বৎসরের শিশু, নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে, লোকে চমৎকার হন॥—(চৈতন্য চরিতামৃত)
বৃদ্ধ পদাঙ্গুষ্ঠ প্রভু তার মুখে দিলা।
পুরীদাসা নাম বলি, শক্তি সঞ্চারিলা॥—(বৈষ্ণবাচার-দর্পণ)
শাকে চতুর্দ্দশ শতে-রবি বাজি যুক্তে,
গৌরহরি ধরণি-মণ্ডলে আবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুনবতি-ভাজি, তদীয লীলা
গ্রন্থোঽয়মাবি-রভবৎ কথমস্য বক্ত্রাদ্॥—(চৈতন্য চন্দ্রোদয়)

'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটকের অনুকরণে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের আরম্ভেই, ১৪০৭ শকাব্দে চৈতন্যদেবের জন্মকালের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

১৬৯৮খৃঃ 'কালিকামঙ্গল' রচনা করেন।* চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের অনেক শ্লোক চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই কৃষ্ণদাস কবিরাজ নাভাদাস রচিত হিন্দী "ভক্তমাল" বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত করেন।

১৪৯৬ খ্রীঃ (১৪১৮ শকে) নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী ঝামটপুর গ্রামে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার

শাকে মুনি-র্ব্বোম যুগেন্দু গণ্যে,
পুণ্যে তথা ফাল্গুনি পৌর্ণমাস্যাং।
ত্রৈলোক্য-ভাগ্যোদয়ে পুণ্যকীর্ত্তিঃ
প্রভুঃ শচীনন্দন আবিরাসীৎ॥

* বেলঘরিয়া ষ্টেসনের আধ ক্রোশ পূর্ব্বে নিমিতা গ্রামে কৃষ্ণরাম দাস মৌলিক কায়স্থ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভগবতী দাস। তিনি ১৬৮৬ খৃঃ (১৬০৮ শকাব্দে) 'আঠারভাটীর 'দক্ষিণের রায়ের' দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া, "রায়মঙ্গল" কাব্য রচনা করেন। তখন তাঁহার বয়স বিশ বৎসর হইয়া থাকিলে, ১৬৬৬ খৃঃ নিমিতা গ্রামে কৃষ্ণরামের জন্ম হয়।

কৃষ্ণরাম বিরচিল, রায়ের মঙ্গল।
বসু-শূন্য-ঋতুচয় শকের বৎসর॥—(রায়মঙ্গল)

পরে কৃষ্ণরাম 'কালিকা মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যই বাঙ্গলা ভাষার প্রথম 'বিদ্যাসুন্দর'। 'কালিকামঙ্গলে' চৈতন্যদেবের বন্দনা দৃষ্টে কবিকে বৈষ্ণব বলিয়া বোধ হয়। কালিকামঙ্গল কাব্যে কলিকাতার উল্লেখ দৃষ্টে, মাননীয় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ('সাহিত্য' ৪।১১৬) ১৬৯৮ খৃঃ এই কাব্য রচিত হয় বলিয়া অনুমান করেন। বাঙ্গলা ১১৫৯ সালের (১৭৫২ খৃঃ) ২৭শে শ্রাবণ শুক্রবার চড়ক ডাঙ্গায় পশ্চিমস্থ 'কলিকাতা সুতানুটীতে' বসিয়া কায়স্থ জাতীয় আত্মারাম ঘোষ অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে ইহা নকল করেন। ব্রজবল্লভ

পিতা ভগীরথ, তাঁহাকে ছয়বৎসরের শিশু রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ভগীরথ চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। পিতৃবিয়োগের অল্পকাল পরেই কৃষ্ণদাসের মাতা সুনন্দার মৃত্যু হয়। কৃষ্ণদাস ও তাঁহার কনিষ্ঠ শ্যামদাস, তাঁহাদের পতিপুত্রহীনা পিতৃষ্বসার যত্নে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। উভয় ভ্রাতা পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইয়া, গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে কবিরাজ সংস্কৃত ব্যাকরণাদি অধ্যয়নের জন্য চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হন। তিনি অতি বিনয়ী ছিলেন বলিয়া, অধ্যাপক তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাঁহার ১৩ বৎসর বয়সে চৈতন্যদেব সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া, পাঁচবর্ষ পরে নীলাচলে অবস্থিতি করিতে থাকেন। কবিরাজের যখন বয়ঃক্রম ২৬ বৎসর, তখন তাঁহার প্রতিপালিকা পিতৃষ্বসার মৃত্যু হয়। সাংসারিক যাবতীয় কার্য্যের ভার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিয়া, বৈষ্ণবচূড়ামণি কৃষ্ণদাস হরিভজন ও শাস্ত্রানুশীলনে কাল যাপন করিতে থাকেন। তিনি

বাবুর নিকট হইতে তিনি তজ্জন্য দুই টাকা ও এক জোড়া কাপড় পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে ভারতচন্দ্র রায়ের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রচনা শেষ হয় নাই। ১৪৯৫ খৃঃ বিপ্রদাস কবি কলিকাতার প্রথম উল্লেখ করেন।

পূর্ব্ববঙ্গের কবি প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী স্বরচিত 'কালিকামঙ্গলে' (বিদ্যাসুন্দরে) তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা কবিদিগের নামোল্লেখ করেন।

"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ।
বিরচিলা কৃষ্ণরাম নিমিতা যাঁর বাস ॥

পঞ্চাশতের ঊর্দ্ধ বয়সে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বনের সংকল্প করিয়া, চিরজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের * আদেশে তিনি ঝামটপুব পবিত্যাগ পূর্ব্বক মাঘ মাসে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তথাব তিনি সনাতন, রূপ, † জীব, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট ও কবিকর্ণপুব এই ছয় চৈতন্য-সহচর প্রধান গোস্বামীর নিকট ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন কবেন। তিনি 'গোবিন্দলীলা-

---

তাঁহার বচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রাম প্রসাদেব কৃত আব দেখা নাই॥
পরেতে ভাবতচন্দ্র অন্নদা মঙ্গলে।
রচিলেন উপন্যাস প্রসঙ্গেব ছলে॥"

* এক দিন সেই ঝামটপুব নামে গ্রাম।
দর্শন দিলেন নিত্যানন্দ গুণধাম॥
নিজ সহচর সঙ্গে, বেশ মনোহর।
রূপ দেখি কৃষ্ণদাসের আনন্দ অন্তর॥
প্রণাম কবিলা, বহু করিলা স্তবন।
আজ্ঞা হৈল সর্ব্বসিদ্ধি যাহ বৃন্দাবন॥ (প্রেম বিলাস)

† চৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দের ভৃত্যের নাম 'মীনকেতন রামদাস' লিখিত হইয়াছে। রামদাস ঝামটপুরেরই অধিবাসী ছিলেন। কৃষ্ণদাসের ভ্রাতা শ্যামদাসের সহিত এই ভৃত্য রামদাসের বাক্‌বিতণ্ডা হয়। শ্যামদাস নিত্যানন্দের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিলে, ক্রুদ্ধ রামদাস তাহাকে নির্ব্বংশ হওয়ার জন্য অভি-সম্পাত করেন। এই ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, কৃষ্ণদাস গৃহত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষুকের বেশে বৃন্দাবনে যাত্রা করেন জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি বৃন্দাবনেই অতিবাহিত করেন।

* মালদহের অন্তর্গত গৌড়ের নিকটবর্ত্তী রামকেলি গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে সম্ভবতঃ সনাতন ও রূপ গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়েশ্বর হুসেন সাহার বৃদ্ধ মন্ত্রী ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়-প্রণেতা মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁন) দ্বারা নবাব সরকারে নিযুক্ত হন। সনাতন (১৪৮৮—১৫৫৮ খৃঃ) এবং রূপ (১৪৮৯—১৫৬৩) যথাক্রমে ৭০ ও ৭৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।

সনাতন ও রূপ গোস্বামী ভরদ্বাজ গোত্রজ যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। কর্ণাট দেশ হইতে পদ্মনাভ আগমন করিয়া, গঙ্গাতীরস্থ নৈহাটী (নবহট্ট) গ্রামে বাস করেন। পদ্মনাভের পিতার নাম হরিহর ও পিতামহের নাম অনিরুদ্ধ। তাঁহার পাঁচ পুত্র ও অষ্টাদশ তনয়া জন্মে। মুকুন্দ নামে পদ্মনাভের কনিষ্ঠ পুত্র পরিচিত হয়। মুকুন্দের পুত্র কুমার দেব জ্ঞাতিবর্গের সহিত বিরোধ সংঘটিত হওয়ার পর, পৈতৃক আবাসভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যশোহর জিলার অন্তর্গত ফতেহাবাদে বাসস্থান মনোনীত করেন। গৌড়ের সন্নিহিত মাধাইপুরের হরিনারায়ণ বিশারদের কন্যা রেবতীকে বিবাহ করিয়া, কুমার দেব শ্বশুরালয়ে বাস করিতে থাকেন। বর্ত্তমান মালদহ জিলার অন্তর্গত ইংরাজ বাজারের অপর পারে মহানন্দা নদীর তীরে শাপুর নামে যে গ্রাম আছে, তাহার এক ক্রোশ পূর্ব্বে এই মাধাইপুর গ্রাম অবস্থিত। রেবতীর গর্ভে কুমার দেবের যে সকল পুত্র কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে সনাতন, রূপ ও বল্লভ বৈষ্ণব সমাজে অতি প্রসিদ্ধ। বাল্যকালে তাঁহারা অমর, সন্তোষ ও অনুপম নামে অভিহিত ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নামান্তর গ্রহণ করেন। বল্লভের পুত্র জীব গোস্বামী নামে পরিচিত।

"শ্রীজীবগোস্বামীর সপ্ত পুরুষ প্রচার।
প্রথম হইতে নাম কহি তা সবার॥
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু নাম বিপ্ররাজ।
মহাপূজ্য যজুর্ব্বেদী, গোত্র ভরদ্বাজ॥
সর্ব্ববেদে অধ্যাপক মহা পরাক্রম।
কর্ণাট দেশের রাজা নাহি যার সম॥" (ভক্তিরত্নাকর)

"শ্রীমুকুন্দ দেবের নন্দন শ্রীকুমার।
বিপ্রকুল-প্রদীপ পরম শুদ্ধাচার॥
কুমার দেবের হৈল অনেক সন্তান।
তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ॥
সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ ভক্ত ভূপ।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সনাতন, অনুজ শ্রীরূপ॥
সবার অনুজ শ্রীবল্লভ প্রেমময়।
শ্রীজীব গোস্বামী হয় তাহার তনয়॥" (ভক্তিরত্নাকর)

"জ্ঞাতিবর্গ হইতে উদ্বেগ হইল মনে।
ছাড়িলেন নবহট্ট গ্রাম সেই ক্ষণে॥
নিজগণ সহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা।
বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা॥
যশোরে ফতেয়াবাদ নামে গ্রাম হয়।
গতায়াত হেতু তথা কবিলা আলয়॥" (ভক্তিরত্নাকর)

১৪৮৮ খৃঃ (১৪১০ শকে) সনাতন ও ১৪৮৯ খৃঃ (১৪১১ শকে) রূপ গোস্বামী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা উভয়ে নৈহাটীর সর্ব্বানন্দ সিদ্ধান্ত বাচস্পতির চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত এবং সপ্তগ্রামের ভূম্যধিকারী সৈয়দ ফকরুদ্দিনের নিকট আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন। "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" প্রণেতা মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ) এই সময়ে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহার (১৪৯৪—১৫২০ খৃঃ) মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গুণগ্রাহী মন্ত্রী মালাধর বসুর দ্বারা নবাবের সরকারে গৌড় নগরে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, সনাতন 'সাকর মল্লিক' ও রূপ 'দবিরখাস' উপাধি প্রাপ্ত হন। গৌড়নগরের সন্নিহিত রামকেলি গ্রামে তাঁহারা বাস করিতে থাকেন। ১৫০৯ খৃঃ চব্বিশ বৎসর বয়সে চৈতন্য দেব সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গমন করেন। তিনি মথুরা ও বৃন্দাবন গমন কালে পথিমধ্যে রামকেলি গ্রামে উপনীত হন। প্রেমাবতার চৈতন্য দেবের সহিত সাক্ষাতের পর, তাঁহাদের উভয়ের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ১৫১৪ খৃঃ রূপ ও ১৫১৫ খৃঃ সনাতন চৈতন্য-

দেবের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, বৃন্দাবনে আপনাদের আবাসস্থল মনোনীত করেন। ধর্ম্মের জন্য বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়া প্রেমভক্তির প্রচারে যাঁহারা জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত করেন, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আমাদের ভক্তিভাজন। সনাতন ও রূপ দীনতা ও বৈরাগ্যের অবতার।

রামানন্দ, দ্বারা, কন্দর্পের দর্প নাশে।
দামোদর দ্বারা, নিরপেক্ষ পরকাশে॥
হরিদাস দ্বারা, সহিষ্ণুতা জানাইলা।
সনাতন রূপ দ্বারা, দৈন্য প্রকাশিলা॥
জিতেন্দ্রিয়, নিরপেক্ষ, সহিষ্ণুতা, দৈন্য।
এ চারি অবধি, ব্যক্ত কৈলা শ্রীচৈতন্য॥ (ভক্তিরত্নাকর)

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শিরোভূষণ সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী প্রেম-ভক্তি বিষয়ে বহুতর গ্রন্থ সংস্কৃতে রচনা করেন। 'বৃহদ্ভাগবতামৃত', 'লীলা-স্তব', 'গীতাবলী', 'দিগ্‌দর্শনী' নাম্নী টীকা সহ 'হরিভক্তি বিলাস,' বৈষ্ণব-তোষিণী' নামে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের দশম স্কন্ধের টীকা—সনাতন গোস্বামী রচনা করেন। 'ভক্তিরসামৃত', 'মথুরামাহাত্ম্য', 'বৃন্দাদেব্যষ্টক,' 'শ্রীরূপ চিন্তামণি,' 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি,' 'পদ্যাবলী,' 'হংসদূত,' 'উদ্ধব সন্দেশ,' 'উজ্জ্বলনীলমণি,' 'স্তবমালা,' 'প্রেমেন্দুসাগর,' 'ছন্দোঽষ্টাদশক,' 'উৎকলিকাবলী,' 'গোবিন্দ বিরু-দাবলী,' 'লঘুভাগবত-তোষিণী,' 'নাটক চন্দ্রিকা,' 'দানকেলী ভাণিকা,' 'ললিত-মাধব' ও 'বিদগ্ধ মাধব' নাটক—রূপ গোস্বামীর দ্বারা বিরচিত হয়। ১৫২৫খৃঃ 'বিদগ্ধমাধব' এবং ১৫৪১ খৃঃ 'দানকেলী' রচিত হয়। 'ভাগবৎ-ষট্ সন্দর্ভ,' 'বৈষ্ণব-তোষিণী,' ও 'লঘুতোষিণী'—জীব গোস্বামীর প্রধান গ্রন্থ। এই তিন বৈষ্ণবাচার্য্যের সংস্কৃত রচনার দ্বারা বাঙ্গলাসাহিত্যের অণুমাত্র উন্নতিও সাধিত হয় নাই। ১৪৮০ শকের (১৫৫৮ খৃঃ) আষাঢের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে ৭০ বৎসর বয়সে সনাতন, এবং ১৪৮৫ শকের (১৫৬৩ খৃঃ) শ্রাবণের শুক্লা দ্বাদশীতে রূপ-গোস্বামী, বৃন্দাবনে তনুত্যাগ করেন। রামকেলী গ্রামে 'রূপসাগর' ও মাধাই-পুরের নিকট জঙ্গলাকীর্ণ 'সাকরমা' গ্রাম বিদ্যমান আছে।

গোপাল ভট্ট ভট্টমারি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বেঙ্কট

মৃত, ও সংস্কৃত 'কৃষ্ণকর্ণামৃতের' টীকা রচনা করিয়া, ৭৬ বৎসর বয়সে ১৪৯৪ শকাব্দে (১৫৭২ খ্রীঃ) 'চৈতন্য-চরিতামৃত' রচনায় প্রবৃত্ত হন। মুরারিগুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের 'কড়চা', বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' ও কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, ৯বৎসরে (১৫৮২খ্রীঃ) চৈতন্য চরিতামৃত সমাপ্ত করেন।

বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত রাইপুরের রাজভাণ্ডার শ্রীনিবাস আচার্য্যের আদেশে রাজ সভার পণ্ডিত ব্যাসাচার্য্যের লিখিত মূলগ্রন্থের একখানি অতি প্রাচীন প্রতিলিপি বর্ত্তমান আছে। তাহার শেষ ভাগে গ্রন্থ সমাপ্তির কাল ১৫০৪ শকাব্দের জৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মুদ্রিত অধিকাংশ পুস্তকে 'শাকে সিন্ধোগ্নি' (১৫২৭) এই ভ্রমাত্মক পাঠ দৃষ্ট হয়।

শাকাগ্নি-বিন্দু বাণেন্দৌ, জৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যে অসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

ভট্ট। চৈতন্যদেবের দক্ষিণাপথে পর্য্যটন কালে, তিনি গোপাল ভট্টের আলয়ে চারি মাস অবস্থিতি করিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি কাশীবাসী সুপ্রসিদ্ধ দণ্ডী প্রকাশানন্দ স্বামীর (প্রবোধানন্দ সরস্বতীর) নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে বাস করেন। তিনি বিংশ বিলাসে 'হরিভক্তিবিলাস' রচনা ও সংগ্রহ করেন। পরম বৈষ্ণব প্রবোধানন্দ সরস্বতী 'বিবেকশতক' ও 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' নামে স্তোত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

রঘুনাথ দাস কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্যের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি' ও 'মনোশিক্ষা' নামে দুই খানি গ্রন্থ সংস্কৃতে রচনা করেন।

কবিরাজ স্বরচিত গ্রন্থ সংশোধনার্থ জীবগোস্বামীর হস্তে অর্পণ করেন। জীব গোস্বামী তাহা পাঠে অত্যন্ত প্রীত হইয়া, স্বীয় গ্রন্থ ভাণ্ডারে তাহা বহু যত্নে রাখিয়া দেন। শ্রীনিবাস ও নরোত্তম এই সময়ে বৃন্দাবনে আগমন করিয়া জীবগোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৫০৪ শকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে অন্যান্য বহু বৈষ্ণব গ্রন্থের সহিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' বঙ্গদেশে প্রেরিত হয়। তিন খানি শকটে পুস্তকগুলি রাখিয়া, বার জন ব্রজবাসী প্রহরী রক্ষক, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ পুরীর সহিত শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে বঙ্গদেশে যাত্রা করেন। বিষ্ণুপুর রাজধানী অতিক্রম করার পর, পথিমধ্যে যাবতীয় গ্রন্থ দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। শ্রীনিবাস এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় কাতর হইয়া ব্রজবাসী প্রহরীদিগের সঙ্গে জীবগোস্বামীকে এই বিপৎপাতের বিষয়ে পত্র লিখেন এবং অমূল্য বৈষ্ণব গ্রন্থরাশির অনুসন্ধানে বিষ্ণুপুরে অবস্থিতি করিয়া,নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে খেতুরীতে প্রেরণ করেন। রসিক মুরারি এই শ্যামানন্দের শিষ্য। বৃদ্ধবয়সে স্বহস্ত লিখিত বহুযত্নে রচিত গ্রন্থের অপহরণ বার্ত্তা শ্রবণে,অচিরে ১৫০৪ শকের (১৫৮২ খৃঃ) আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে ৮৬ বৎসর বয়সে রাধাকুণ্ড তীরে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মৃত্যু হয়। কৃষ্ণদাসের পদাবলী সুমিষ্ট। কবিরাজের শিষ্য মুকুন্দ দেবের 'আনন্দরত্নাবলী হইতে, ভক্তিনিধি মহাশয় তাঁহার প্রাগুক্ত জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন।

শ্রীজীব পড়িল পত্র, কারণ বুঝিল।
লোকনাথ গোসাই স্থানে সকল কহিল॥
রঘুনাথ, কবিরাজ, শুনিলা দুজনে।
আছাড় খাইয়া কাঁদে, লোটাইয়া ভূমে॥

বৃদ্ধকালে কবিরাজ, না পারে উঠিতে।
অন্তর্দ্ধান করিলেন, দুঃখের সহিতে ॥—(প্রেমবিলাস)

তিলিয়া বুধরী গ্রামে গোবিন্দদাস কবিরাজ বৃন্দাবন হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে, মিথিলার অন্তর্গত বিসফী গ্রামে বিদ্যাপতির মঠে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া, বিদ্যাপতির রচিত যে সকল প্রাচীন পদাবলী সংগ্রহ করেন, তাহা 'পদসমুদ্রে' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'ভক্তমাল', 'প্রেমবিলাস,' 'ভক্তিরত্নাকর' 'নরোত্তম বিলাস', 'সারাবলী', 'অনুরাগবল্লী', 'কর্ণানন্দরস', 'মুক্তাচরিত' ও 'পদসমুদ্র' গ্রন্থে এই গোবিন্দদাসের কাহিনী দেখা যায়। ক্ষীরোদ বাবু এই গোবিন্দ দাস কবিরাজের বিস্তীর্ণ জীবনী নব্যভারতে (১০৫০৭ পৃ) লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। গোবিন্দ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ জাজীগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। প্রেমবিলাসের মতে রাজসাহী জিলার অন্তঃপাতী পদ্মাতীরস্থ তিলিয়া বুধরী গ্রামে বৈদ্যকুলে গোবিন্দদাস কবিরাজ জন্মগ্রহণ করেন। বর্দ্ধমান জিলার কাঁটোয়ার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য চিরঞ্জীব সেন গোবিন্দের পিতা। চৈতন্যদেবের শিষ্য এই নরহরি সরকার বৈদ্য ছিলেন। 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রণেতা ত্রিলোচন দাসও এই নরহরির মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৫০০ খৃঃ এই নরহরির মৃত্যু হয় বলিয়া ক্ষীরোদ বাবু অনুমান করেন। নরহরি চৈতন্যদেবের মহিমা বাঙ্গালা পদাবলীতে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন। এই শ্রীখণ্ডে প্রেমবিলাস গ্রন্থের প্রণেতা নিত্যানন্দ দাসের জন্ম হয়। শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও কবি দামোদর কবিরাজের কন্যা সুনন্দাকে চিরঞ্জীব বিবাহ করেন। চিরঞ্জীব সেন প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় শ্রীক্ষেত্রে

গিয়া চৈতন্য দেবকে দেখিয়া আসিতেন। রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ নামক চৈতন্য দেবের দুই অনুচর ভক্ত হইতে ইঁহারা পৃথক ব্যক্তি। রামচন্দ্র দার পরিগ্রহ করিয়াও স্বেচ্ছায় দাম্পত্য সুখে বঞ্চিত ছিলেন। সস্ত্রীক রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্ব্বে, নিম্ন লিখিতরূপে আত্ম পরিচয় প্রদান করেন। জগদ্বন্ধু বাবু ভ্রমক্রমে ইঁহাকে পরমানন্দ গুপ্তের পুত্র এবং তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দের সময় (১৪৮৯—১৫৬১ শক) নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রামচন্দ্র নাম মোর, অম্বষ্ঠকুলে জন্ম।
কেবল লালসা প্রভুর চরণ দর্শন॥
তিলিয়া বুধরী গ্রামে, জন্ম মোর হয়।
পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন মহাশয়॥
কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম হয শ্রীগোবিন্দ।
একোদরে দুই ভাই পরম স্বচ্ছন্দ॥—(প্রেমবিলাস)

চিরঞ্জীব সেন বৈদ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীখণ্ডের সন্নিহিত ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী কুমার নগরে তাঁহার নিবাস ছিল। শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত কবি * ও নৈয়ায়িক দামোদর সেনের

---

* গোবিন্দ দাস কবিরাজ আপনার রচিত 'সঙ্গীত মাধব' নাটকে মাতামহ দামোদর সেনকে বিখ্যাত কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নরোত্তমের পিতৃব্যপুত্র রাজা সন্তোষ দত্তের অনুরোধে গোবিন্দ এই 'সঙ্গীত মাধব' নাটক রচনা করেন।

ঐছে সন্তোষ দত্ত অনুমতি দিল।
'সঙ্গীত মাধব' নাম নাটক বর্ণিল॥

নরহরি (ঘনশ্যাম) দাসও 'ভক্তিরত্নাকরে' দামোদরের কবিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন।

সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাঁহাকে অপুত্রক হওয়ার জন্য অভিসম্পাত করে। পরে তাঁহার অনুনয় বিনয়ে তুষ্ট হইয়া, শাপদাতা ব্রাহ্মণ তাঁহার দুই যশস্বী পণ্ডিত দৌহিত্ররূপে জন্মিবে বলিয়া দামোদরকে আশ্বস্ত করেন।

দামোদর কবি মহা যুক্তিপরায়ণ।
কোনরূপে লঙ্ঘিতে নারয়ে কোন জন॥
এক দিগ্বিজয়ী অল্পে পরাভব হইয়া।
"অপুত্রক হও" শাঁপ দিল দুঃখ পাঁযা॥
দামোদর প্রসন্ন করিলা নানা মতে।
তেঁহো কহে, "হবে ধন্যা সে জগতে॥
জন্মিবে তাঁহার গর্ভে পুত্ররত্ন দ্বয়।
সে দোঁহা প্রভাবে হবে অমঙ্গল ক্ষয়"॥
বিপ্র বরে সুনন্দা নামেতে হৈল কন্যা।
দিনে দিনে বাড়ে মহা রূপ গুণে ধন্যা॥
দামোদর কবিরাজ মহা ভাগ্যবান।
চিরঞ্জীব সেনে কৈল কন্যা সম্প্রদান॥—(ভক্তিরত্নাকর)

সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া চিরঞ্জীব কুমার নগরের পৈতৃক আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীখণ্ডে শ্বশুরালয়ে আমরণ বাস করেন।

পাতালে বাসুকী বক্তা, স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতি।
গৌড়ে গোবর্দ্ধন বক্তা, খণ্ডে দামোদর কবি॥—(সঙ্গীতমাধব)
রামচন্দ্র গোবিন্দ, এ দুই সহোদর।
পিতা চিরঞ্জীব, মাতামহ দামোদর॥
দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।
যেঁহো মহাকবি নাম বিদিত জগতে।—(ভক্তিরত্নাকর)

ভাগীরথী তীরে গ্রাম কুমার নগর।
অনেক বৈষ্ণব তথা, বসতি সুন্দর॥
সেই গ্রামে চিরঞ্জীব সেনের বসতি।
বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি॥—(ভক্তি রত্নাকর)

পিতার মৃত্যুর পর রামচন্দ্র ও গোবিন্দ আপনাদের জন্মস্থান শ্রীখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, প্রাচীন পৈতৃক নিবাস কুমারনগরে প্রত্যাবৃত্ত হন। রামচন্দ্র ও গোবিন্দ উভয় ভ্রাতাই পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। উভয়েই বৃন্দাবনে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ হইতে কবিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। পিতার গুরু শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনাথের আদেশে, গৃহত্যাগী শ্রীনিবাস আচার্য্যকে বৃন্দাবন হইতে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য রামচন্দ্র বৃন্দাবনে গমন করেন। জীব গোস্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বে রামচন্দ্র শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে আর একবার বৃন্দাবনে গমন করেন। রামচন্দ্রের উপদেশক্রমে, তাঁহার বৃন্দাবন যাইবার অনতিবিলম্বে, গোবিন্দ কুমার গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, পদ্মাতীরস্থ তেলিয়া বুধরী গ্রামে বসতি করিতে আরম্ভ করেন। প্রেমবিলাসে নিত্যানন্দ দাস এই তেলিয়া বুধরীকে গোবিন্দের জন্মস্থান বলিয়া ভ্রমক্রমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রামচন্দ্র নানা তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক নিজের গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত বৃন্দাবন হইতে জাজী গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হন। শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকারের তিরোভাব দিনে মহোৎসব সমাপন করিয়া, খেতরী যাইবার পথে শ্রীনিবাস রামচন্দ্রের সহিত বুধরীতে আগমন করেন। গোবিন্দ ভ্রাতার নিকট বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, রামচন্দ্র কবিরাজের অনু-

রোধে শ্রীনিবাস তাহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। গোবিন্দের বয়ক্রম তখন চল্লিশ বৎসর। অনুমান ১৫৭৭ খৃঃ গোবিন্দ বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ করেন।

শ্রীনিবাসের সহিত সাক্ষাতের জন্য নরোত্তম খেতুরী হইতে বুধরীতে আগমন করিয়া, রামচন্দ্রের সহিত পরিচিত হন। রামচন্দ্র ও নরোত্তমের মনে প্রগাঢ় প্রণয় ও সৌহার্দ্দ জন্মে। নরোত্তমের নবাবিষ্কৃত গরাণহাটী সঙ্কীর্ত্তনে বুধরী উচ্ছ্বসিত হয়। বুধরীতে বসিয়াই খেতুরীর মহামহোৎসবের পরামর্শ স্থির হইয়া, নিমন্ত্রণ পত্র বিতরিত হয়। মহোৎসবের আয়োজন জন্য নরোত্তম আচার্য্যের শিষ্য রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া যান।

শ্রীনিবাস বুধরীতে গোবিন্দদাসের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। গোবিন্দের কবিত্ব শক্তি দর্শনে মোহিত হইয়া তিনি তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্য লীলা বিষয়ে 'গীতামৃত', রচনা করিতে অনুমতি দেন। জাহ্নবী দেবীর সহিত গোবিন্দ বৃন্দাবনে গেলে, পরমেশ্বরী দাসের দ্বারা জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট তিনি পরিচিত হন। তাঁহার রচিত অসম্পূর্ণ 'গীতামৃত' কাব্য শুনিয়া, সকলেই তাঁহার কবিত্বের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং তাঁহার কবিরাজ খ্যাতির সার্থকতা স্বীকার করেন। গোবিন্দের সঙ্গে জীব গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্য স্বরচিত 'গোবিন্দ বিরুদাবলী' প্রেরণ করেন এবং তাঁহাকে 'গীতামৃত' সম্পূর্ণ করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইতে অনুরোধ করেন। রামচন্দ্র সুগায়ক ছিলেন। তিনি ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। গোবিন্দ কীর্ত্তনের গান রচনা করিতেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র খেতুরীতে কীর্ত্তনিয়া গোকুল দাসের মুখে

গোবিন্দের রচিত গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইযা, গোবিন্দের হস্ত ধারণ করেন।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটী কব ধরি।
কহে তুযা কাব্যেব বালাই লয়ে মরি॥

গোবিন্দের মাতামহ দামোদব শাক্ত ছিলেন। শ্রীখণ্ডে মাতামহালয়ে পালিত গোবিন্দ বাল্যকাল হইতে প্রায় ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঘোব শাক্ত ছিলেন। বামচন্দ্রেব অনুপস্থিতি কালে গোবিন্দ গ্রহণী বোগে অত্যন্ত কাতর হইযা, আপনাব ইষ্টদেবী ভগবতীব স্মবণ কবেন। দেবী তাহাকে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণেব আদেশ দেন। বামচন্দ্রেব বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণেব পব ক্রমে ক্রমে ভ্রাতৃভক্ত গোবিন্দেব বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগ জন্মে। বৈষ্ণব গ্রন্থকার এই স্বাভাবিক অনুবাগকে ভগবতীব প্রত্যাদেশ বর্ণনা পূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্মের গৌবব প্রদর্শন কবিযাছেন।

হেনকালে অলক্ষ্যে কহেন ভগবতী।
কৃষ্ণ না ভজিলে, কাক না ঘুচে দুর্গতি॥—(ভক্তি বত্নাকব)

এই প্রত্যাদেশ শ্রবণেব পব, গোবিন্দ আপনার ১৫ বৎসরেব পুত্র পবম বৈষ্ণব দিব্যসিংহকে * জাজী গ্রামে শ্রীনিবাসেব আলযে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বামচন্দ্রেব নিকট পত্রসহ প্রেবণ কবেন। বামচন্দ্রের অনুরোধে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনেব পব শ্রীনিবাস স্বয়ং বুধরীতে আসিযা গোবিন্দকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত কবেন। †

---

* দিব্যসিংহ কবিবাজ গোবিন্দ তনযা
তাঁর ভক্তি রীতি দেখি হইল বিস্মষ॥

† প্রবাদ আছে যে মন্ত্র গ্রহণেব পব গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যেব পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ ভোজন করিযা, গোবিন্দ দাস কঠোব গ্রহণী পীড়া হইতে মুক্ত হন। সেই সময়ে তাঁহার মুখ হইতে প্রথমতঃ—

"ভজহুঁ রে মন, নন্দনন্দন, অভয়া চরণারবিন্দরে" এই ভজন সঙ্গীত গোবিন্দের মুখ হইতে নির্গত হইলে, শ্রীনিবাস প্রীত হইয়া তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণন করিতে আদেশ করেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস * জয়দেব, রামানন্দাদি সাধক ভক্ত ও কবি গণ যে "গোপীভজন" সাধনে সিদ্ধকাম হন, সেই ভাবে রাধাকৃষ্ণের ভক্তি সাধনে গুরু শ্রীনিবাস তাঁহাকে উপদেশ দেন। গীতামৃত

না দেব কামুক, না দেব কামিনী
কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরি শঙ্কর, চরণে কিঙ্কর,
কহত হি গোবিন্দ দাস॥—(পদসমুদ্র)

এবং পরে নিম্নোদ্ধৃত ভজন গীতি বহির্গত হয়।

ভজহুঁ রে মন, নন্দ নন্দন, অভয় চরণারবিন্দরে।
শীত আতপ, বাত বরিখত, এ দিন যামিনী জাগিরে॥
বৃথায় সেবিনু, স্বজন পরিজন, কেবল চপল-সুখ লাগিরে।
আপ কি দোষে, কতহুঁ ভোগিনু, গোবিন্দ করম অভাগিয়ারে॥

এই গীতি স্ফুরিত হওয়ার পরেই শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিয়া, গোবিন্দের শক্তি সঞ্চার করেন। কবি বৈষ্ণবদাস নিম্নোদ্ধৃত পদে গোবিন্দের সুমধুর পদাবলী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

জয় জয়, কবিরাজ রসময়, শ্রীযুত গোবিন্দ দাস।
ঐছন কতিহুঁ, না রই ত্রিভুবনে, প্রেম মরতি পরকাশ॥
যাকর গীত, সুধারস বরিখয়ে, কবিগণ চমকত চিত।
শুনাইতে গর্ব্ব, খর্ব্ব তব হোয়ত, ঐ পুনঃ রসময় গীত॥

* ১৩২৫ শকাব্দে (১৪০৩ খৃঃ) মহাকবি চণ্ডীদাসের কবিত্বের খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়াছিল। বড়ু (দ্বিজ) চণ্ডীদাস স্বয়ং এক পদে তাহা বলিয়াছেন।

শুনাইয়া তিনি গুরুর নিকট কবিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। খেতুরীর মহোৎসব হইতে নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবীর সহিত জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ বৃন্দাবন গমন করেন। বৃন্দাবন হইতে খেতুরী হইয়া জাহ্নবী বুধরীতে গোবিন্দের গৃহে কয়েক দিন বাস করেন। বুধরী হইতে তিনি শ্বশুরালয় একচক্রায় গমন করেন।

প্রভুর আজ্ঞায় বর্ণে গদ্য পদ্য গীত।
সে সব শুনিতে কার না দ্রবয়ে চিত॥
গোবিন্দের কাব্যে শ্রীআচার্য্য হর্ষ হৈলা।
গোবিন্দে প্রশংসি কবিরাজ খ্যাতি দিলা॥
শ্রীদাসাদি প্রিয়গণে গায়াইল গীত।
গীতামৃতে বৃষ্টি হইল সর্ব্ব মনোহিত॥—(ভক্তিরত্নাকর)

"বিধুর নিকট নেত্র-পক্ষ-পঞ্চ-বাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস, ইহ পরিমাণ॥
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নির্জ্জা।
চণ্ডীদাস রস কৌতুক কির্জ্জা॥

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি বঙ্গের আদি কবি।

"পঞ্চরস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস, বিধেয় কয়॥"

হারাধন বাবুর মতে মিথিলাবাসী পঞ্চগৌড়ের রাজা শিবসিংহ (রূপনারায়ণ) মধ্যে মধ্যে গৌড়ে আগমন পূর্ব্বক মঙ্গলকোট নগরে আসিয়া দরবার করিতেন। মঙ্গলকোট এক্ষণে বর্দ্ধমান জিলায় অবস্থিত। তথায় প্রাচীন রাজ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের সমভিব্যাহারে মঙ্গলকোট হইতে নান্নুর অভিমুখে চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাতের জন্য যাত্রা করেন। চণ্ডীদাস তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অগ্রসর

গৌর প্রিয় বাসুদেব ঘোষ মহাশয়।
নির্য্যাস বর্ণন কৈল যত গুণচয়॥
স্বচ্ছন্দ বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণ লীলা।
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি যে ভাবে রচিলা॥—(প্রেমবিলাস)

হন। চৈত্র মাসে দিবা দুই প্রহরের সময় দামোদর (আদ্যগঙ্গা) তীরে উভয় কবির পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। বিদ্যাপতি ও শিবসিংহকে সঙ্গে লইয়া, চণ্ডীদাস নান্নুর গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হন। বাশুলী দেবীর সন্দর্শন ও রামমণির সহিত আলাপ পরিচয়ে, বিদ্যাপতি অত্যন্ত প্রীত হন। কিছুকাল পরে তাঁহারা মিথিলায় প্রত্যাবৃত্ত হন। হারাধন বাবুর এই অনুমান একান্ত ভ্রান্ত ও স্বকপোলকল্পিত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মতে মতিপুরে কীর্ত্তন কালে চণ্ডীদাসের অপমৃত্যু একান্ত অসম্ভব। চণ্ডীদাস বৃন্দাবনে গমন করিয়া তনুত্যাগ করেন। তাঁহার প্রগল্‌ভা প্রণয়িনী রামমণি রজকিনীরও বৃন্দাবনেই মৃত্যু ঘটে। রামী কিরূপ প্রগল্‌ভা নায়িকা ছিল, নিম্নোদ্ধৃত পদে তাহা প্রকাশ পাইতেছে।

কি কহিব বঁধূহে কহিতে না যুয়ায়।
কাঁদিয়া কহিতে পোড়া মুখে হাসি পায়॥
প্রেমের পসরা মোর দরিয়ায় ভাসে হে।
না খাইনু, না ছুঁইনু, স্রোতে ভেসে যায় হে॥
অনামুখ মিন্সেগুলার, কিবা বুকের পাটা।
কলঙ্ক রটায়, আর কুলে দেয় বাটা॥
ঢাক পিটিয়া সহজ বাদ, গ্রামে গ্রামে দেয় হে।
চক্ষে না দেখিয়া, মিছে কলঙ্ক রটায় হে॥
ঢাক ঢোলে যে জন সুজন নিন্দা করে।
ঝন্‌ঝণা না পড়ে কেন মস্তক উপরে॥
অবিচার পুরীদেশে আর না রহিব।
যে দেশে পাষণ্ড নাই, সেই দেশে যাব॥

বাশুলী দেবীর যদি কৃপাদৃষ্টি হয়।
মিছা কথা সেঁচা জল, কতক্ষণ রয়?
আপনার নাক কাটি, পরে বলে বোঁচা।
সে ভয় করেনা রামী, নিজে আছে সাঁচ ॥ (পদসমুদ্র)

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে সকল প্রচলিত উপাখ্যান হারাধন বাবু অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক অলৌকিক কাহিনী তিনি স্বরচিত চণ্ডীদাসের জীবনীতে অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত প্রবন্ধে ইতিহাসের ভাগ অতি সামান্য, গল্প ও উপাখ্যানের ভাগই অনেক অধিক। তিনি 'পদসমুদ্র' হইতে বিদ্যাপতির পরিচয় প্রসঙ্গে যে পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় তাহা বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী কোনও আধুনিক বঙ্গীয় বৈষ্ণব পদকর্ত্তার রচিত।

জন্মদাতা মোর, গণপতি ঠাকুর,
মৈথিলী দেশে করু বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ, শিবসিংহ ভূপ,
কৃপা করি লেউ নিজ পাশ ॥
বিদকী গ্রাম, দান করল মুঝে,
রহত হি রাজ সন্নিধানে।
লছমী চরণ ধ্যানে, কবিতা নিকসই,
বিদ্যাপতি ইহ ভাণে ॥ (পদসমুদ্র)

উদ্ধৃত পদে 'বিসপী' গ্রাম 'বিদকী' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। রাজা শিবসিংহ মিথিলা হইতে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোটে যাইয়া দরবার করিতেন, হারাধন বাবুর এই উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক। বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রতি অণুমাত্র দৃষ্টি থাকিলেও, হারাধন বাবু স্বীয় প্রবন্ধে এবংবিধ ভ্রান্ত উক্তি কখনই করিতে পারিতেন না।

রাজা শিবসিংহ সাড়ে তিন বৎসর মাত্র মিথিলায় রাজত্ব করেন। তাঁহার প্রপিতামহ রাজপণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুর অনুমান ১৩০০ খৃঃ মিথিলার এই অভিনব রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন গৌড় অর্থাৎ (লক্ষ্ণৌতী) নগরের সিংহাসনে সমসুদ্দিন আবুল মুজফর ফিরুজ সা অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্দ্ধ-

চল্লিশ বৎসর বয়সে ১৫৭৭খৃঃ অব্দে গোবিন্দ বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপর তিনি ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া,৭৫বৎসর

মাস তাঁহারই অধীনস্থ প্রদেশ মধ্যে পরিগণিত ছিল। রাজা শিবসিংহের সময়ে হাজি ইলিয়াস সাহের বংশধর নাছিরউদ্দিন আবুল মজফর মামুদ সা (প্রথম) প্রবল প্রতাপে গৌড় নগরী হইতে সমগ্র বাঙ্গলা শাসন করিতেছিলেন। হাজি ইলিয়াস সাহের আধিপত্য ত্রিপুরা হইতে বারানসী পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। তিনি উত্তর বিহার (মিথিলা) অধিকার করিয়া, হাজিপুর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ৩৫০ বিঘা পরিমিত যে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, অদ্যাপি হাজিপুরে তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। হাজি ইলিয়াস সাহের সময়ে বাঙ্গলার সীমা গণ্ডক নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৩৫৭ খৃঃ দিল্লীর সম্রাট ফিরুজ সাহ বাঙ্গলার স্বাধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক মহাপরাক্রান্ত নবাব হাজি ইলিয়াস সাহের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। মিথিলার রাজবংশ হাজি ইলিয়াস সাহের সময় হইতে বাঙ্গলার নবাবের অধীনস্থ সামন্ত রাজ বলিয়া গণ্য হইতে থাকেন।

(মিথিলার রাজবংশ)	(গৌড়ের ও পশ্চিম-বঙ্গের নবাবগণ)
কামেশ্বর ঠাকুর (১৩০০—২০)	সামসুদ্দিন ফিরুজ সা (১৩০২—১৮)
ভোগেশ্বর ঠাকুর (১৩২০—৪৮)	সিহাবুদ্দিন বুঘরা সা (১৩১৮—১৯)
ভবসিংহ (ভবেশ্বর ঠাকুর) (১৩৪৮—৮৬)	ঘিয়াসুদ্দিন বাহাদুর সা (১৩১৯—২৩)
	নাছিরুদ্দিন (১৩২৩—২৫)
দেবসিংহ (১৩৮৬—১৪৪৬)	কাদর খাঁ (১৩২৬—৩৯)
শিবসিংহ (১৪৪৬—৫০)	আলি মোবারিক সা (১৩৩৯—৪৫)
লখিমা দেবী (১৪৫০—৫৭)	সমসুদ্দিন হাজি ইলিয়াস্ সা (১৩৩৯—৫৮)
পদ্মসিংহ (১৪৫৭—৫৮)	সিকান্দর সা (১৩৫৮—৮৯)
বিশ্বাস দেবী (১৪৫৮—৭০)	গিয়াসুদ্দিন আজম সা (১৩৮৯—৯৮)
নরসিংহ (১৪৭০—৯০)	সৈফ উদ্দিন হামজা সা (১৩৯৮—১৪০২)

বয়সে ১৫৩৪ শকের (১৬১২ খৃঃ) আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদে প্রাণত্যাগ করেন। ১৪৫৯ শকে (১৫৩৭ খৃঃ) শ্রীখণ্ডে মাতামহালয়ে তাঁহার জন্ম হয়।

সুপণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন (নব্যভারত ১১।৩৫৩ পৃষ্ঠা) যে গোবিন্দ কবিরাজ মধ্যে মধ্যে পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহের এবং যশোহরের প্রতাপাদিত্যের সভায় গমন করিতেন। * রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত পদকর্ত্তা বসন্ত রায়ের সহিত তাঁহার বড়ই সদ্ভাব ছিল। প্রতাপাদিত্যের সভায় রাধা কৃষ্ণের পক্ষ হইয়া উভয়ে পদ রচনার দ্বারা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেন। বসন্ত রায় বিলম্বে পদ রচনা করিয়া, গোবিন্দের রচিত পদের উত্তর দিতেন। বসন্তরায় অতি রসিক ও ভাবুক ছিলেন।

গোবিন্দ স্বরচিত পদপূর্ণ 'গীতামৃত' ও 'সঙ্গীত মাধব" নাটক ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ লীলা ও গৌরলীলা বিষয়ে বহুসংখ্যক পদ রচনা করেন। গুরু শ্রীনিবাসের আদেশে তিনি জীবগোস্বামীকে প্রদর্শন করার অভিপ্রায়ে 'সঙ্গীত মাধব' নাটক সহ বৃন্দাবনে যাত্রা করেন। ক্ষীরোদ বাবুর মতে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি 'গীতামৃত' সমাপ্ত ও 'সঙ্গীত মাধব' রচনা করেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি বিদ্যাপতির পদাবলী মিথিলা হইতে সংগৃহীত করিয়া আনয়ন করেন।

প্রবাদ আছে যে শ্রীনিবাস আচার্য্য গোবিন্দের রসবোধ

* 'শুন শুন, নিরদয় হৃদয় মাধব, সে যে সুন্দরী রাই। প্রতাপআদিত্য, এ রসে ভাসিত, গোবিন্দদাস গান"। জগদ্বন্ধু বাবুর মতে এই গীতের লক্ষ্য উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্র দেব এবং রচক গোবিন্দ আচার্য্য।

পরীক্ষা মানসে বিদ্যাপতির রচিত ('প্রেম কি অঙ্কুর, মাতয়াত ভেল, নাহি ভেল যুগল পলাশা) গীত পূর্ণ করিতে আদেশ দিয়া, রামচন্দ্র কবিরাজকে গোবিন্দের নিকট প্রেরণ করেন *। পদ নির্দ্দেশ না করিলেও, গোবিন্দ পদ্যগ্রন্থ অনুসন্ধান পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত গীতের তৎক্ষণাৎ "গোবিন্দদাস রসপুর" পদ পূরণ করিয়া, গুরুর নিকট হইতে 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করেন †। তিনি বৈষ্ণব-সমাজে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমকক্ষ বলিয়া খ্যাত।

---

* রামচন্দ্র প্রতি প্রভু এই কথা কয়।
বিদ্যাপতির বর্ণন যাহাতে আছয়॥
প্রভু কাহ সেই পদ পূর্ণ হয় নাই।
পূর্ণ করি আন গিয়া গোবিন্দের ঠাঁই॥—প্রেমবিলাস।

† প্রেম কি অঙ্কুর, মাতযাত ভেল,
নাহি ভেল যুগল পলাসা।
প্রতিপদ চাঁদ, উদয় যৈছে যামিনী,
সুখ লব ভৈ গেল নিরাশা॥
সখি হে! অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই॥ ধ্রু।
কো জানে চাঁদ, চকোরিণী বঞ্চব,
মাধব মধুপ সে কান।
অনুভব কানু-পিরিতি অনুমানিয়ে,
বিঘটিত বিহিবহু প্রাণ॥
পাপ পরাণ, আন নাহি জানত,
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহে, নিকরুণ মাধব,
(গোবিন্দদাস রস পুর)

এই গোবিন্দদাস 'বল্লভ' নামে এক বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

এই গোবিন্দদাস কবিরাজের সময়ে মিথিলায় গোবিন্দদাস নামে এক বৈষ্ণব কবি হিন্দী ভাষায় দোঁহা ছন্দে নানা পদাবলী রচনা করেন। তিনি জাতিতে রাজভাট ছিলেন। তাঁহার কবিতা সঙ্গীতের অনুপযোগী থাকায়, বঙ্গদেশে প্রচলিত হয় নাই। এই গোবিন্দ দাসের সহিত 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' প্রণেতার কোনও সংস্রব নাই। মিথিলাবাসী এই গোবিন্দ দাসের একটী পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

হরিজী তুম্ সব কও রঙ্গ কি রাঙ্গিয়া।
হাসত হাসায়ত, রোয়ত রোয়ায়ত, চলত কত রঙ্গ কি ভাঙ্গিয়া॥
ভাই ভেদন, পরম কারণ, পাণ্ডু ভেদ করায়ে হো।
পাণ্ডু রাখো, কুরুকুল নাশো, দ্রৌপদীকো রক্ষা হো॥
কহিকো দিয় রাজপদ, কহিক দিয় ইন্দ্রপদ, কহিকো কিও জনমভিকারী হো।
কহি ধন লুঠত, কহি ধন বিলায়ত, গোবিন্দদাস চিত রক্ষা হো॥ (পদসমুদ্র)

গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি চৈতন্যের প্রিয় পার্শ্বচর ছিলেন। তিনি কবি ও গায়ক ছিলেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতেন। তিনি চৈতন্য-বিষয়ক অনেক পদ রচনা করিয়া, গোবিন্দ দাস নামের ভণিতি দ্বারা আপনাকে পরিচিত করেন।

গোবিন্দ আচার্য্য মালিহাটীর শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র। ইনি চৈতন্য দেবের পরম ভক্ত ও স্নেহপাত্র ছিলেন। নিত্যানন্দও তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। বল্লভভট্টের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া, চৈতন্যদেব স্বয়ং যাওয়ার পূর্ব্বে স্বরূপ ও জগদানন্দের সহিত তথায় ইঁহাকে প্রেরণ করেন। উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্র

চৈতন্যদেবের প্রিয় সেবক বলিয়া গোবিন্দকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে প্রদানের জন্য নিত্যানন্দ এই গোবিন্দের নিকট হইতেই চৈতন্যদেবের এক বহির্ব্বাস চাহিয়া লন। গোবিন্দ দাস নামে তিনি অনেক পদ কৃষ্ণ ও চৈতন্য লীলা বিষয়ে রচনা করেন।

গোবিন্দ দত্ত গিরীশ্বর দত্তের পুত্র। সম্ভবতঃ চট্টগ্রামবাসী চৈতন্য, বল্লভ ও বাসুদেব দত্তের আত্মীয়। তিনি এক জন বিখ্যাত গায়ক ও কীর্ত্তনিয়া ছিলেন। উড়িষ্যায় যাইবার সময় চৈতন্যদেব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান। তিনি সর্ব্বদা চৈতন্যের নিকট থাকিয়া কীর্ত্তন গানে তাঁহাকে মোহিত করিতেন। ইনি অনেক গুলি মনোহর পদ রচনা করেন।

গোবিন্দ ঘোষ বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কুলীন গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এই কুলীন গ্রামে ভগীরথের পুত্র মালাধর বসু ১৪৮০ খৃঃ আট বৎসরের পরিশ্রমে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে,"শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" রচনা করেন। গৌড়ের মুসলমান নবাব কবিকে গুণরাজ খাঁ উপাধি দানে পুরস্কৃত করেন। তিনি গৌড়েশ্বর হুসেন সাহেব মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সনাতন ও রূপ গোস্বামী তাঁহার দ্বারা নবাবের নিকট পরিচিত হইয়া, রাজ কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কুলীন গ্রামের বসুবংশ চৈতন্য দেবের প্রিয়ভক্ত ছিলেন বলিয়া চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে।

তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে গ্রন্থ সমাপন॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু বেদব্যাস॥

মাধব ও বাসুদেব নামে গোবিন্দ ঘোষের দুই ভ্রাতা ছিল। ইঁহারা সকলেই সুগায়ক ছিলেন।

গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যা সবার কীর্ত্তনে,নাচে চৈতন্য নিতাই।—(চৈতন্য চরিতামৃত)

চৈতন্য দেবের সহিত গোবিন্দ ঘোষ উড়িষ্যায় গমন করেন। চৈতন্য দেবের যে সাতটী কীর্ত্তনের দল ছিল, তিনি তাহার এক দলের প্রধান গায়ক ছিলেন। তিনি অগ্র দ্বীপে গোপীনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার কবিতা বিলক্ষণ সরল ও প্রসাদগুণ বিশিষ্ট। বাবু কান্তিচন্দ্র রাঢী স্বপ্রণীত "নবদ্বীপ-মহিমায়" গোবিন্দ ঘোষকে নবদ্বীপবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চৈতন্য দেবের গুরু ঈশ্বরপুরীর শিষ্য কাশীশ্বর পুরী। গোবিন্দ নামে তাঁহার যে শিষ্য ছিল, তিনি স্বীয় গুরু কাশীশ্বরের সহিত চৈতন্য দেবের সেবা করিতে, ঈশ্বর পুরীর আজ্ঞাক্রমে উড়িষ্যায় গমন করেন। গোবিন্দ সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, চৈতন্যদেবের সেবা করিতেন। তিনি কোন পদ রচনা করেন বলিয়া, জানা যায় নাই।

ঈশ্বর পুরীর শিষ্য, ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম, তাঁর প্রিয় অনুচর।
তাঁর সিদ্ধিকালে, দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাইয়া।
নীলাচলে প্রভুর স্থানে মিলিল আসিয়া॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকারে।
অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বরে॥ (চৈতন্য চরিতামৃত)

চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যলীলায়, চৈতন্যদেবের নরেন্দ্রতীর্থে জলকেলি উপলক্ষে উৎকলবাসী যাত্রা গোবিন্দের উল্লেখ দেখা যায়। তিনিও কোন পদকর্ত্তা নহেন।

হেনকালে রামকৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ।
জলকেলি করিবারে আইলা নরেন্দ্র॥
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়।
লক্ষ লক্ষ লোক জলে হরিষে বেড়ায়॥

এই সকল গোবিন্দ দাসের মধ্যে কেহই বিদ্যাপতির সমকালীন ছিলেন বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়া, খেতুরীর নরোত্তম সরকারের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি কোনও ক্রমে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বিদ্যাপতির সমকালীন কবি হইতে পারেন না। *

---

*বিদ্যাপতির প্রতি সুপণ্ডিত জগদ্বন্ধু বাবুই শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথম আকৃষ্ট করেন। এই নিমিত্ত তিনি বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। আমরা বিদ্যাপতির জীবনী লিখিতে বসিয়া, প্রসঙ্গ ক্রমে সত্যের অনুরোধে নানা স্থলে তাঁহার ও ক্ষীরোদ বাবুর ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছি। তজ্জন্য মাননীয় জগদ্বন্ধু ও ক্ষীরোদ বাবু আমাদের প্রতি যেন রুষ্ট না হন।

সুপণ্ডিত ও সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় দীর্ঘকাল যাবৎ বৈষ্ণব কবিদিগের সুমধুর পদাবলীর আলোচনা করিতেছেন এবং 'প্রেমহার' নামক উৎকৃষ্ট সঙ্গীত সংগ্রহে তাহার প্রথম পরিচয় দিয়াছেন। নব্যভারতে (১০।৫৩৭-৫৪৭ পৃ) তিনি বুধরীর গোবিন্দদাস কবিরাজের বিস্তীর্ণ জীবনী লিখিয়াছেন। তাঁহারই অনুরোধে বৈষ্ণবশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রাচীন বৈষ্ণব কবিবৃন্দের জীবনী ও উপাখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা হারাধন ও ক্ষীরোদ বাবুর প্রবন্ধ হইতে সবিশেষ সাহায্য পাইয়াছি বলিয়া তাঁহাদের উভয়ের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। ক্ষীরোদ বাবু নানা বৈষ্ণব গ্রন্থ আলোচনা করিয়া, আপনার গবেষণার ফল 'নব্যভারত' ও "সাহিত্য" পত্রিকায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিয়াছেন।

ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ১৫৮২-৮৩ খৃঃ নরোত্তম দাস চৈতন্য দেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে খেতুরীতে মহোৎসব করেন। খেতুরীর মহোৎসব বাঙ্গলার বৈষ্ণবসমাজের ইতিহাসে এক অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা। তদানীন্তন যাবতীয় বৈষ্ণব কবি ও মহাজন সেই উৎসবে আগমন করিয়াছিলেন। জ্ঞান দাস ও মনোহর দাস (চৈতন্যদাস) সেই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। * তাঁহারা উভয়েই কবি ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। উভয়েই নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য ছিলেন। উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত সদ্ভাব ও বন্ধুতা ছিল।

বীরভূমের অন্তর্গত একচক্রা গ্রামে হাবাই পণ্ডিতের গৃহে, চৈতন্য দেবের প্রিয়তম শিষ্য ও অনুচর নিত্যানন্দ গোস্বামী মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে জন্ম গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দের মাতার নাম পদ্মাবতী। জাহ্নবী দেবীর গর্ভে নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গা ও পুত্র বীর ভদ্র, জন্ম গ্রহণ করেন। হাড়াই পণ্ডিতের পিতার নাম সুন্দরামল্ল বাড়ুরী। বীরভদ্রের বংশধরেরা শুদ্ধ

মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ) ও নরহরি ঘনশ্যাম দাসের জীবনী সংক্ষিপ্ত সমালোচনা সহ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ গুলির প্রধান প্রধান পুস্তক প্রচারার্থ আমরা হারাধন ও ক্ষীরোদ বাবুকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি।

* শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায, মহীধর।
মুরারি, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর॥ (নরোত্তম বিলাস)

এই মৈথিল পণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত প্রযাগে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থের বিবরণ মিথিলার ইতিহাসে প্রদত্ত হইবে।

শ্রোত্রিয় বটব্যাল বলিয়া পরিচয় দেন। গঙ্গাদেবীর স্বামীর নাম মাধব চট্টোপাধ্যায়।

সেই এক চক্রা গ্রামের দুই ক্রোশ পশ্চিমস্থ কাঁদড়া গ্রামে মঙ্গলবংশীয় ব্রাহ্মণকুলে জ্ঞানদাস ঠাকুরের জন্ম হয়। ১৫৩৭ খৃঃ বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে গোবিন্দচন্দ্র দাস কবিরাজের জন্ম হয়। জ্ঞান দাস ও গোবিন্দ দাস সমকালিক কবি। খেতুরীর মহামহোৎসবে উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। খেতুরী হইতে উভয়েই নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবীর সহিত বৃন্দাবনে গমন করেন। অতএব অনুমান হইতেছে যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জ্ঞানদাস বীরভূমের অন্তর্গত কাঁদড়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন।

> রাঢ়দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
> তথায় মঙ্গল, জ্ঞানদাসের আলয়॥ (ভক্তিরত্নাকর)

হুগলী জিলার অন্তর্গত বদনগঞ্জ গ্রাম হইতে ৪ ক্রোশ দূরে বাঁকুড়া জিলার কোতলপুর গ্রামে, মঙ্গল ঠাকুরের বংশধর কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কাঁদড়াই তাঁহাদের আদিম বাস স্থল।

জ্ঞান দাস দার পরিগ্রহ না করিয়া, চিরজীবন অবিবাহিত ছিলেন। কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের যে মঠ আছে, তথায় প্রতি বৎসর পৌষ মাসের পূর্ণিমায় মহোৎসব ও মেলা হয়। সেই মেলা তিন দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। বোধ হয় পৌষ পূর্ণিমায় বৈষ্ণবাচার্য্য জ্ঞান দাস মানবলীলা সংবরণ করেন। জ্ঞান দাস অতি রসিক ও প্রেমিক কবি ছিলেন। কবিত্ব শক্তি অনুসারে গণনা করিলে, চণ্ডীদাসের নিম্নেই জ্ঞানদাস আসন পাইতে

পাবেন। তাঁহার রচনা অতি মধুর, সরল ও হৃদয়গ্রাহী। শ্রীযুক্ত হারাধন বাবু লিখিয়াছেন যে জ্ঞান দাসের পদাবলীর অর্থ বড়ই কঠিন এবং বহু চিন্তা করিয়া তাঁহার পদের তাৎপর্য্য গ্রহণ ও রসাস্বাদন হয়। জ্ঞান দাসের 'মনোহর সঙ্গীত' মনোহরসাহী কীর্ত্তনের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মনোহর দাস এই কীর্ত্তনের প্রতিষ্ঠাতা হওয়া বিচিত্র নহে।

কবি মনোহর দাস জ্ঞান দাসের সহাধ্যায়ী ও সুহৃৎ ছিলেন। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিবেন। তিনি পরমভক্ত ও সাধক ছিলেন। কথিত আছে যে সাধনার বলে এই মহাপুরুষ আড়াই শত বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব রাজা বীরহাম্বীরের গ্রন্থ ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর তিনি দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হন এবং আউলিয়া চৈতন্যদাস নাম ধারণ করেন।

আদি নাম মনোহর, চৈতন্য নাম শেষ।
আউলিয়া হইয়া বুলে, স্বদেশ বিদেশ॥ (সারাবলী)

তিনি পর্য্যটন উপলক্ষে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া, শ্রীনিবাস আচার্য্যের গুরু গোপালভট্ট গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে শ্রীনিবাসের দার পরিগ্রহ ও সংসারাশ্রম প্রবেশের বিষয় অবগত করাইয়া বিস্মিত করেন। গোপাল ভট্ট দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ হইলেও, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কতিপয় গীতি কবিতা রচনা করেন। চৈতন্য দেবের শিষ্য এই গোপাল ভট্ট ছয় প্রধান গোস্বামীর অন্যতম। মনোহর দাস জাহ্নবী দেবীর শিষ্য ছিলেন। জাহ্নবী দেবীর অন্যতম শিষ্য নিত্যানন্দ দাস 'প্রেমবিলাসে' গোপালভট্টের সহিত মনোহর দাসের সাক্ষাৎকার বর্ণনা করিয়া-

ছেন। ইহা হইতে দেখা যায় মনোহর দাস বীর হাম্বীরের জীবিত সময়েই বিষ্ণুপুরের বার ক্রোশ দূরবর্ত্তী হরিগঞ্জের জঙ্গলে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। হরিগঞ্জ বীর হাম্বীরের পুত্র ধীরহাম্বীর কর্তৃক পরিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। হুগলী জিলার অন্তর্গত হরিগঞ্জ এক্ষণে বদনগঞ্জ নামে পরিচিত। এখানেই মনোহর দাসের মৃত্যু হয়। অদ্যাপি তথায় তাঁহার মঠ বিদ্যমান আছে। প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে তাঁহার তিরোভাব উপলক্ষে বৈষ্ণবদিগের মহোৎসব হয়।

তিনি বহু শত বৈষ্ণব গ্রন্থ সংগৃহীত করেন। সুপণ্ডিত বাবু হারাধন দত্তের গৃহে সেই সকল গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তিনি "নির্য্যাসতত্ত্ব" নামে সংস্কৃত গ্রন্থে সখী ভাবে রাধাকৃষ্ণ ভজনের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। তিনি 'পদসমুদ্র' নামক পুস্তকে বৈষ্ণব কবিদিগের রচিত প্রায় পনর হাজার পদাবলী সংগ্রহ করিয়া,আপনার অসামান্য পাণ্ডিত্য,পরিশ্রম ও গবেষণার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। হারাধন বাবু এই অমূল্য 'পদ-সমুদ্র' প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ভগবান তাঁহার সৎকার্য্যের সহায় হউন।

মোর ঠাকুরাণীর শিষ্য, শ্রীচৈতন্যদাস।
আউলিয়া বলিয়া নাম সর্ব্বত্র প্রকাশ॥
দেশ হৈতে গেলা তেঁহ বৃন্দাবন।
প্রেমাবেশে স্থানে স্থানে দিয়া দরশন॥
এক দিন শ্রীভট্ট গোস্বামী স্থানে গেলা।
তাঁরে দেখি ভট্ট গোঁসাই সমাদর কৈলা॥
জিজ্ঞাসিলেন দেশের কুশল সমাচার।
আউল বলিল যার যেই ব্যবহার॥

"বিষ্ণুপুরে মোর ঘরে, হয় বার ক্রোশ।
রাজার রাজ্যে বাস করি, হইয়া সন্তোষ ॥
আচার্য্যের সেবক, রাজা বীরহাম্বীর।
ব্যাসাচার্য্যাদি অমাত্য, পরম সুধীর ॥
সেই গ্রামে আচার্য্য প্রভু বাস করিযাছে।
গ্রাম ভূম বৃত্তি আদি, রাজা যে দিযাছে ॥
এই ত ফাল্গুন মাসে বিবাহ করিলা।"
অত্যন্ত যোগ্যতা ভাব, যতেক কহিলা ॥
মৌন হযে ভট্ট কিছু না বলিলা আর।
"শলৎপাদ শলৎপাদ" কহে বার বার ॥ (প্রেমবিলাস)

বর্দ্ধমান জিলার অন্তঃপাতী মঙ্গলকোটের নিকটবর্ত্তী কো গ্রামে বৈদ্যকুলে ত্রিলোচন দাস জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কমলাকর দাস ও মাতার নাম সদানন্দী। পুরুষোত্তম গুপ্ত তাঁহার মাতামহ ও আনন্দ দেবী মাতামহী ছিলেন। তিনি মাতামহালযেই পুত্রবৎ প্রতিপালিত হন। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশজ নরহরি সরকার তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরু। ১৫৩৭ খৃঃ গুরুর আদেশে ত্রিলোচন চৈতন্যের লীলা বিষযে 'চৈতন্য মঙ্গল' রচনা করেন। 'চৈতন্যমঙ্গল' ও 'দুর্ল্লভসার' ভিন্ন তিনি কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা বিষযে বহুতর মধুর পদাবলী রচনা করেন।

বৈদ্যকুলে জন্ম মোর, কো গ্রামে বাস।
মাতা শুদ্ধমতি, সদানন্দী তাঁর নাম ॥
যাঁহার উদরে জন্মে কবি কৃষ্ণ নাম ॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেম ভক্তি-দাতা ॥
মাতৃকুল পিতৃকুল, হয় এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে আনন্দ দেবী নামে ॥

মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
সর্ব্বতীর্থ পূত তিঁহ, তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র।
সহোদর নাই মোর, মাতামহের পুত্র॥ (চৈতন্য মঙ্গল)

অল্প বয়সেই ত্রিলোচনের বিবাহ হয়। কিন্তু তিনি কোনও কারণে, বুধরীব বাম চন্দ্র কবিরাজেব ন্যায়, স্বেচ্ছায় দাম্পত্য সুখ ভোগে বঞ্চিত থাকিযা চিরকুমাবেব জীবন যাপন কবিয়াছেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যেব ব্যাসাবতাব নাবায়ণীসুত * বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য মঙ্গল লিখিত হওযাব পব ত্রিলোচন দাসেব 'চৈতন্য মঙ্গল' রচিত হয়। প্রবাদ আছে উভয় গ্রন্থ লইয়া উভয় কবিব মধ্যে তর্ক উপস্থিত হইলে, নাবায়ণী দেবী বৃন্দাবনের কৃত গ্রন্থেব নামেব 'মঙ্গল' শব্দ কর্ত্তন করিয়া ও তৎপবিবর্ত্তে 'ভাগবত' শব্দ বসাইয়া, বিবাদের মীমাংসা কবেন। ১৫০৭-৮৯ খৃঃ পর্য্যন্ত বৃন্দাবন দাস বর্ত্তমান ছিলেন।

পক্ষান্তবে শুনা যায় যে ত্রিলোচন দাস আপনাব গুরু নরহবি সবকাবকে স্বরচিত গ্রন্থ প্রদর্শন করেন। বৃন্দাবন দাসেব

---

* কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য চরিতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥
নাবায়ণী চৈতন্যেব উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁব গর্ভে জন্মিল শ্রীদাস বৃন্দাবন।

চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর শ্রীনিবাস আচার্য্যের ভ্রাতুষ্কন্যা নারায়ণী দেবী চৈতন্য দেবের চর্ব্বিত পান চর্ব্বণ করিয়া, বৃন্দাবন দাসকে গর্ভে ধারণ করেন। নবদ্বীপে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহাব ২৬ বৎসর বয়সের সময় চৈতন্য দেবের তিরোভাব হয়। অতি শৈশবে তিনি চৈতন্যদেবকে নবদ্বীপে দেখিয়া থাকিবেন। কুমারহট্ট গ্রামে শ্রীনিবাসের পুর্ব্ব নিবাস ছিল।

কৃত চৈতন্য মঙ্গলের নাম অনুসারে নিজের পুস্তকের নামকরণ করাতে, ত্রিলোচনের গুরু নরহরি সরকার অচিরে বৃন্দাবন দাসের নিকট যাইয়া স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ত্রিলোচনকে পরামর্শ দেন। তদনুসারে তিনি গুরুর আজ্ঞায় বৃন্দাবন দাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বৃন্দাবন স্বরচিত গ্রন্থের নাম "চৈতন্য ভাগবত" রাখিয়া, ত্রিলোচনকে "চৈতন্য মঙ্গল" প্রকাশে অনুমতি দেন। চৈতন্যের প্রিয় শিষ্য নবদ্বীপবাসী মুরারি গুপ্ত তাঁহার বাল্যলীলা সম্বন্ধে যে 'কড়চা' লিখেন, বৃন্দাবন দাস তাহাই অবলম্বনে ১৫৩৫ খৃঃ (১৪৫৭ শকাব্দে) 'চৈতন্য ভাগবত' রচনা করেন। চৈতন্য ভাগবত রচিত হওয়ার অব্যবহিত পরে ইহার এত গৌরব হয়, যে বৃন্দাবনে বৈষ্ণবমণ্ডলীতে ইহা প্রত্যহ বিকালে পাঠ করা হইত। চৈতন্যদেবের শেষলীলা ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাতে, বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণের অনুরোধে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ "চৈতন্যচরিতামৃত" রচনা করেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল॥
চৈতন্য চন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হইল মন।
চৈতন্যের শেষলীলা না কৈল বর্ণন॥
আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হইল মন॥
মোরে আগ দিল যবে করুণা করিয়া।
তাঁ সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥ (চৈতন্য চরিতামৃত)

ত্রিলোচন দাস বৃন্দাবনদাসের সমসাময়িক। তিনি খেতুরীর মহামহোৎসবে বৃন্দাবনের ন্যায় উপস্থিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গদাস, বৃন্দাবন বিজ্ঞবর।

শ্রীসুলোচন, জ্ঞানদাস, মানাহব ॥ (নরোত্তম-বিলাস)

জাহ্নবীদেবীর শিষ্য শ্রীখণ্ডবাসী নিত্যানন্দ দাস,এই সুলোচন ও গোবিন্দদাস কবিবাজেব পিতা চিবঞ্জীব সেনকে স্বগ্রামবাসী নরহরি সবকারের বামে ও দক্ষিণে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন বলিয়া,স্বরচিত 'প্রেমবিলাসে' বর্ণনা কবিযাছেন। এই সুলোচন "চৈতন্যমঙ্গল" প্রণেতা ত্রিলোচন দাস বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। ১৫৪০ খৃঃ নবহবি সবকাবেব মৃত্যু হইয়া থাকিলে, তাঁহার পূর্ব্বেই "চৈতন্য মঙ্গল" ত্রিলোচন দাস দ্বাবা বচিত হইয়া থাকিবে। এই সময়ে বৃন্দাবন দাসেব বয়স ৩৩ বৎসর। তিনি "চৈতন্য মঙ্গলেব" পূর্ব্বেই "চৈতন্য ভাগবত" ২৮ বৎসব বয়সে অনুমান ১৫৩৩খৃঃ বচনা কবেন। চৈতন্য ভাগবতের অসম্পূর্ণতা নিবাকবণ মানসে, কৃষ্ণদাস কবিবাজ ১৫৭২ খৃঃ চৈতন্য চরিতামৃত বচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি চৈতন্য চবিতামৃতে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে "চৈতন্যমঙ্গল নামেই সর্ব্বত্র উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিলোচন দাস খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া, 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যেব অল্পকাল পবেও 'চৈতন্য চরিতামৃত' রচনার পূর্ব্বে,স্বীয়গুরু নবহবি সবকাবের আদেশে অনুমান ১৫৩৭ খৃঃ "চৈতন্য মঙ্গল' রচনা কবেন।

শ্রীনরহরি দাস যে ঠাকুর আমার।
বৈদ্যকুলে মহাকুল প্রভাব যাহার ॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।
সকল সংসারে যশ ঘোষয়ে প্রচুর ॥

পিতা যাহার মহাপতি শ্রীমুকুন্দদাস।
চৈতন্য সম্মত পক্ষে মধুর বিশ্বাস॥"
"আমার ঠাকুর শ্রীনরহরিদাস।
এই ভরসায় কহে এ লোচন দাস॥"

নবদ্বীপের সমীপবর্ত্তী কাটোয়ার নিকটে ব্রাহ্মণ বংশে অন্য এক নরহরি (ঘনশ্যাম) দাস জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন। শ্রীনিবাসের আচার্য্যের শিষ্য বলিয়া, নরহরিদাস স্বরচিত "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

"নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁহার শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥
গৃহাশ্রম হৈতে হৈনু উদাসীন।
মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রি দিন॥
দয়ার সমুদ্র ওহে বৈষ্ণব গোঁসাই।
বেদে গায় তুয়া কৃপা বিনে আর গতি নাই॥
নরহরি কহে এই কৃপা কর মোরে।
নিরন্তর ডুবি যেন ভক্তিরত্নাকরে॥"
"শ্রীনিবাস আচার্য্য চরণ চিন্তা করি।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥ (ভক্তিরত্নাকর)

ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চদশ তরঙ্গে বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। কত আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়া যে নরহরি দাস 'ভক্তিরত্নাকরের' ন্যায় সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন,

তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভক্তিবত্নাকর ভিন্ন তিনি 'প্রক্রিয়া পদ্ধতি', 'ছন্দঃসমুদ্র', 'গীতচন্দ্রোদয়', 'গৌবচরিতচিন্তামণি', 'শ্রীনিবাসচবিত' এবং 'নরোত্তমবিলাস' রচনা করেন। 'নবোত্তমবিলাস' বোধ হয় নবহবিব শেষ গ্রন্থ। ইহাতে দ্বাদশ বিলাসে তিনি নবোত্তম দাসেব জীবনচবিত চিত্রিত কবিয়াছেন। তিনি নবোত্তমেব পরবর্ত্তী। ক্ষীবোদ বাবু অনুমান কবেন যে নবহরির গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্য নরোত্তমেব শিষ্য। তাঁহাব মতে নরহবি সপ্তদশ শতাব্দীব প্রথম ভাগে কি ষোড়শ শতাব্দীব শেষ ভাগে প্রাদুর্ভূত হন। শ্রীনিবাস আচার্য্য গোপাল ভট্টেব শিষ্য বলিযা প্রসিদ্ধ, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইযাছে। ক্ষীরোদ বাবুব মত যে ভ্রান্ত, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

"শুনিনু প্রাচীন মুখে এ সব আখ্যান।
কিঞ্চিৎ বর্ণিনু, এ আস্বাদে ভাগ্যবান॥"
"এথা এ সকল কথা সংক্ষেপে কহিলুঁ।
ভক্তিবত্নাকরগ্রন্থে, ইহা বিস্তারিলুঁ॥" (নবোত্তমবিলাস)

নরোত্তম বিলাসে বুধবীব গোবিন্দদাস কবিবাজেব * বচিত

* গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যেব আদেশে গোবিন্দদাস বৃন্দাবনে স্বরচিত 'সঙ্গীতমাধব' নাটক সহ যাত্রা কবেন। তথায তাহা পঠিত হইয়া গোবিন্দের কবিরাজ উপাধি প্রাপ্তি ঘটে।

কতক্ষণে স্থিব হইযা কহে সর্ব্বজন।
গোবিন্দেব কাব্য কিছু করহ শ্রবণ॥
শুনি গোবিন্দের কাব্য প্রশংসিলা কত।
কবিরাজ খ্যাতি হইল সভার সম্মত॥ —(নরোত্তম বিলাস)
তথা হইতে গেলা জীব গোস্বামীর স্থানে।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি সেইখানে॥

কাব্য 'গীতামৃতের' উল্লেখ দেখা যায়। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া 'গীতামৃত' বৃন্দাবনে পাঠাইতে, জীবগোস্বামী গোবিন্দকে অনুরোধ করেন।

'ভক্তি-রত্নাকরে' লিখিত আছে যে নরোত্তম দাস ও কৃষ্ণদাসের স্বাক্ষরিত পত্র পাইয়া, গোবিন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি ক্রমে 'গীতামৃত' বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন।

"পত্রী পাঠে শ্রীগোবিন্দ বিহ্বল হইযা।
পাঠাইল 'গীতামৃত' জ্যেষ্ঠে জানাইযা॥" (নরোত্তমদাস)

"গৌরচরিতচিন্তামণি"র একটী কবিতা পাঠে জানা যায়

একত্র হইল অনেকের দরশন।
ভূমে পড়ি বন্দিলেন সভার চরণ॥
মতে অতি অনুগ্রহ কৈলা এ সভারে।
শ্রীজীব গোস্বামী স্নেহে কহে গোবিন্দেরে॥
এথাকার সংবাদ আচার্য্যে জানাইবা।
নিজকৃত 'গীতামৃত' পাঠাইযা দিবা॥
অতি অল্পদিনে এই গ্রন্থ সমাধিবা।
লোক দ্বারা পত্রী সহ গ্রন্থ পাঠাইবা॥
"বর্ণিলা যে 'গীতামৃত', তাহা পাঠাইবা।
পাঠাইযা দিবা, পুনঃ আর যে বর্ণিবা॥
এত কহি গোপাল বিরুদাবলী দিলা।
শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশে যে গ্রন্থ বর্ণিলা॥"
শ্রীজীব গোস্বামী পত্র প্রেরে ব্রজ হৈতে।
পুনঃ পুনঃ লেখে 'গীতামৃত' পাঠাইতে॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ গীতামৃত পানে।
গোস্বামীর আদেশে পাঠান বৃন্দাবনে॥"

যে গদ্য পদ্যময় বৈতালিক সঙ্গীতে চৈতন্যদেবের নিদ্রাভঙ্গ হইত। পদ্যের ন্যায় গদ্যও যে অতি প্রাচীন কাল হইতে লিখিত হইত, বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু হইতে তৎসম্বন্ধে একটী কবিতা ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। বৈষ্ণবদাসের পূর্ব্বতন কবি নরহরি (ঘনশ্যাম) দাসও 'গৌরচরিতচিন্তামণি' ও 'নরোত্তম-বিলাস' গ্রন্থে তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

পদ্যগীতি কীর্ত্তনিয়া ও অন্যান্য ভক্তগণের মুখে মুখে বিচরণ করিয়া পরিরক্ষিত হয়। কীর্ত্তনিয়ারা সংযোগ বিয়োগ করিয়া ও সময় সময় আপনাদের নাম তন্মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়া, প্রাচীন কবিদিগের পদাবলী পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিতেন। মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে হস্তলিখিত গ্রন্থই প্রচারিত ছিল। তখন কোন গ্রন্থেরই সংখ্যা অধিক পরিমাণে লিখিত ও প্রচারিত হইত না। মুখে মুখে পদাবলীর প্রচার হওয়াতে, বর্ত্তমানকালে তাহাতে বিষম পাঠান্তর ঘটিয়াছে। বিদ্যাপতির মৈথিল কবিতা, বৈষ্ণবগীতির গায়ক কীর্ত্তনিয়াদিগের দ্বারাই এইরূপ রূপান্তরিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পদ্যগীতির অধিকাংশ ভক্ত কীর্ত্তনিয়াদিগের যত্নে রক্ষিত হইলেও, গদ্য গীতি কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে। স্মরণশক্তির প্রভাবে পদ্যের ন্যায় গদ্য রক্ষা করা অসম্ভব।

প্রাচীন ব্যক্তিদিগের মুখে শুনিয়া নরহরিদাস "নরোত্তমবিলাস" সঙ্কলন করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর রাধামোহন দাসের সংগৃহীত "পদামৃত সমুদ্র" ও কীর্ত্তনিয়াদিগের নিকট শ্রুত পদাবলী অবলম্বনে, বৈষ্ণবদাস সুপ্রসিদ্ধ "পদকল্পতরু" সংগৃহীত করেন।*

---

* আচার্য্য প্রভুর বংশে শ্রীরাধা মোহন।
কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন॥

"কোউ মধুরতর গ্‌ দ্য পদ্য কর পাঠ নিরত পরমাদ্ভুত রীত।
কোউ যন্ত্রকুল মিলিত যুগ ওত পঁক্ত কর প্রীত, রচিতময় গীত॥
কোউ নব গদ্য পদ্যাদি উচ্চাব করু"—(গৌরচরিত চিন্তামণি)

'গীতচন্দ্রোদয়ে' নরহরি (ঘনশ্যাম) দাস বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞান দাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি পূর্ব্বতন বৈষ্ণবকবিদিগের কবিতা সংগ্রহ কবিয়া, স্বরচিত পদাবলী তাহাদের সহিত নিবিষ্ট করিয়াছেন। 'গীতচন্দ্রোদয়' অপেক্ষা বৈষ্ণব দাসেব সংগৃহীত সুপ্রসিদ্ধ 'পদকল্পতরু' আকাবে বৃহৎ নহে। ইহা তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহাতে গৌবচন্দ্র ও বাধাকৃষ্ণের পূর্ব্ববাগাদি, বিষয় বিভাগ অনুসারে বর্ণিত হইয়াছে। ক্ষীবোদ বাবুব মতে নবহরি বিরহবর্ণনে চণ্ডীদাসের সমকক্ষ। তাঁহাব ভাষা মধুব।

পূর্ব্ব কবিকৃত গীত নিকপম আস্বাদিতে সাধ আনন্দভবে।
এ হেতু একত্র কবি এই 'গীত-চন্দ্রোদয,' সুবা সদাই ঝবে॥(গীত চন্দ্রোদয়)

গ্রন্থ কৈলা 'পদামৃত-সমুদ্র' আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা কবি গান॥
নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ কবিযা।
তাঁহাব যতেক পদ সব তাহা লইযা॥
সেই মূল গ্রন্থ অনুসাবে ইহা কৈলুঁ।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইলুঁ॥
এই 'গীতকল্পতরু' নাম কৈনু সার।
পূর্ব্ববাগাদি ক্রমে বাব শাখা যার॥ (পদকল্পতরু)

নরহরি ঘনশ্যাম দাসের বচিত ও সংগৃহীত 'গীতচন্দ্রোদয়', রাধামোহন দাসের সংগৃহীত 'পদামৃত-সমুদ্রের' পূর্ব্ববর্ত্তী। গীতচন্দ্রোদয়ের অর্দ্ধাধিক কবিতা নরহবির স্ববচিত। পদামৃত সমুদ্রে নবহবি ঘনশ্যামের কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। খৃষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রাধা মোহন দাস গোস্বামী শ্রীনিবাসের বংশধর রূপে আবির্ভূত হন।

নবহরি (ঘনশ্যাম) দাসের নির্দ্দেশ মতে কবি বিদ্যাপতি একলক্ষ গীত বচনা করিয়াছিলেন।* 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি মুদ্রিত গ্রন্থে দেডশতের অধিক গীত পাওয়া যায় না। ক্ষীরোদ বাবু বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশ মানসে আড়াই শতের অধিক গীতি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। 'বিবর্ত্ত-বিলাস' গ্রন্থের প্রণেতা লিখিয়াছেন যে জীবিত কালে চণ্ডীদাস লক্ষ পদ রচনা করেন। অথচ মেহেরপুর বাসী বাবু রমণী মোহন মল্লিক স্বপ্রকাশিত "চণ্ডীদাস" গ্রন্থে তিন শত পদের অধিক পদ সংগৃহীত করিতে পারেন নাই। বিবর্ত্তবিলাস গ্রন্থের ও নরহরির উক্তি কবি-সুলভ অতিশয়োক্তি ভিন্ন প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য বলিয়া অনুমান হয় না। এত গীত বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া কখনও বিশ্বাস হয়না।

কবি বিদ্যাপতি মতি মানে।

লাখ গীতে জগচিত চোরায়ল, গোবিন্দ গোরি সরস রস গানে॥"

পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় নবম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত, মিথিলা বাঙ্গলার শাসনদণ্ডের অধীন ছিল। সেই সময়ে বিদ্যানুশীলনে মিথিলা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল। মিথিলার মৈথিলভাষা ও

---

* "লাখ উকীল করেছি খাড়া" এই গীতাংশ দৃষ্টে, কেহ কেহ অনুমান করেন যে সাধকশ্রেষ্ঠ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন একলক্ষ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। যেরূপ শৈশব কাল হইতে রামপ্রসাদ সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করেন এবং সেরূপ বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন, তাহাতে লক্ষ সঙ্গীত রচনা রামপ্রসাদের পক্ষে অসম্ভব নহে বলিয়া—তাঁহারা বিবেচনা করেন। উভয় স্থলেই বিলুপ্ত সঙ্গীতের সংখ্যা অতি রঞ্জিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলার বাঙ্গলাভাষা উভয়ই এক মূল হইতে উৎপন্ন। 'মাগধী প্রাকৃত' উভয়েরই জননীরূপিনী। স্থান ভেদে উভয়ে বিভিন্ন-রূপ কালক্রমে ধারণ করিয়াছে। গ্রিয়াবসন সাহেব বলেন যে বাঙ্গলাভাষা 'মাগধী প্রাকৃত' হইতে ও মৈথিলী ভাষা 'অর্দ্ধমাগধী প্রাকৃত' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গ্রিয়ারসন সাহেব দারভাঙ্গা হইতে সংগৃহীত বিদ্যাপতির যে সকল কবিতা বিশুদ্ধ মৈথিলী ভাষায় রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাব ভাষার সহিত বাঙ্গলাভাষাব বিশেষ প্রভেদ নাই। বিদ্যাপতিব সমসাময়িক কবি চণ্ডীদাসের কোন কোন কবিতা বিদ্যাপতিব পদাবলীব ন্যায় মৈথিলী মিশ্রিত বাঙ্গলা ভাষায় বচিত। বাঙ্গলা বর্ণমালাব অধি-কাংশ অক্ষব মৈথিলী বর্ণমালাব অক্ষবেব অনুরূপ। ইহা হইতে অনুমান হয় মিথিলাব দর্শন, স্মৃতি ও জ্যোতিষেব ন্যাব—মৈথিল ভাষা ও বর্ণমালা, বিক্রমপুরেব সেনবংশেব আধিপত্য মিথিলায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াব পবে, বঙ্গদেশে প্রবেশাধিকাব লাভ করে। এক শাসনদণ্ডের অধীন থাকাতে এই মিশামিশি অতি সহজে ও অনায়াসে নিষ্পন্ন হয়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে সমতটে (পূর্ব্ববঙ্গ) পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকাব বিশ্বাসযোগ্য বিববণ পাওয়া যায়। সেনবংশের রাজত্বকালে পূর্ব্ববঙ্গেব আধিপত্য সমগ্র বাঙ্গলা ও মিথিলায় বিস্তাবিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষাও সেই সঙ্গে

---

* বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীবোদচন্দ্র রায়চৌধুবী মহাশয "সাহিত্য" পত্রি-কায় (৪।৪৬৫ পৃঃ) "শব্দ ও অর্থ" নামক গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধে এই সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"সেনবংশের রাজত্বকালে যখন মিথিলা বাঙ্গলার অধীন ছিল, তখন

সঙ্গে সমগ্র বাঙ্গলায় প্রসারিত হয়। * স্বর-বৈলক্ষণ্য ছাড়িয়া দিলে, পূর্ব্ববাঙ্গলার বাঙ্গলা ভাষার সহিত পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য বাঙ্গলার প্রভেদ অতি সামান্য। পূর্ব্ববাঙ্গলার ভাষা

মৈথিলী ও দেশজ শব্দ মিলিত হইয়া বাঙ্গলা ভাষা পূর্ণ করে। বৈষ্ণব কবিগণ ভাবের উচ্ছ্বাসে অনেক গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিরা অনেকে রাঢ়দেশীয়। পূর্ব্ব বা উত্তর বাঙ্গলায় কোন বিখ্যাত কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। এজন্য রাঢ় দেশে প্রচলিত অনেক দেশীয় শব্দ বৈষ্ণব কাব্যে পাওয়া যায়।"

"মিথিলার ভাষার সহিত রাঢ, পূর্ব্ববঙ্গ ও উড়িয়া ভাষার অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মৈথিলী শব্দ রাঢ অপেক্ষা পূর্ব্ব বাঙ্গলায় অধিক শুনা যায়। পূর্ব্ববঙ্গ-প্রচলিত ভাষা এক সময়ে বাঙ্গলা দেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত মূলক শব্দ বাঙ্গলার আর কোনও স্থানে এত শুনা যায় না। মিথিলার সানুনাসিক উচ্চারণ, বীরভূম ও বিক্রমপুরে (পূর্ব্ববঙ্গে) যথেষ্ট। পূর্ব্ববাঙ্গলার লিখিত ভাষা বর্দ্ধমান ও বীরভূমের লোকে যত বুঝিতে পারে, হুগলী, নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার লোকে তত বুঝে না। নদীয়া, হুগলী ও চব্বিশ পরগণার ভদ্রলোকদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা রাঢ় ও পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে আসিয়া, এই সকল জেলায় বাস করিয়াছিলেন।"

"আর্য্যজাতি মিথিলা হইতে উত্তরবঙ্গ দিয়া পূর্ব্ব বঙ্গে যাইয়া বাস করিয়াছিল। তখন নদীয়া ও চব্বিশপরগণা জঙ্গলে ও জলাশয়ে পূর্ণ। কালিদাস লিখিয়াছেন রঘু এই পথে বঙ্গদেশ বিজয় করেন। ফাহিয়ান ও হুয়েন্সাং সমতটে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিয়াছিলেন। সমতট পূর্ব্ব বঙ্গে। পূর্ব্ববঙ্গ বাঙ্গলার প্রাচীনতম অংশ। বাঙ্গলার হিন্দুরাজার শেষ রাজধানী পূর্ব্ববঙ্গে। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও বিক্রমপুরের লোক বৈষ্ণবধর্ম্মের স্থাপয়িতা। বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান, শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম—যখন যে ধর্ম্ম বাঙ্গলায় প্রচলিত হইয়াছে, পূর্ব্ব বঙ্গের লোকেরা অধিক সংখ্যায় সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এবং সকলের শেষ পর্য্যন্ত সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে।"

মৈথিলী হিন্দীর অনুরূপ। রাজা প্রথম লক্ষ্মণসেনের মিথিলা বিজয়ের পর, পূর্ব্ববাঙ্গলায় মৈথিলী হিন্দী ভাষা ও বর্ণমালা প্রথম প্রবিষ্ট হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবি-দিগের পদাবলীতে এমন অনেক কথা ও ক্রিয়াপদ দৃষ্ট হয়, যাহা পূর্ব্ববাঙ্গলায় (*ঢাকা বিভাগে) অদ্যাপি প্রচলিত আছে। চৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ পূর্ব্ববাঙ্গলার শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া নবদ্বীপে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব কবিরা বিশুদ্ধ বাঙ্গলার ন্যায় মৈথিলী হিন্দী মিশ্রিত ভাষায়ও কবিতা রচনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতিও বিশুদ্ধ মৈথিলী এবং মৈথিলী-হিন্দি মিশ্রিত বাঙ্গলায় পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। তাঁহার মৈথিলী কবিতা বাঙ্গলায় অনুবাদিত হয়, এরূপ নির্দ্দেশ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। † গীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে বাঙ্গলা শব্দ প্রবিষ্ট হইয়া, কাল ক্রমে তাঁহার বিশুদ্ধ মৈথিলী গান, বাঙ্গলা মিশ্রিত গানে পরিণত হইয়াছে।

"ভাবপ্রবণতা দেশজ শব্দের রক্ষার কারণ। এজন্য বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃত রূপ দেখিতে হইলে, বিক্রমপুর ও বীরভূমে অন্বেষণ করিতে হইবে। যাহারা রেঢ়ো ও বাঙ্গাল বলিয়া খ্যাত, তাহারাই বাঙ্গলার গৌরব।

† তৃতীয় বর্ষের সাহিত্যে (৩৫৯ পৃষ্ঠায) সুপণ্ডিত ক্ষীরোদ বাবু 'অনভ্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"প্রেমহারের মুখবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম, পূর্ব্ব বঙ্গের বাঙ্গলা ভাষা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে সমুদয় বাঙ্গলার ভাষা ছিল। স্বর বৈলক্ষণ্য ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্ববাঙ্গলা, রাজসাহী, মালদহ, বীর-ভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের ভাষার প্রভেদ সামান্য। বাঙ্গলা ভাষা মৈথিলী হিন্দীর অনুরূপ। বোধ হয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত

বিদ্যাপতির রচিত মৈথিলী কবিতার সহিত তাঁহার সম-সাময়িক ও পরবর্ত্তী মৈথিল ও বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণের রচিত মৈথিলী, মিশ্র মৈথিলী ও বাঙ্গলা কবিতা উদ্ধৃত করিয়া, তুলনায় তাহাদের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিব এবং আমাদের মতের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিব।

(১) বিদ্যাপতি।

প্রথম বয়স হম কি কহব সজনী
পহু তজি গেলাহ বিদেস।
কত হম ধৈরজ বাঁধব সজনী
তনি বিনু সহব কলেস॥
আওন অবধি বিতিত ভেলি সজনী
জলধব ছপল দিনেশ।
সিসিব বসন্ত উথম ভেল সজনী
পাওস লেল পবেবস॥
চউ দিস ঝিঙুব বান কৰু সজনী
পিক সুন্দর কৰু গান।
মনসিজ মাৰু মরম সব সজনী
কতেক শুনব হম কান॥

মৈথিলী ভাষা দ্বারবঙ্গ হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মিথিলার ভাষা অধিকতর হিন্দী ও বাঙ্গলার ভাষা অধিকতর বাঙ্গলা হইয়া গিয়াছিল। বিদ্যাপতির কতকগুলি কবিতা শুদ্ধ মৈথিলী ভাষায়, অন্যগুলি মিশ্রিত বাঙ্গলায়। কীর্ত্তনিয়ার মুখে বিদ্যাপতির কবিতায় বাঙ্গলা শব্দের অধিকতর সংযোগ হইয়া থাকিলেও, বসন্ত রায় ও অন্য কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার কবিতা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন—আমার এই পূর্ব্বমত আমি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি।”

সেজ কুসুম নহিঁ ভাবয় সজনী
বিখ সম চানন চীব।
জঁও সমীর সিতল বহু সজনী
মন বচ উড়ল সরীব॥
ভনহি বিদ্যাপতি গাওল সজনী
মন ধনি করিঅ হুলাস।
সুদিন হেরি পহু আওত সজনী
মন জনি করিঅ উদাস॥ ১। (বিশুদ্ধ মৈথিলী)

কামিনী করু অসনানে।
হেরইতে হির্দয় হনল পচমানে॥
তিতল বসন তন লাগু।
মনিউক মন সমস্ত ভয জাগু॥
চিকুব বহৈ জলধারে।
জনি শশি বিনু মোহি লাগত অন্ধারে॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজ কবকমল আনি তুঅ দেবা॥
তেঁ সঁসে ভুজ ফাঁসে।
বাঁধি ধবিঅ উড়ি লাগত অকাশে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ভানে।
সুপুরুখ কবহুঁ ন হোয়ত নদানে॥ ২।

(২) জয়দেব।

জয়দেব স্বতন্ত্র কবি হইয়া থাকিলে, তিনি বিদ্যাপতির ন্যায় মিথিলার রাজা শিবসিংহের (রূপ নারায়ণের) সভাসদ ছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত পদের শেষে 'কবি অভিনব জয়দেবে' অংশ দৃষ্টে, বোধ হয় যে এই গীত বিদ্যাপতিরই রচিত। রাজা শিবসিংহের

প্রদত্ত শাসনপত্রে কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর 'নব জয়দেব' নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুপণ্ডিত গ্রিয়ারসন সাহেব * অনুমান করেন যে এই জয়দেব বিদ্যাপতির সমকালিক স্বতন্ত্র কবি।

সুন্দরি করিঅ তোবিত অভিসারে।
অবহি উগত সসি, তিমির তেজত নিসি,
উসবত মদন পসারে॥
বদন কামিনী হে, বেকত ন করিএ,
চৌদিস হোএত উজোরে।
চানক ভরম, অমিঅ রস লালচ,
এঠ কএ জাএত চকোরে॥
অমিঅ বচন, ভরমহু জনু বাজহ,
সৌরভ বুঝত আনে।
পঙ্কজ লোভ, ভমর চল আওত
করত অধর মধুপানে॥
তোহেঁ রস কামিনি, মধুকে জামিনি,
গেল চাহিঅ নিজ গেহে।
রাজা শিব সিংহ, রুপনারায়ন,
কবি অভিনব জয়দেবে॥৩॥

(৩) উমাপতি।

বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবি উমাপতি রাজা শিবসিংহের সভামণ্ডপ অলঙ্কৃত করিতেছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার কবিতার ভনিতায় 'নৃপতিপতি হিন্দুপতি' পদের লক্ষ্য শিবসিংহ

* G. A. Grierson's "Twenty-one Vaishnava Hymns" (J. A. S. B. for 1884 p. 74-94.)

বলিয়া বোধ হয়। 'পট মহিখী' পদ দ্বারা রাজা শিবসিংহের প্রধানা মহিষী লখিমা দেবীকে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

মানিনি মানহ জোঁ মোর দোসে।
সাস্তি করিঅ, বরু ন করিঅ রোসে ॥
ভৌহ কমান বিলোকন বানে।
বেধহ বিধুমুখি কয় সমধানে ॥
পীন পয়োধর গিরিবর সাধী।
বাহু ফাঁস, ধনি। ধরু মোহি বাঁধী ॥
কী পরিণতি ভয পরসনি হোহী।
ভুখন চরণ কমল দেহ মোহী ॥
সুমতি উমাপতি ভন পরমানে।
জগমাতা হিন্দুপতি জানে ॥ ৪।

অরুণ পুরুব দিসি, বহলি সগর নিসি,
গগন মগন ভেল চন্দা।
মুদি গেলি কুমুদিনি তইও তোহর ধনি,
মূনল মুখ অরবিন্দা ॥
কমল বদন, কুবলয দুহু লোচন,
অধর মধুরি নিরমানে।
সকল সরীর, কুসুম তুঅ সিরজল,
কিঅ তুঅ হ্রিদয় পখানে ॥
অসকতি কর, কঙ্কন নহিঁ পরিহসি,
হ্রিদয় হার ভেল ভারে ॥
গিরি সম গরুঅ, মান নহিঁ মুঞ্চসি,
অপরুব তুঅ ব্যবহারে।
অবগুন পরিহরি, হরখি হেরু ধনি,
মানক অবধি বিহানে।

সুমতি উমাপতি, সকল ত্রিপতি পতি,
হিন্দুপতি রস জানে॥ ৫।
সখি হে মন জনু করিঅ মলানে।
অপন করম ফল, হম উপভোগব,
তোহেঁ কিঅ তজহ পরানে॥
হরি সঁ প্রেম, আস করি লাওলি,
পাওলি পরিভব ঠামে।
জলধর ছাহরি, তর হম সুতল হুঁ,
আতপ ভেল পরিনামে॥
কবহু নেহ, মহিঁ পুহু পরগাসব,
কেবল ফল অপমানে।
বেরি সহস দস, অমিঅ ভিঁজাবিঅ
কোমল হো ন পথানে॥
পুরুব পিরিতি রিতি, হুনি জোঁ বিসরল,
বতি হু ন হুনকব দোসে।
কতন জতন ধরি, জেঁ৷ প্রতিপালয়,
সাপ ন মানয় পোসে॥
সুমতি উমাপতি, হরি হোএত পরসন,
মান হোএত অবসানে।
সকল ত্রিপতি পতি, হিন্দুপতি জিউ,
পট মহিখী বিরমানে॥ ৬।

(৪) নন্দীপতি।

বিদ্যাপতি ও উমাপতির ন্যায় কবি নন্দীপতির রচিত কবিতা অতি মধুর ও সরস। বিদ্যাপতি ও উমাপতির বহু বর্ষ পরে দ্বারভাঙ্গার বর্ত্তমান রাজবংশীয় কোন নৃপতির সময়ে, নন্দীপতি প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার সময় নির্ণয়ের কোন উপায় নাই।

উমাপতির পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতায় দ্বিতীয় পংক্তি নন্দীপতি অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। নন্দীপতির কবিতায় বিশুদ্ধ মৈথিলী ক্রিয়া প্রত্যয়াদির বহুল প্রয়োগ দৃষ্টে, তাঁহাকে বিদ্যাপতি ও উমাপতির বহু পরবর্ত্তী দারভাঙ্গা রাজের সভাসদ বলিয়া অনুমান হয়।

মাধব এহন দিবস ভেল মোরা।
অপন করম ফল, হম উপ ভোগব,
তাহি দোস কোন তোরা॥
জাহি নগর, চানন নহি চীন্হথি,
অড়ড় আদর কে রোপে।
বিনু গুন, বুঝলে জনিক অনাদর,
উচিত ন তা পর কোপে॥
নিরগুন পুরুখ, সগুন নীনল জোঁ,
জীবন জড় কে দেলা।
জোঁ করমী ফুল, সবহু সরাহিএ,
তোঁ কি কমল গুন গেলা॥
থল গুণ, আন ঠাম পরগাসল,
তেঁ কি তনিক অভেলা।
গিরি দরি তাহি, তিমির রহু তা পর,
রবি মহিমা হিন ভেলা॥
জনিক সরস মন, তাহি কহিএ গুন,
পসু সিসু অবুধ ন বুঝে।
নন্দীপতি ভন, তেঁ দেখু দরপন,
আন্হর কাঁ কী সুঝে॥ ৭।
জাগএ চাহ চিকুর ভর, সজনী,
সহজহি দুবর দেহ।

প্রথম হি পহু সঁ সমাগম, সজনী,
উপজল অধিক সনেহ॥
দুর সঁ সুতলি বিমুখি ভএ, সজনী,
বিরল বসন মুখ ঝাঁপি।
অভিনব কেলিক নামহি, সজনী,
নহি নহি কএ উঠি কাঁপি॥
নূপুর কাঢ়ি নড়াওল, সজনী,
হরল বসন অবসেখি।
ভাব ভরল নব নাগব, সজনী,
অতি উনমত ভেল দেখি॥
নয়ন নোর ভরি বাজলি, সজনী,
ভেল সপথক নিরবাহ।
নাগর না বুঝ নারি দুখ, সজনী,
কেবল নিঅ সুখ চাহ॥
নন্দীপতি কবি গাওল, সজনী,
ধৈহ উচিত এহি ঠাম।
সাহস তহ পুনু লহু থিক, সজনী,
সুখদ হোএত পরিণাম॥ ৮।

অম্বর ধএল উতারী।
সে লএ কদম তরু চঢ়ল মুরারী॥
আভরণ এক বর লৈহে।
হরি। পরিধান বসন মোর দৈহে।
সবহি সখী পট পাউ।
হমর হি কিঅ এতি খন বিলমাউ॥
হম হু বুঝিঅ তোর ভাবে।
সে মন বাসি করিঅ হরি আবে॥

মোর মুখ অবইছি আগী
তোঁহে করহ হরি। ততবর লাগী ॥
নন্দীপতি কবি গাবে।
নন্দতনয় রসময় বুঝ ভাবে ॥ ৯।
হরি হে অতি আকুল মন মোরা।
কতেক সহিব, দুখ কৌতুক তোরা ॥
এহি জমুনা জল, কবহু ন থাহে।
লএ গ্রিম হাব, পার ভএ জাহে ॥
চহু দিস ঘন বুন্দ, বরিসএ মেহা।
অব কি করব সখি, জিব হু সন্দেহা ॥
ঝাঁঝরি নাব, টুটল করুআবে।
কোন বিধি উতবব এহো ভব পারে ॥
সভ সখি মিলি বৈসলি হিয়া হারী।
বিনু বে পুরুখ, পথ ন চটিএ নারী ॥
নন্দীপতি জল বীচি অপার।
ডগমগ নৈয়া করু, মাঁঝ হি ধাব ॥ ১০।
জসোমতি মোর উপবাগে।
হরিক চবিত মোহি বড় মন্দ লাগে।
জাইত জমুনা পথ আজে।
বন সঁ বাহব ভেল যুববাজে ॥
আঁচর ধএলহি মোবা।
কাল্হুক জনমল তোহর কিসোরা ॥
তখনক তসু ব্যবহারে।
আর কি কহব হম অপন কপারে ॥

কোর সুতল তোর কান্হে।
তেঁ জনু বুঝহ হর ছথি নান্হে ॥

এ তর কয়থি তন পানে।
ওতর কটৈছথি তক্ষনক কানে॥
নন্দীপতি কবি গাই।
জননি জসোমতি নহিঁ পতিআই। ১১।

(৫) জয়ানন্দ।

মিথিলার অন্যতম বৈষ্ণব কবি। তিনি করণ কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নন্দীপতির সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী কবি।

চৌদিস হরি পথ হেরি হেরি, নয়ন বহ এ জলধার।
ভবন ন ভাব দিবস নিসি, করব কওন পরকার॥
হনি হম তিলহু ন আঁতর, দুহুক প্রাণ ছল এক।
পরদেস গএ নিরদয় ভেল, কি কহব তনিক বিবেক॥
কুদিবস রহত কতেক দিন, কে মোহি কহত বুঝাএ।
বিহ বিপরীত ভেল অব, কে মোহি হোএত সহাএ॥
করন জয়ানন্দ গাওল, চিত জনু করিঅ উদাস।
ধৈরজ সভ তহ বর থিক, আওত ভমর অবাস॥ ১২।

(৬) চতুর্ভুর্জ।

নব তনু নব অনুরাগ, মাধব,
নব পরিচয় রস জাগ॥
অভিনব একও ন ভাখ, মাধব,
দুহু মন গৌরব রাখ॥
দিন দিন দুহু তন ছীন, মাধব,
কে জানে বিতত কত দিন॥
দুহু মন বসু এক কাজ, মাধব,
আঁতর ভৈ রহ লাজ॥

হৃদয় ধরিঅ যত গোই, মাধব,
নয়ন বেকত তত হোই॥
চতুর চতুর্ভুজ ভান, মাধব,
প্রেম ন হোঅয় পুরান॥ ১৩।

পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতার ভাষা দৃষ্টে, কবি চতুর্ভুজকে নন্দীপতি ও জয়ানন্দের পুর্ব্ববর্ত্তী এবং বিদ্যাপতি ও উমাপতির পরবর্ত্তী কবি বলিয়া বোধ হয়। কবিশেখর ভঞ্জন ও চক্রপাণিকে চতুর্ভুজের সমসাময়িক কবি বলিয়া অনুমান হয়। সম্ভবতঃ ইঁহারা তিন জনে দাবভাঙ্গার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

(৭) কবিশেখর ভঞ্জন।

পাওস নিঅব তুলাএল, সজনী,
কি কহব পহু নহিঁ আএল॥
গগন গরজ নব জলধর, সজনী,
বন বন সিখিগন রব কর॥
কোন সখি আব উপদেসহ, সজনী,
এহন বিরহ দুখ কে সহ॥
পিয়া সঙ্গ রভসয় কামিনি, সজনী,
মোরা লেখে জুগ সম জামিনি॥
ধৈরজ ধরহ কলাবতি, সজনী,
আএ মিলত মথুরাপতি।
কবি ভঞ্জন এহো গাওল, সজনী,
কমলিনি মধুকর পাওল॥ ১৪।

একসরি কোন পরি, হরি হরি, তবব বিরহ নদি পারে।
কতহু ন দেখিঅ জদুপতি, জনি বিনু জগত অন্হারে॥

কে হিত হমর জগতি তল, জে কর একর উপচারে।
ছন ছন তনু অবসন হোঅ, পরল বিরহ দুখ ভারে॥
কি করব, কতয় জাএব দহু, কোন তহ হোএত উধারে।
চান কিরন তন তাপএ, আব ন জিবন পরকারে॥
ন কর বিজন নলিনী দল, সখি ন সিচহ ঘনসারে।
মোরা লেখে তন ববিসএ, অবিরল নিধুম অঁগারে॥
কাহি কহব পরিবেদন, হনএ মদন দুরবারে।
বিসরি বৈসল মোহি জদুপতি, কি করব সগন বিচারে॥
কহ কবি শেখর ভঞ্জন, লিখল মেটএ কে পারে।
বিপদ বিভব দুহু থির নহি, অচির মিলত গুনসারে॥ ১৫।

(৮) চক্রপাণি।

প্রেম বেলি পিয়া লাওল রে।
বচন অমী রস সেচ, কুসুম পহিরাওল রে॥
ফুলল কুসুম, রস বাসল রে।
ভমর চলল পরদেস, বহল বিসবাসলরে॥
এক হম, দৈবক মারল, বিহ মোহি টারল রে।
দোসর পিয়া পরদেস, কোর মোর সুন ভেল রে॥
পসরল সরদ চান দুতি রে।
মোর মন ভেল চকোর, তাহি ওর সসরল রে॥
চক্রপানি ভন, শুভদিন, মালতি ভমর সমাজআজ ভেল রে॥ ১৬

(৯) সরস রাম।

তিনি দ্বারবঙ্গের রাজা সুন্দরসিংহের সভাসদ ছিলেন। সুন্দর দ্বারবঙ্গের ষষ্ঠ নরপতি। মিথিলার প্রাচীন রাজবংশ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিলুপ্ত হইলে, রাজবংশের

পুরোহিত ও মন্ত্রী মহেশ ঠাকুর বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ আছে যে তিনি জব্বলপুর হইতে মিথিলায় আগমন করিয়া, প্রাচীন রাজবংশে পৌবোহিত্য পদ প্রাপ্ত হন। শিব সিংহের বংশধরবর্গের শেষ রাজা প্রতাপ রুদ্রের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুর পর, মহেশ ঠাকুর রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করেন। পরে তিনি দিল্লীশ্বর আকবর হইতে রাজত্ব পদের সনদ প্রাপ্ত হন। রাজা মহেশ ঠাকুর ১৫৫৮খ্রীঃ কালগ্রাসে পতিত হন। রাজা সুন্দর সিংহ এই মহেশ ঠাকুরের পৌত্র ও শোভাকর ঠাকুরের (১৫৮৫-১৬০৭ খ্রীঃ) পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুরুষোত্তমের (১৬০৭-৪২ খ্রীঃ) মৃত্যুব পব সুন্দব সিংহ মিথিলার সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, (১৬৪২-৬২ খৃঃ) পর্য্যন্ত বাজত্ব কবেন।

দেল পরবেস, পবম সুকুমাবি।
হস্তিগমনি, ব্রিখভানু দুলারি॥
তনু অনুপম, আনন সানন্দ।
দামিনি উপব, উগল নবচন্দ॥
নাসা ললিত, নয়ন নহিঁ থীব।
জনি তিল ফুল, অলি দুহু দিস ফীর॥
ভাঙি জাএত কুচ ভর পবিনাম।
তে জনি ত্রিবলি গুন বান্হল কাম॥
সরসরাম ভন, বাধা রূপ।
বস বুঝ, রসময় সুন্দব ভুপ॥ ১৭।

১০। মোদনারায়ণ।

বৈষ্ণব কবি মোদনারায়ন ও কেশব দ্বারবঙ্গের রাজা প্রতাপ-সিংহের (১৭৬০-৭৬ খৃঃ) আশ্রয়ে তাঁহার রাজসভায় অবস্থিতি করিতেন। উভয় কবিই রচিত কবিতার শেষভাগে তাঁহাদের

আশ্রয় দাতা প্রতাপ সিংহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

জমুনা তীর কদম তর হে, এক অতরজ দেখী।
তড়িত জলদ জনু অবতরু হে, এক রূপ বিসেখী॥
রাধা রূপ মগনি ভেলি হে, কর ধৈ হরি আনী।
কতেক জতন কটু ভাখিঅ হে, নহি বোলথি সয়ানী॥
অনুপম লোচন খঞ্জন হে, বাঁকহু হরি হেরী।
বদন বসন অভিনত কৈ হে, মুসুকলি এক বেরি॥
কাম কলা গুণ আগরি হে, বৈসলি মুখ ফেরী।
রূপ সমান ফিরথি হরি হে, জনি রতনক ঢেরী॥
থির নহিঁ রহত মুগুধ মন হে, জোবন জগ সালে।
আলীগণ রস পসবল হে, পুলকিত বনমালে॥
নৃপতি প্রতাপ ভন অবতরু হে, নব তরু পচমানে।
মোদ নবাএন মন দএ হে, সেআমে রস জানে॥ ১৮।

১১। কেশব।

সুনহ বচন সখি মন দএ, দহএ চাহএ তনু আজ।
পবন পরস তবসএ জীব, মদন দহত সব সাজ॥
কোন পবি উবরব হবি হবি, ধৈরজ ধবি ধবি লাগ।
ছন ছন মুকছি মুকছি থসু, সখি ন জিউতি, সখি ভাখ॥
কি কবব সুনি সুনি পিক বব, নিক রব মোহি ন সোহাএ।
হহবি হহরি হবি হবি কএ, নিবদয আজ ছুন আএ॥
সখি সেজ স্রিজহ নলিনি দল, তেঁহু তহ হোঅ অবসান।
বন কুহু কএ ঘন শিখি গণ, সুনি সুনি দহ দুহু কান॥
ধরম করম বিছুড়ল মোর, পুরুব কএল কত পাপ।
ধৈরজ ধৈ রহু কেশব, রস বুঝ নৃপতি প্রতাপ॥১৯।

১২। ভানুনাথ।

কবি ভানুনাথ বর্ত্তমান মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহের পিতা রাজা

মহেশ্বব সিংহের সভাসদ ছিলেন। মহারাজ মহেশ্বরসিংহ ১৮৫০—৬০ খৃঃ পর্য্যন্ত দ্বারবঙ্গে রাজত্ব কবেন।

জদুপতি বুঝিঅ বিচারি।
অভিনব বিবহ বেআকুলি নারী॥
নলিন সযন নহিঁ ভাবে।
তনি পথ হেবইত দিবস গমাবে॥
কেঅও চানন কব লেপে।
কেঅও কহএ, জনি বহল সঁছেপে॥
কোন পবি কবতি নিবাহে।
সিত কব কিবন সতত কক দাহে॥
তপ জনি কবএ সকামে।
নিস দিন জপইত বহ তসু নামে॥
ভানুনাথ কবি ভানে।
রস বুঝ মহেস্বব সিজ্য সুজানে॥ ২০।

১৩। হরখনাথ।

হরখনাথ জীবিত মৈথিল কবিদিগেব মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি দ্বারবঙ্গের বর্ত্তমান মহারাজা লক্ষীশ্বব সিংহেব সভা সুশোভিত কবিতেছেন। ১৮৬০ খৃঃ পিতাব মৃত্যুব পব মহাবাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাজপদ প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণেব জন্মোৎসব নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় কবি হবখনাথ বর্ণনা কবিযাছেন। গ্রিয়াবসন সাহেব "Maithil Chresto-mathy" নামক পুস্তকে হরখনাথের রচিত কতিপয় কবিতা ১৮৮২ খৃঃ প্রকাশ কবিয়াছেন।

অবিরল জলধব গরজত, ঘন বস বরিসত রে।
দাদুল সঙ্কুল রভসত, দামিনি চমকত রে॥
তডিত চমকত, জলদ গরজত, কবত দাদুল সোর ও।
তিমির সঙ্কুল, করত আকুল, নিসিথ ভাদর যোর ও॥

অবতরু দেবকিনন্দন, জন সুখ চন্দন রে।
সুর নর মুনি কৃত বন্দন, কংস নিকন্দন রে॥
উগল জদুকুল কমল দিনকর, সকল জন সুখ কন্দও।
নন্দ নয়ন চকোর, সম্পদ পুরণ, সাবদ চন্দও॥
অমল কমল দল গঞ্জন, লোচন খঞ্জন রে।
ত্রিভুবন আপদ ভঞ্জন, জগ অনুরঞ্জন রে॥
জগত রঞ্জন, বিপদ ভঞ্জন, বদন গঞ্জিত চান ও।
নবল জলধর, রুচির তনুবর, বিজিত ত্রিগমদ মান ও॥
মণি মাণিক মুকুতা কত, কঞ্চন অভরণ রে।
জত ছল নন্দ ভবন ধন, পাওল গুনিজন রে॥
তুরগ, গজ, রথ, কনক, মানিক, রতন, মুকতা মাথ ও।
পাবি, নট, ভট, গনক, চটপট, ভেল সকল সনাথ ও॥
সুর গন সহিত পুরন্দর, কবি সুভ ডম্বর রে।
দেখল জদুকুল সুন্দর, আএল অম্বর রে॥
বরিস সুর গন, কুসুম পরসন, মুদিত পুলকিত অঙ্গ ও।
দেব দুন্দুভি, বজত অম্বর, হোত মঙ্গল রঙ্গ ও।
নারি ছিনাওন দগরিনি, কত ধন পাওল রে।
হরখিত গোপবধূ জন, সোহর গাওল রে॥
হরখি গাবহিঁ নগর নাগরি, হরহিঁ সুরনর গ্যান ও।
সুনত খগম্রিগ, রহত নিশ্চল, ছুটত মুনি জন ধ্যান ও॥
হরখনাথ ভন, মন দয় হরি পরশন ভয় রে।
করথু নৃপতি লক্ষ্মীশ্বর ধন জন উপচয় রে॥
হরখনাথ, সনাথ করি জদুনাথ, ত্রিভুবন ধাম ও।
পুরথু মিথিলা নগর, নায়ক সকল অভিমত কাম ও॥২১॥

উপরে ত্রয়োদশ জন মৈথিল কবির রচিত বিশুদ্ধ মৈথিলী গীতিকবিতায়, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, পাঁচ-শত বৎসরের মৈথিল কাব্য ও ভাষার নমুনা পাইতেছি।

মৈথিলভাষায় জকার, নকার, সকার, ইকার ও উকারের কোন পার্থক্য নাই। বাঙ্গলাভাষায় তাহাদের বিলক্ষণ প্রভেদ রহিয়াছে। বাঙ্গলার (য), (ধ) (ষ) যথাক্রমে (থ) ও (হ) রূপে মৈথিলীতে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গলার (ক্ষ) ও (স্ম), (ষ্ট), (ন্দ) ও (ল) মৈথিলীতে যথাক্রমে (ছ), (ঠ), (ন) ও (র) রূপে ব্যবহৃত দেখা যায়। এই সকল কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উদ্ধৃত মৈথিলী কবিতাগুলি পাঠ করিলে, তাহার অধিকাংশ স্থল বঙ্গদেশ-প্রচলিত বিদ্যাপতির মধুর কবিতার ন্যায় হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আজু রজনী হাম, ভাগি গোঁয়ায়লু,
পেখলু পিয়ামুখ চন্দা॥
জীবন যৌবন, সফল করি মানলু,
দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ, গেহ করি মানলু,
আজু মঝু দেহ, ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়ল,
ছুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব, লাখ ডাকউ,
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব, লাখ বাণ হউ,
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অবহি ন যবহু, মোহে পরিহোয়ত,
তঁবহু মানব ধনি দেহা।
বিদ্যাপতি কহ, অলপ ভাগী নহ,
ধনি ধনি তুহু নব নেহা॥২২॥ (মিশ্র মৈথিলী)

শুন শুন মাধব কি কহব আন।
কাহার উপমা দিব পিরিতি সমান॥

ক্ষিতি রেণু গুণি যদি আকাশের তারা।
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক ধারা॥
অচল চলয়ে যদি. চিত্র কহে বাত।
কমল ফুটয়ে যদি গিরিবর মাথ॥
দাবানল শীতল, হিমগিরি তাপ।
চাঁদ যদি বিখ ধরে, সুধা ধরে সাপ॥
পুরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদিত।
তবু বিপরীত নহে সুজন পিরিত॥
ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায়॥২৩॥ (বাঙ্গালা)

১৪। চণ্ডীদাস।

এমন পিরিতি কভু, নাহি দেখি শুনি।
পষাণে পরাণ বাঁধা, আপনা আপনি।
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে, বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে, যায় কি মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু, কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম, কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি, সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রয়॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে, না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি, সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর, আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ, দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি, চণ্ডীদাসে কহে॥২৪॥ (মিশ্র বাঙ্গলা)

পিরিতি পিরিতি, সব জন কহে,
পিরিতি সহজ কথা ?
বিরিখের ফল, নহেত পিরিতি,
নাহি মিলে যথা তথা ॥
পিরিতি অন্তরে, পিরিতি মন্তরে,
পিরিতি সাধিল যে।
পিরিতি রতন, লভিল যে জন,
বড় ভাগ্যবান সে ॥
পিরিতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন, করিতে পারিলে,
পিরিতি মিলয়ে তারে ॥
পিরিতি সাধন, বড়ই কঠিন,
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস।
দুই ঘুচাইয়া, এক অঙ্গ হও,
থাকিলে পিরিতি আশ ॥২৫॥ (বাঙ্গলা)

১৫। বল্লভীকান্ত দাস।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে,
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হাম, রূপ নেহারলুঁ,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয় রাখলুঁ,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল ॥
বচন অমিয়া রস, অনুখন শুনলুঁ,

শ্রুতিপথে পরশ না ভেলি।
কত মধু যামিনী, রভসে গোয়ায়লুঁ,
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি ॥
কত বিদগধ জন, রস অনুমোদই,
অনুভব কাহু না পেখি।
কহে কবি বল্লভ, হৃদয় জুড়াইতে,
মিলয়ে কোটিমে একি ॥২৬॥ (মিশ্র মৈথিলী)

১৬। গোবিন্দদাস।

যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইএ মঝু গাত ॥
যো সরোবরে পঁহু নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদ্বন্দ্ব।
ঐ ছনে মিলই যব গোকুল চন্দ ॥
যো দরপণে পঁহু নিজমুখ চাহ।
মঝু অঙ্গজ্যোতি হোই তথি মাহ ॥
যো বীজনে পঁহু বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত ॥
যাঁহা পঁহু ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম ॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি।
সো মরকত-তনু তোহে কি এ ছোড়ি ?॥২৭॥ (মিশ্র মৈথিলী)

১৭। জ্ঞানদাস।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু, আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল ॥

সখি একি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া, ও চাঁদ সেবিনু, রবির কিরণ দেখি ॥
নিচল ছাড়িয়া, উচল উঠিনু, পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে, দারিদ্র্য বাঢ়ল, মাণিক হারানু হেলে ॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে, কানুর পিরীতি, মরণ অধিক শেল ॥২৮॥
(মিশ্র বাঙ্গলা)

আর অধিক পদাবলী উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না। মোটে অষ্টাবিংশতিটী পদ উদ্ধৃত হইল। তন্মধ্যে ত্রয়োবিংশতিটী কবিতা বিদ্যাপতির ও অন্যান্য দ্বাদশ জন মৈথিল কবির রচিত এবং অপর পাঁচটী পদ চারি জন বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির রচিত। বিদ্যাপতি ও অন্যান্য মৈথিল কবির পদাবলী হইতে ইঁহাদের রচিত পদাবলীর ভাষা যে বিশেষ বিভিন্ন নহে, ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

মহাকবি বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তাঁহার পরবর্ত্তী কবিগণ যে সকল প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন করিয়াছেন, নিম্নে তাহার নমুনা প্রদর্শিত হইল।

"কবিপতি বিদ্যাপতি মতি মানে।
যাক গীত, জগত চিত চোরায়ল,
গোবিন্দ গৌরী সরস রস গানে ॥
ভুবনে আছয়ে যত ভারতী বাণী।
তাকর সার, সার পদ সঞ্চয়ে,
বাঁধল গীত কতহুঁ পরিমাণি ॥
যো সুখ সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া।
সো সুখ সার, হার সব রসিক হি,
কণ্ঠ হি কণ্ঠ পরায়ল বনিয়া ॥
আনন্দে নারদ না ধরয়ে থেহা।

সে আনন্দরস, জগ ভরি বরিখল,
সুখময বিদ্যাপতি রস মেহা॥
যত যত রসপদ, কযল হি বন্ধে।
কোটি হি কোটি, শ্রবণ পর পাইয়ে,
শুনইতে আনন্দে লাগই ধন্ধে॥
সো রস শুনি নাগব বর নাবী।
কিয়ে কিযে কবে চিত, চমকযে ঐছন,
রসময় চম্পু বিথাবি॥
গোবিন্দ দাস মতি মন্দে।
এত সুখ সম্পদ, বহইতে আন মন,
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে॥" (গোবিন্দদাস)

"জয় বিদ্যাপতি কবিকুল চন্দ।
রসিক সভাভুষণ সুখ কন্দ॥
শ্রীশিব সিংহ নৃপতি সহ প্রীত।
জগত ব্যাপি বহু বিশদ চবিত॥
লছিমা গুণহি উপজে বহু বঙ্গ।
বিলাসয়ে রূপনারায়ণ সঙ্গ॥
বৃন্দাবন নব কেলি বিলাস।
কক কত ভাঁতি যতনে পবকাশ॥
শ্রীগোকুল বিধু গৌর কিশোর।
গণ সহ যাক গীতরসে ভোর॥
নরহবি ভণ অক কি কহব তায়।
অনুখন মন জনু রহে তছু পায়॥" (নরহবি দাস)

"বিদ্যাপতি কবি ভূপ
অগণিত গুণজন রঞ্জন, ভণব কি সুখময়,
পিরীতি মুরতি রসকূপ॥

শিশু সময়াবধি, অধিক পরাক্রম,
বিরচল দেবচরিত বহু ভাঁতি।
কোই করল উপদেশ, পরম রস উলসিত,
তাহে নিরত রহু মাতি॥
শ্রীশিব সিংহ নৃপতি, লছিমা প্রিয় অতুল,
বিমল যশ বিদিত হি ভেল।
শ্যামর গৌরী কেলি মিল সংপুট
যতনে উযাতি ভুবন ধনি কেল॥
মরি মরি যাক, গীত নব অমিয়,
পিবি পিবি জীবই সে রসিক চকোর।
নবহরি তাক, পরশ নাহি পাওল,
বুঝব কি ও রস মরুমতি মোর॥" (নরহরি দাস)
"জয় জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি,
বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস, রসশেখর
অখিল ভুবনে অনুপাম॥
যাকর রচিত, মধুর রস নিরমল,
গদ্য পদ্য ময় গীত।
প্রভু মোর গৌর চন্দ্র আস্বাদিলা,
রায় স্বরূপ সহিত॥
যবহু যে ভাব, উদয় দুঁহু অন্তরে,
তব গায় হি দুহুঁ মেলি।
শুনইতে দারু, পাষাণ গলি যায়ত,
ঐছন সুমধুর কেলি॥
আছিল গোপতে, যতন করি পঁহু মোর,
জগতে করল পরকাশ।

সো রস শ্রবণে, পরশ নাহি হোয়ল,
রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥" (বৈষ্ণবদাস)

সংস্কৃত কবিতার আদি গুরু বলি,
বাল্মীকি তাপস খ্যাত ভারত ভবনে
যেমতি, যাঁহাব কাব্য বিজলী উজলি
খেলিতেছে মানবের যুগল নয়নে ,
তেমতি এ বঙ্গদেশে, ওগো বিদ্যাপতি।
বঙ্গ-কবিতার তুমি আদি গুরু হযে
প্রসিদ্ধ হইলে, তব বাড়ে যশোজ্যোতিঃ
আমাদের মাতৃভুমি এ বঙ্গ-আলয়ে।
তোমার প্রসাদে, দ্বিজ ! যত গৌড় জন
গৌড়ীয় কবিতা রস আস্বাদ পাইল।
ধন্য তুমি জনমিলে, কোবিদ-বতন।
এ বঙ্গ ব্যাপিয়া তব সুযশঃ বহিল।
যথায় তথায তব সুকীর্ত্তি ঘোষণ
শুনি বঙ্গবাসী মনঃ সুতৃপ্ত হইল।" (রাজকৃষ্ণ রায়)

বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবিদিগের অগ্রণী। যাঁহাদের সুধাস্রাবী সঙ্গীতেব মনোমুগ্ধকর পঞ্চমতানে সমস্ত বঙ্গদেশ কৃষ্ণপ্রেমে মাতিয়া উঠিয়াছিল,তিন চাবি শতাব্দী পর্য্যন্ত যাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ প্রেমবস বাঙ্গালাকে প্লাবিত করিয়াছিল, যাঁহাদেব ভাবপ্রবণ প্রেমেব উচ্ছ্বাসে ও মনোহর কবিতায় নীবস পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া গৃহে গৃহে কৃষ্ণনামের ধ্বনি উঠিয়াছিল, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সেই সকল কলকণ্ঠী বৈষ্ণবকবিকুলের গুরুস্থানীয়। বাঙ্গলার কাব্যকাননে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ন্যায় মধুর কলকণ্ঠ কোকিল সুদুর্লভ। বাঙ্গলাভাষার শৈশবকালে তাঁহারা

যেরূপ মানবস্বভাবের মনোহর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন, যেরূপ মনোজ্ঞ সাজসজ্জায় ভাষাকে সুসজ্জিত করিয়াছেন, যেরূপ মধুর প্রাণস্পর্শী কবিতাবলী রচনা দ্বারা প্রেমের বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, কোন সাহিত্যের কোনও আদি কবি সেরূপ পারিয়াছেন কি না জানি না। বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহারা অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। কেবল বাঙ্গলা সাহিত্যে কেন, অনেক সাহিত্যেই তাঁহাদের তুলনাস্থল মিলিবে কি না—সন্দেহ স্থল।

উভয়েই প্রথমশ্রেণীর কবি, প্রেমিক, ভাবুক ও গায়ক। তাঁহাদের রচিত পদাবলীতে এমন মাধুর্য্য ও মাদকতা আছে যে তাহা পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হয় ও দেহ প্রাণ সুশীতল হয়। তাহাতে সরলতা, সরসতা ও মধুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিদ্যাপতির রচনায় অলৌকিক কবিত্বের সহিত কৌশল সম্মিলিত হইয়াছে। তিনি অল্প কথায় অনেক ভাব প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। তাহাতে কষ্টকল্পনার লেশমাত্র নাই। নানা স্থলে নানা অলঙ্কারে তিনি ভাষাকে সজ্জিত করিয়াছেন। স্বভাব কবি চণ্ডীদাসের ন্যায় তিনি অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে অন্তঃপ্রকৃতির মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং ঐশী প্রেমের মাহাত্ম্য রাধাকৃষ্ণ লীলায় প্রদর্শন পূর্ব্বক বৈষ্ণবসমাজকে মোহিত করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের ভাষায় সাজসজ্জা বা অলঙ্কার নাই, বর্ণনায় পারিপাট্য ও কৌশল নাই, বাক্যবিন্যাসের দিগে অণুমাত্রও দৃষ্টি নাই। ভাবের গভীরতায়, ভাষার সরলতায় ও মধুরতায়, প্রেমের রসানুভাবকতায়—তাঁহার সমকক্ষ কবি